প্রকাশক : রেনুকা সাহা
২০ কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বারো টাকা

প্রচ্ছদপট : মদন সরকার
১২ডি নর্দান এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

স্মোকি

উইল জেমস্



দীপায়ন
২০, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

জীবন স্বরু

জনমানবহীন মুক্ত প্রেইরি। মাইলের পর মাইল শুধু সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। যতদূর চোখ যায় কচি কচি ঘাসের ডগা হাওয়ায় নুয়ে পড়ছে। বসন্তকালের ঝকঝকে সূর্য মাথার উপরে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় নুড়ি পাথর আর টিলা। দূরে গাছপালার হাল্কা জঙ্গল। চারদিকে গাছপালা ঘাস বাতাস সব যেন উজ্জ্বল আলোয় হাসছে। এই মুক্ত প্রেইরির বুকে ওর জন্ম। গায়ের রঙ ধোঁয়ার মতো, তাই ওর নাম স্মোকি। অবশ্য ওর এই নামকরণ হয়েছিল অনেক পরে। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কে আর ওর নামকরণ করবে ?

এই জনহীন মুক্ত প্রান্তরে স্মোকি যখন প্রথম আলোর দিকে চোখ তুলে তাকালো তখন শুধু মা দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে।

স্মোকির ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছে। জন্মানোর এক ঘণ্টার মধ্যেই স্মোকি উঠে দাঁড়াতে চায়। ওর সামনের পা দুটো ছড়িয়ে রয়েছে মাটির উপর। পাগুলোকে কোনরকমে টেনে নিয়ে চার পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে স্মোকি। ওর মা ঘাড়ের কাছে মুখটা নামিয়ে নিয়ে এসে ওকে উৎসাহ দেয়। মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে আওয়াজ করে। মায়ের ডাকে অতি মৃদুস্বরে সাড়া দেয় স্মোকি। মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে ওর শরীর।

জীবন শুরু হয় স্মোকির। চোখের সামনে আবছা ভেসে ওঠে কি একটা, সেটা এগোয় পেছোয়, তারপর একেবারে গা ঘেসে দাঁড়ায় স্মোকির। স্মোকি শুঁকে দেখে, কি বুঝতে পারে কে জানে, কেবল ওর মন জানতে পারে ঐ গন্ধটা যতক্ষণ কাছাকাছি আছে, ভয় নেই

কিছুতে। ওটা স্মোকির মায়ের পেছনের পা। এবার স্মোকির গলা দিয়ে বেরোয় একটু জোর আওয়াজ। কান ছুটো নড়তে থাকে, মায়ের সেই আদরের ডাক শোনবার জন্য, এদিকে ওদিকে কান ছুটো নড়ে স্মোকির—মা ঠিক কোথায় আছে।

তারপর আর একবার জোর চেষ্টা করে স্মোকি উঠে দাঁড়াতে। সামনের পা ছুটো কাজ করে ঠিক, ওরই উপর ভর দিয়ে স্মোকি মাটি থেকে তুলতে চায় পুরো শরীরটাকে, কিন্তু সামনের পা ছুটো হঠাৎ যায় বেঁকে, আর স্মোকি গড়িয়ে পড়ে নরম ঘাসের ওপর।

জোরে জোরে শ্বাস টানে স্মোকি। গলা দিয়ে বেরোয় মৃছ ঘড়ঘড় শব্দ। ওর মা উৎসাহ দেয় ওকে, আবার চেষ্টা করে স্মোকি। মাথাটা উঁচুতে তুলে, সামনের পা ছুটো সোজা করে, পেছনের পা ছুটোয় একটু জোর দেয়। কিন্তু আবার ছড়িয়ে পড়ে চারখানা পা চারদিকে। স্মোকি গড়িয়ে মায়ের গায়ের উপর পড়ে। শুঁকে দেখে চারদিকের ঘাস, আবছা চোখে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখে, ঐ চারটি পা যেন কিছুতেই একসঙ্গে কাজ করছে না। ওর মা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর চারদিকে আর নানান আওয়াজ করে দিচ্ছে উৎসাহ, মাথা দিয়ে একটু ঠেলা দিচ্ছে তারপর একটু দূরে গিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে।

পরিস্কার টাটকা বাতাস হুহু করে বইছে, স্মোকি নাক উঁচু করে নিশ্বাস নেয়। মাথায় উপর সূর্য্য ছড়াচ্ছে আলো আর উত্তাপ। স্মোকির গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠছে, দেখবার শক্তি একটু একটু করে পরিস্কার হয়ে আসে। একটু দূরে গোটা কয়েক গরু ঘাস খাচ্ছে, আর কয়েকটা বাছুর লেজ তুলে দৌড়চ্ছে, ছোট্ট ইঞ্জিনের মত—এই ছুটে যাচ্ছে, আবার মায়ের সাড়া পেয়ে, বোঁ করে একটা পাক খেয়ে তেড়ে আসছে। মাঠের ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বুনো ঘোড়া আর তাদের বাচ্চাগুলো। সবুজ কচি ঘাস খাচ্ছে ধীরে সুস্থে, বাচ্চাগুলো চরে বেড়াচ্ছে এদিকে সেদিকে। সারা মাঠে একমাত্র স্মোকি, যে নিজের চারটা পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই পাচ্ছে না। প্রথম দিন কিন্তু

খাদ যায়নি কেউ, ঐ গরু ঘোড়া, সবাইকেই এমনি করে একদিন চার পা ছড়িয়ে বার বার উঠতে চেষ্টা করতে হয়েছে, গড়িয়ে পঁড়েছে। তারপর আবার উঠেছে।

মাথাটা নাড়াতে থাকে স্মোকি মায়ের মিষ্টি আদরের ডাক শোনার জন্য, এদিকে ওদিকে কান দুটো নড়ে স্মোকির, জানতে চায় মা ঠিক কোথায় আছে।

সময় বুঝে স্মোকির মা ওর দল ছেড়ে চলে এসেছে, দিন কয়েক আগে। জন্মের পর দিন কয়েক যাবে, তারপর স্মোকি উঠে দাঁড়াবে, ঘুরে বেড়াবে একটু আধটু, তখন ওর মা আবার ফিরে যাবে দলের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু এ কয়দিন একেবারে এই নির্জন জায়গাটি স্মোকির মা খুঁজে নিয়েছে। স্মোকির প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকবে সারাক্ষণ, কোন হিংসুটে মা ছুটে আসবে না স্মোকির দিকে, স্মোকির মাকেও বিরক্ত করবে না গরু, ঘোড়া বা ঘোড়ার পিঠে চেপে ঐ যে আসে দুপেয়ে জীবগুলি। নিশ্চিন্ত মনে স্মোকির মা থাকবে তার বাচ্চাকে নিয়ে। প্রেইরির এই নির্জন প্রান্তরে একাকী থাকবে স্মোকির মা। তবু বিপদ আছে চারদিকে। আছে হিংস্র নেকড়ের পাল, আছে অপেক্ষমান সিংহ ওত পেতে। কিন্তু স্মোকির মা সবই জানে, জানে কোন পথে দল বেঁধে ছুটে বেড়ায় নেকড়ে, কোন অন্ধকার গুহার ভেতরে সিংহ হাই তুলছে, ওৎ পেতে নজর রাখছে শিকারের দিকে।

স্মোকির মায়ের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে বুনো পশুর চালচলনের খবর, প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের কাহিনী। বসন্ত, সোনালী মধুর বসন্ত চলে যাবে, আসবে গ্রীষ্ম, দিন হবে দীর্ঘ আর রাত হালকা ও উষ্ণ। তারপর শরতের পাতাঝরার সময়, অবশেষে পড়বে বরফ, আসবে নির্দয় শীত। সারা প্রান্তর ঢেকে যাবে সাদা বরফে, বইবে তুষারের ঝড়। ঘাস, পাতা, গাছপালা যাবে সব ঢেকে, খাবার জোগাড় করতে হবে অক্লান্ত পরিশ্রমে। দুর্বলরা যাবে মরে অথবা যাবে হিংস্র জন্তুর পেটে। তারপর আবার বইবে বসন্তের প্রথম বাতাস,

ফিরে আসবে জীবনের স্পন্দন। জন্মের সময় থেকেই মায়ের রক্তের ধারা থেকে এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান পেয়ে গেছে স্মোকি।

কিন্তু এখনও ঠিকমতো চারপায়ে খাড়া হতে পারছে না স্মোকি। নীচের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে স্মোকি ভেবে নিচ্ছে ব্যাপারটা, সমস্ত মন দিয়ে জোর দিচ্ছে চারখানা পায়ে, সামনের পাত্নটোয় ভর দিয়ে অতিকষ্টে বুকটা উঠিয়ে নিল, তারপর পেছনের তুটোকে কোনরকমে সোজা করে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল স্মোকি। স্মোকির মা নাক দিয়ে আওয়াজ করে উৎসাহ দেয় বাচ্চাকে, বাহ্ বাহাতুর ছেলে। ঘাড়টা ফিরিয়ে মায়ের ডাকটা কান দিয়ে শুনতে গিয়ে স্মোকি পা ছড়িয়ে আবার পড়ে যায় মাটির উপর। পা চারটা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে স্মোকি পড়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে।

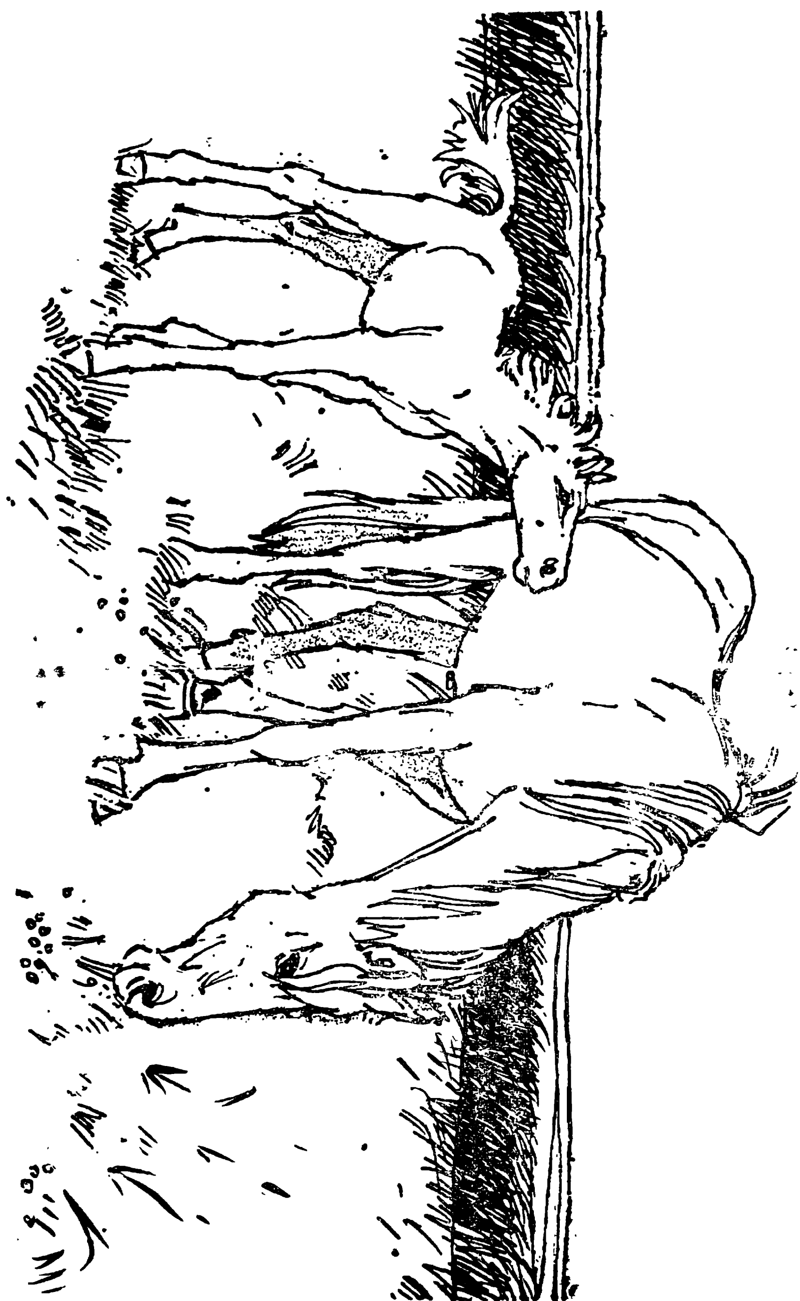
এবার আর বেশীক্ষণ সময় লাগেনা, অন্ততঃ উঠে দাঁড়াবার কায়দাটা বেশ বুঝে নিয়েছে স্মোকি, আবার উঠে দাঁড়ায় স্মোকি। মা এসে দাঁড়ায় গা ঘেঁসে। স্মোকির এবার ভুল হয় না, ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে। মাটির উপর চারপায়ে দাঁড়ান, বেঁচে থাকার জন্য প্রথম কাজটা স্মোকির আয়ত্ত হয়। ভিজে নাকটা তিরতির করে কাঁপে, বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে দেখে সব।

তারপর সারাদিন কাটে স্মোকির তার চারদিকের পৃথিবীটাকে জানবার নেশায়। চোখের দৃষ্টি পরিস্কার হয়ে আসে। পাথরের চাঙড়া, মাটির ঢিবি, হাত পাঁচ ছয় চওড়া নীচু জলা-যায়গা, ছোটখাট ঝোপ ঝাড়, পায়ের নিচে সবুজ ঘাস, প্রত্যেকটি স্মোকি ভয়ে ভয়ে শুঁকে দেখে, বুঝে নেয়। হঠাৎ পাথরের একটা উঁচু স্তূপ চোখে পড়ল স্মোকির, থমকে দাঁড়িয়ে যায়, সামনের পাটা তুলে যেই একটু ঠুকতে যাবে অমনি স্মোকি গড়িয়ে পড়ে যায় মাটিতে। মনে মনে ভীষণ ভয় পায়, ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না সে। কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে একদৌড়ে মায়ের পাশে এসে হাজির হয়। বার তুয়েক মাত্র সাহস

করে মাকে ছেড়ে হাত দশেক দূর পর্যন্ত যায় কিন্তু খুব বেশীক্ষণ থাকবার সাহস হয় না। বাতাসে ঘাসের ডগা দোলে কিংবা একটা ঘাস ফরিং লাফ দেয়, আচমকা কি মনে হয়, এক ছুটে পালিয়ে আসে মায়ের কাছে। সকাল থেকে সারাটা দিন কাটে ঐ ছুটোছুটিতে, তারপর প্রাণভরে মায়ের দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সূর্য অস্ত যাবার আগেই।

বিশাল প্রান্তরের বুকে ধীরে ধীরে সূর্যের আলো মিলিয়ে যায়। রাত্রি আসে। বসন্ত কালের রাত্রি। তারায় ভরা আকাশ নিয়ে প্রেইরির বুকে রাত্রির অন্ধকার আসে নেমে। স্মোকির মায়ের চোখে ঘুম নেই। চারদিক নিশব্দ নিশ্চল। ছেলে ঘুমুচ্ছে, মা দিচ্ছে পাহারা। স্মোকি ঘুমোয় নিশ্চিন্ত মনে। হঠাৎ মায়ের পেছনের পাটা এসে পড়ে স্মোকির লেজের উপর। এক ঝটকায় ঘুম ভেঙ্গে স্মোকি লাফিয়ে ওঠে, কি যেন একটা, কি একটা বিপদ যেন হয়েছে, অথবা হতে পারে, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি দিয়ে চিন্তা করে স্মোকি ছুটবে, ছুটে পালাবে, হটাৎ মায়ের ছবিটা চোখে পড়ে, মন নিশ্চিন্ত হয়, আর একবার পেটপুরে দুধ খেয়ে স্মোকি পড়ে ঘুমিয়ে।

পুব আকাশ লাল হয়ে ওঠে, আলো ছড়িয়ে পড়ে। মস্তবড় একটা লাল সূর্য হাসতে থাকে আকাশের গায়, স্মোকি তখনও ঘুমুচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুঝি স্বপ্ন দেখে স্মোকি! সূর্য উঠে পড়ে একটু একটু করে, সূর্যের উত্তাপটুকু গ্রহণ করে স্মোকি। গ্রহণ করে সমস্ত শরীর দিয়ে। তারপর একটা কান নড়ে ওঠে স্মোকির, একটা লম্বা শ্বাস নেয়, ঠ্যাংটা ছড়িয়ে দেয় টান টান করে। ওর মা একটু ডাকে, মায়ের নাকের স্পর্শ সুড়সুড়ি দেয় ওর ঘাড়ে, স্মোকি মাথাটা তোলে, দেখে নেয় চারদিকটা, তারপর উঠে দাঁড়ায় বেশ সহজে। ঘাড়টা



বেঁকিয়ে সমস্ত শরীরটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্মোকি সুরু করে তার জীবনের দ্বিতীয় দিন।

দিন সুরু হয় মায়ের দুধ খেয়ে। তারপর স্মোকির মা শুরু করে চলতে। মাইল খানেক দূরে গোটা কয়েক গাছের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝরণা, সেই দিকে যেতে থাকে ওর মা। দুপা এগোয় আবার বাচ্চার জন্য একটু দাঁড়ায়, দুটো কচি ঘাস ছিড়ে নেয় দাঁত দিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে একটু বা ডাকে ছেলেকে, আবার শুরু করে চলা। স্মোকি কত কিছু দেখছে, সব নূতন, অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে। মা যাচ্ছে জলের সন্ধানে ছেলে অবাক চোখে দেখছে পৃথিবী। ছোট সাদা ফুটফুটে একটা খরগোস লেজ তুলে এক দৌড়ে স্মোকির ঠ্যাংয়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যায়, স্মোকি ঠিক ঠাহর করতে পারে না, কিছু একটা গেল, না অমনি মনের ভুল। শুকনো একটা গাছের ডালের ঘসা লাগে গায়ে, স্মোকি আর্তস্বরে ডাক দেয় মাকে, পায়ের তলায় শুকনো ডাল পাতা মচ্ মচ্ করে ওঠে, প্রাণপনে ছুটে যায় মায়ের দিকে। দৌড়টা এখনও ঠিক যুৎ হয় নি, কেমন যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে পায়ের জড়তা আসে কমে। স্মোকি চমকে উঠে একবার দেখে নেয় পায়ের দিকটা, তারপর কি মনে করে মায়ের চারদিকে বোঁ বোঁ করে গোটা কয়েক ঘুরপাক খায়। এক ছুটে পালিয়ে যায় মায়ের থেকে অনেক দূরে, ওর মা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়, ছেলেকে ডাকে একবার, স্মোকি সেই অনেক দূর থেকে ছুটে ফিরে আসে, কাছাকাছি এসে, গলা থেকে বার করে দুতিন রকম আওয়াজ, ঘাড়টা একবার ঝেড়ে নেয়, মনের আনন্দে দুএকটা লাফ দেয়। যেন মস্ত বড় একটা বুনো ঘোড়া হয়ে যায় স্মোকি ঐ একমুহূর্তে।

ঝর্ণাটা মাইল খানেকের বেশী দূরে নয়। মা আর ছেলের পৌঁছতে লাগে ঘণ্টা দুয়েক। সূর্যের তাপ উঠছে বেড়ে, পরিষ্কার টলটলে

জল ওর মা টেনে নেয় পেটভরে, স্মোকি শুঁকে দেখে জল, কিন্তু জলের কোন প্রয়োজন হয় না এখন স্মোকির, ঘাসেরও নয়। কচি কচি ঘাসে ছেয়ে আছে মাঠ, স্মোকির সেদিকে নজর নেই। ঝর্ণার আসেপাশে সারাটা দিন কাটে স্মোকির। দুধ খায় স্মোকি, খানিকক্ষণ ঘুমোয় তারপর আবার ছুটোছুটি করে, আর ভয় পায়, এত ঝোপ ঝাড়, এখানে ওখানে পাথরের স্তুপ—কত অজানা বস্তু, ভয় পেয়ে পালিয়ে ছুটে আসতে স্মোকির বেশ লাগে।

উইলো ঝোপের ফাঁকে বসে আছে একটা বুনো বেড়াল। বেচারা, কাল থেকে খাওয়া হয়নি ওর, স্মোকিকে নয়, স্মোকির মাকে দেখে বসে বসে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করে চেটে নেয়। ভাবে ঐ বিশাল মা ঘোড়াটা যদি একটু দূরে সরে যায়, খানিকটা সময় পাওয়া যায় তাহলে, বাচ্চাটাকে ঘায়েল করার একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অমন কচি বাচ্চা, তায় ঘোড়ার বাচ্ছা, নরম মধুর মাংস। বন বেড়াল ঠিক করে মনে মনে যদি সারাদিনও বসে থাকতে হয় সে বি আচ্ছা তবু এই সুযোগ হাতছাড়া করা নেই। স্মোকি বার দুয়েক ছুটে গিয়েছে উইলো গাছগুলির ধার ঘেসে, বেড়াল মাসির কিছু করার সাহস হয়নি, মাটা বড্ড কাছাকাছি রয়েছে, একবার যদি টের পায় লাথির চোটে থেৎলে দেবে একেবারে। বসে বসে বন বেড়ালের আর ধৈর্য থাকে না শেষ পর্যন্ত, পেটের ক্ষিদে সামনে জ্যান্ত খাবার দেখে বেড়েই যাচ্ছে, .এদিক সেদিক চোখ রেখে বেড়ালটা বেরিয়ে আসে ফাঁক থেকে। একটা উঁচুমত যায়গায় উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, ঠিক করে উঠতে পারে না, কি করা উচিত হবে, চলেই যাবে—না দেখবে একবার চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় স্মোকি হঠাৎ ছুটে এসে দাঁড়ায় বেড়ালটার কাছে। গুড়ি মেরে বেড়ালটা সরে যায় উঁচু যায়গাটার পেছনে, বাচ্চা ঘোড়াটা যদি আরও একটু কাছে আসে, যদি এগিয়ে আসে ওর পেছনে ঐ উঁচু জায়গাটার আড়াল পর্যন্ত তাহলেই মায়ের দৃষ্টির বাইরে চলে আসবে।

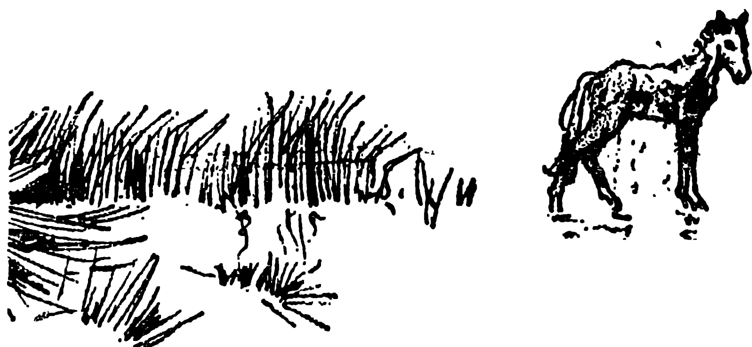
হলদে রংয়ের কি যেন একটা নড়ছে, সরে যাচ্ছে, স্মোকির রক্ত কেমন যেন শির শির করে, তবুও স্মোকি কৌতুহলে পায়ের পর পা ফেলে এগিয়ে যায়। নড়ছে চলছে, মা আর স্মোকি ছাড়া নড়তে সরতে আর কে পারে, ভারি অবাক হয় স্মোকি, সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চকচকে অজানা হলুদ রঙা বেড়ালটার পেছন পেছন অদম্য কৌতূহলে এগিয়ে যায় স্মোকি। বিদ্যুৎ যেমন চমকে যায় চোখের নিমেষে, বেড়ালটাও ঠিক তেমনি লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্মোকির গলার দিকে। বরাৎ জোর, শুধু বরাৎ জোরই নয়—স্মোকির রক্তে মিশে আছে যুগ যুগান্তরের আদিম বন্য ঘোড়াদের আত্মরক্ষার শিক্ষা। বনে, পাহাড়ে, মাঠে, বুনো জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে জীবন বাঁচাতে হয় ঘোড়ার দলকে, স্মোকির রক্তের ভেতরে রয়েছে তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। বিদ্যুতের মতই ঘুরে দাঁড়ায় স্মোকি একটা ঝটকা দিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পায়ে চাড় দিয়ে বাতাসের বেগে ছুটতে থাকে। বেড়ালের কটা দাঁত এসে লাগে থুৎনির কাছাকাছি। একটু কেটে যায় থুৎনিটা। বেড়ালটা ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়। কিন্তু এত কষ্টের খাবার কে আর অমনি ছেড়ে দেয় —স্মোকি টের পায় পিঠের একটা পাশে যন্ত্রণা হচ্ছে, বেড়ালটা চামড়ায় দাঁত ফুটিয়ে ঝুলে রয়েছে। এবার স্মোকি ডাক দেয় গলা ছেড়ে, ভয়ার্ত আর্তনাদ, প্রাণের ভয়ে মাকে ডাকে স্মোকি প্রাণপণে। বন্দুকের গুলির মত ছিটকে এসে দাঁড়ায় স্মোকির মা উঁচু যায়গাটায়। ব্যাপারটা বুঝে নিতে মার এক মুহূর্তও লাগে না। একটা মস্ত বোমার মত এসে ফেটে পড়ে বেড়ালটার ওপর। হলদে রংয়ের এক গোছা লোম লেগে থাকে স্মোকির মায়ের মুখে, বেড়ালটা কোনক্রমে লাফিয়ে বাঁচে। পেছন থেকে স্মোকির মা দেখে লেজটা উঁচু করে দৌড়ে আর একটা উঁচু ঢিবির আড়ালে পালিয়ে যাচ্ছে বেড়ালটা। ধীরে ধীরে ঝর্ণার ধারে ফিরে আসে স্মোকি আর ওর মা। স্মোকির পা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের একটা সরু ধারা। ওর

শরীরটা ভয়ে কাঁপছে এখনও। মায়ের গায়ে গায়ে থাকে স্মোকি, গাছের শুকনো ডালকে আর ভয় হয় না। পেট ভরে মায়ের দুধ খেয়ে নিয়ে স্মোকি শুয়ে পড়ে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে তখন। আবার নেমে আসে রাত্রের আঁধার মাঠের উপর—আর স্মোকি বুঝি স্বপ্ন দেখে চমকে চমকে ওঠে, হলদে রংয়ের কি একটা নড়ে চড়ে আবার সরে যায়।

আবার শুরু হয় একটা দিনের। ছেলেকে নিয়ে মা চলতে থাকে। উঁচু বড় পাহাড়ের পাশ দিয়ে প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হয়ে মা আর তার ছেলে চলতেই থাকে। এ চলার যেন শেষ নেই। মাঝে শুধু স্মোকির মা একবার দাঁড়ায় দুধ দিতে, বাঁট থেকে পেট ভরে দুধ খেয়ে নেয় স্মোকি তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা। সূর্য হেলে পড়ে পশ্চিমে, বিকেলের স্তিমিত আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। পরিস্কার তারাভরা আকাশ, কমলা রঙের চাঁদ ওঠে। স্মোকির মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করে, চড়ে বেড়ায় ঘাস ভর্তি মাঠের উপর, আর স্মোকি শুয়ে পড়ে লম্বা হয়ে চার পা টান টান করে।

কোনদিকে যাচ্ছে ওরা, কেন যাচ্ছে, স্মোকি জানে না এত খবর—তার মা যাচ্ছে দলের সঙ্গে মিলতে, মস্তবড় দল, বড় ছোট নানা আকারের ঘোড়া আছে সে দলে। গভীর রাতে স্মোকির মা স্মোকিকে নিয়ে শুরু করে আবার পথ চলা। ভোর হয়, সূর্য ওঠে আকাশের কোলে, ওর মা ঝরণার জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেয়। বিশ্রী একটা বিরক্তি লাগে স্মোকির, এক নাগাড়ে হাঁটতে আর ভাল লাগেনা। কিন্তু পথ চলা শেষ আর হয়না, স্মোকির মা মাঠের বুকে চড়ে বেড়ায়, আর স্মোকি সুযোগ বুঝে একটু ঘুমিয়ে নেয়। ঘুম ভেঙ্গে কোন রকমে দুধ খেয়ে আবার পড়ে ঘুমিয়ে। সারাটা দিন যায়, শেষ হয় রাত্রিটাও, ভোরের দিকে স্মোকির মনে হয় কোনরকমে এ যাত্রার ধকলটা বুঝি কাটিয়ে উঠেছে।

পেট পুরে দুধ খেয়ে আবার একটা লম্বা ঘুম লাগায় স্মোকি। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে বিরক্তির ভাবটা মুছে গেছে মন থেকে, পায়ে ফিরে এসেছে আবার দৌড়ে বেড়াবার ক্ষমতা, চোখ দুটো চকচকে হয়ে উঠেছে। দূর থেকে একদল বুনো ঘোড়া ধীরে সুস্থে ঝরণার দিকে আসছে, স্মোকির মা সাড়া দেয়, স্মোকি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে। ঠিক ওর মায়ের মত দেখতে, মায়ের মত কতগুলো জীব। স্মোকির ইচ্ছে হয় দৌড়ে যায় ওদের কাছে, আবার কি ভেবে সাহস হয় না। বুনো ঘোড়ার দল স্মোকির মাকে চেনে, কিন্তু ধোঁয়াটে রঙের বাচ্চাটি ওদের



চোখে এই প্রথম। একটা সাড়া পড়ে যায় দলের ভেতর, গোটা কয়েক ধাড়ী ঘোড়া এগিয়ে আসে, নবাগতের সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছা ওদের মনে। কিন্তু স্মোকির মা সামনে এসে দাঁড়ায়, কান দুটোকে পেছনে ঘাড়ের সঙ্গে লেপটে—ওদের সাবধান হতে হয়, পেছনে লেপটে আছে কান দুটো, খুব কাছে যাওয়া মোটেই সুবিধের নয়। একটি মাত্র যুবক সাহস করে এগিয়ে আসে, স্মোকির নাকে নাক ঠেকিয়ে শুঁকে দেখে, হঠাৎ স্মোকির মা তাড়া দেয়, ঘাড়ের উপর একটা কামড় লাগিয়ে দেয় অতি সাহসী যুবকটির।

তারপর খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দলে। ছোট বড়, বাচ্চা বুড়ো, যুবক, আর সব মায়েরা, সব আসতে থাকে একে একে দলবেধে নবাগত বাচ্চাটিকে জানতে, পরিচয় করতে, দেখতে, স্মোকির মা

সন্তান গর্বে দাঁড়িয়ে থাকে পাশে। দলের ঘোড়াগুলি আসছে দেখছে, নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি করছে, হঠাৎ উচু গলায় ডাক ছাড়ছে, —ওদের ঝগড়া শুরু হয়ে যায়, স্মোকির খেলার সাথী কে হবে। কিন্তু স্মোকির মা স্মোকির পাশ ছেড়ে যাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে। ভাব করতে হয় কর, খেলার সাথী হতে চাও বেশ খেল, কিন্তু স্মোকি ওর ছেলে, স্মোকির উপর কর্তৃত্ব ফলাতে কিংবা আদেশ দিতে কেউ যদি এগোয় দেখবে তাহলে—স্মোকির মা গলা ঝেড়ে নেয় সশব্দে, সমস্ত গাটায় দেয় ঝাঁকুনি, তারপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সারাটা দিন কেটে যায়, ওদের দেখার আর শেষ হয় না। একের পর এক আসছে যাচ্ছে, কামড়া কামড়ি করছে, লাথি মারছে পরস্পরকে, ভিড় করে দাঁড়িয়ে ওরা স্মোকির সঙ্গে পরিচয় করছে। কিন্তু স্মোকির মা আধবোজা চোখ দিয়ে দেখছে প্রত্যেককে, বুড়ো ঘোড়া আর বাচ্চা ঘোড়া, দলের প্রত্যেককেই দেখছে সন্দেহের চোখে। বিকেল নাগাদ পরিচয় পর্ব মোটামুটি শেষ হলো। স্মোকির মাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর কোন হিংসুটে মায়ের সাহস হল না স্মোকিকে নিয়ে নিতে, সবাই মেনে নিল স্মোকির উপর স্মোকির মায়ের কর্তৃত্ব। তারপর দলপতি এসে ভার নিল স্মোকির মায়ের। বাচ্চা শুদ্ধু দায়িত্ব নিয়ে নিল দলপতি। খুব চট্‌পট ঘটে গেল ব্যাপারটা। চেহারায় দলপতি ওদের যে কোন তুটো ঘোড়ার সমান। দলপতির সময় কম, রাগ বেশী, ভিড়ের মধ্যে কোত্থেকে এসে ঝাপিয়ে পড়ল—একে লাথি, ওকে কামড়, ওর লেজ ধরে টান দিয়ে, আর একটার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দলপতি নিজের আধিপত্য প্রচার করতে করতে ঢুকল। নানান ডাক ছেড়ে ঘোড়াগুলো পালিয়ে গেল এদিক সেদিক। তারপর দলপতি এসে স্মোকির নাকে নাক ঘসে, ওর মায়ের দিকে গোটা তুই ডাক ছেড়ে দিয়ে, স্মোকির ঘাড়ে গোটা তুই ধাক্কা দিয়ে, ওকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল।

দলপতির গায়ের রং পাটকিলে। বয়স হয়েছে কম নয়। স্মোকির মায়ের চেয়েও কম করে বছর দশেকের বড়। সারা গায়ে রয়েছে অসংখ্য কামড় আর চাবুকের চিহ্ন, আর আছে ছু'কষে কাটার দাগ, পিঠের উপর গায়ের ছুধার দিয়ে লম্বা দাগ নেবে গিয়েছে—এককালে সওয়ার পিঠে ছুটতে হয়েছে তারই সাক্ষ্য থেকে গিয়েছে। তবে সে অনেককাল আগের কথা, এখন সে শুধুই দলপতি। অভিজ্ঞতা আর সহিষ্ণুতা এ ছুটি পরম বস্তু দলপতির প্রায় একচেটিয়া। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ঘোড়ার দলকে সে বাঁচিয়ে রাখে। বরফ কড়া শীতের ঝড়ে কোথায় নেবে আশ্রয়, বসন্তের শুরুতে সবচেয়ে আগে কোথায় বরফ গলে ঘাস বেরোবে, খটখটে গরমেও কোন ঝরণার জল শুকোয় না, ছায়া ঘন কোন বনে হিংস্র জন্তুর চলাচল খুব কম—বুড়ো সব জানে। আর ঘোড়ার দল জানে ওর কথা না মানলে অমঙ্গল সুনিশ্চিত। কামড়ে আর লাথি দিয়ে দলছাড়া করে দিতে পারে বুড়ো যদি ক্ষেপে যায়—অথচ দলপতির স্বভাবটা এমনিতে বেশ মোলায়েম। দলের বাচ্চাদের সঙ্গে ওর ভাব বেশী, ওদের সঙ্গে খেলবে, ছুটবে, ওদের কে লড়াইএর কায়দা শেখাবে, কচিদের উপরেই ওর টান সবচেয়ে বেশী। ওর ওপর কচি কচি বাচ্চাগুলোর অত্যাচারেরও শেষ নেই। ওরা ওর লেজ ধরে টানবে, পেছন ফিরে পা তুলে লাথি মারবে, ওর পায়ের উপর দাঁত বসিয়ে দেবে—দলপতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুঝে ঝিমায় সে সময়টায়।

বয়সে বুড়ো, কিন্তু যখন স্মোকির মত বাচ্চাদের নিয়ে খেলে বুড়ো তখন ঐ স্মোকির মায়ের চেয়েও ছোট হয়ে যায়। স্মোকিরও ভাব হয়ে যায় বুড়োর সঙ্গে। দলপতি ঘুরপাক খায় আর স্মোকি ছুটতে থাকে তার পেছনে, হঠাৎ পাক দিয়ে ঘুরে এসে নাক দিয়ে গুঁতো দেয় স্মোকি, তাল রাখতে পারে না, রেগে যায়, বুড়োর লেজ ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে, সামনের পা তুলে দেয় দলপতির গায়ে। হঠাৎ দলপতি ছুটে চলে যায় দূরে তারপর ঝড়ের মত দূর থেকে ছুটে আসে,

স্মোকির ভয় হয়, তু'এক পা পেছনে হটে শঙ্কিত মনে দাঁড়ায়, দলপতি ছুটে এসে থমকে দাঁড়ায় একেবারে স্মোকির মুখোমুখি। স্মোকি মুখ বাড়িয়ে গায়ে নাক লাগিয়ে শুঁকে দেখে, হ্যাঁ এইতো সেই পাটকিলে রংয়ের ঘোড়াটা তার খেলার সাথী।

স্মোকির মা আড়চোখে চুপ করে দেখে ওদের ছেলেমানুষি, ওসব ছেলে ছোকড়াদের বাজে খেলায় মন দেবার মত ঘোড়া নয় স্মোকির মা। খুঁটে খুঁটে ঘাস খায়, আর স্মোকির সন্ধানে মাঝেমাঝে চোখ তুটো তুলে দেখে, কিন্তু চালটা ভারী গম্ভীর স্মোকির মায়ের। তু'একবার স্মোকি মার সঙ্গে গিয়েছে খেলতে, কিন্তু যুৎ হয়নি, মা আমলই দেয় না, মায়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক দাঁড়ায় শুধু দিনের মধ্যে বার কয়েক তুধ খাওয়ার। খেলতে গেলে ওর মা বিরক্ত হয়ে তু'একবার ঘাড়টা ফিরিয়ে নেয়, বেশী বিরক্ত করলে, কামড় দেয়, অবিশ্যি সে কামড়ে ব্যাথা বেশী লাগে না। স্মোকি খেলছে, দৌড়ুচ্ছে ছুটছে, ভয় পেয়ে হয়ত মায়ের কাছে এসে মাঝেসাজে দাঁড়াচ্ছে, অমনি স্মোকির মায়ের হাব ভাব বদলে যায়, ছেলেকে আগলে নিয়ে সন্ধানি তুই চোখ দিয়ে ভয়ের কারণ খোঁজে ওর মা। এতটুকু বিপদ ঘটতে দেবে না ছেলের, একটু কিছু ঘটবে মনে করলে ঘাড় নেড়ে এসে দাঁড়াবে, চোখ তুটো হয়ে উঠবে ছুঁচলো, কান তুটো নাড়াবে এতটুকু শব্দের সন্ধানে। আবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি মোলায়েম হবে, কেশরগুলি নেবে যাবে ঘাড়ের তুদিকে, স্মোকি হয় এই ফাঁকে একটু তুধ খেয়ে নেবে তারপর চলবে আবার খেলা।

খেলার সাথী ক্রমে বেড়ে যায়। পাটকিলের সেটা পছন্দ নয়, অথচ স্মোকি ওর অপছন্দকে গ্রাহ্য করে না। দলের আরও পাঁচটা বাচ্চা ঘোড়ার সঙ্গে স্মোকির বন্ধুত্ব হয়েছে, ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট স্মোকি, তাই স্মোকির কদর সবচেয়ে বেশী। বেচারা স্মোকি জানেনা কিছু, সঙ্গীরা ওকে যত্ন করে সব শেখায়। পাটকিলে আসে ওকে

ডাকতে—স্মোকি যায় ওর সঙ্গে, কিছুক্ষণ খেলার পর আবার ছুট করে ছুটে আসে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে।

দিন পনেরো পরে, আবার একটা হৈ হৈ পড়ে গেল দলের ভেতর, আর একটা নূতন বাচ্চা এসেছে তার মায়ের সঙ্গে। এবার অন্য সকলের সাথে স্মোকিও সামনে যেয়ে দাঁড়ায়; ওদের মত পরিচয় করে, তারপর দেখে দলপতি পাটকিলে তার খেলার সাথী করে নিচ্ছে ঐ নূতন বাচ্চাটিকে। স্মোকি, নাঃ, স্মোকি দুঃখ পায় না। পাটকিলে ওর সাথে এখন খুব একটা খেলা করে না, স্মোকির অসুবিধে নেই ওর খেলার সাথী জুটে গিয়েছে অনেক, বড়দের সাথেও ও দৌড়ঝাপ করতে এগিয়ে যায় সময় সময়। তাছাড়া এখন দল ছেড়ে একা একা এদিক সেদিক যেতে পারে, মা খুব একটা বাধা দেয় না। প্রেইরির জগৎ একটু একটু করে স্মোকির কাছে খুলে যায়। বসন্ত কালের রৌদ্রোজ্জ্বল এই দিনগুলিতে স্মোকি ধীরে ধীরে জানতে পারে প্রেইরির নূতন নূতন তথ্য। মাঝে মাঝে কচি ঘাসের ডগা চিবিয়ে নূতন স্বাদ পায়, ঝরণার জল প্রয়োজন অপ্রয়োজনে ছুটে ছুটে পান করে পরম তৃপ্তি পায়। পরিচয় হয় নূতন ধরণের জীবদের সাথে। বনবেড়াল দেখে এখন আর ভয়ে ছুটে পালায় না, বরং পাশ দিয়ে ছুটে এগিয়ে যায়। একদিন দেখে হলদে মত কি একটা জীব চুপ করে বসে আছে, স্মোকি ছুটে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, জীবটা চোখে পড়তে থেমে গেল। জীবটি একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে ঝোপের দিকে, একটা উইলো গাছের ঝোপের ভেতর গিয়ে লুকোল। স্মোকি ধীরে ধীরে যায় ওর পেছন পেছন। ঝোপের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে লেজটা, বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মাথাটা বেশ নীচু করে শুঁকে দেখতে যায়, কিন্তু তীব্র যন্ত্রনায় চীৎকার দিয়ে হটতে হল পেছনে, নাকের ডগায় ঝুলছে গোটা তিনেক সজারুর কাঁটা, ভাগ্যিস নাকটা খুব কাছে নিয়ে যায় নি। মাথাটা বারকয়েক ঝাড়তেই কাঁটাগুলো পড়ে

গেল। স্মোকি ছুটে পালায়। আর একটু হলেই ইঞ্চিচারেক লম্বা ঐ ছুঁচলো কাঁটার গোটা দুই ঢুকত নাক ফুটো করে চোখ পর্যন্ত, উপায় থাকত না। ব্যথা হোত, পেকে ফুলে উঠত, হয়ত বা স্মোকির আর বড় হওয়াই হতো না।

দিন কয়েক পরে আবার একটা নূতন ধরণের জন্তু দেখে স্মোকি থমকে দাঁড়ায়, মনে মনে খুব একটা যে ভয় পেল তা নয়, তবু একেবারে সদ্য দেখা নূতন জীব—ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে স্মোকি শুঁকে দেখে জন্তুর নাকটা। ওর চেয়েও নিরীহ একটা বাছুর—চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল স্মোকি, হঠাৎ বেদম ভয় পেয়ে ছুট দিল বাছুরটা, স্মোকি অবাক হয়ে দেখে বাছুরটা ছুটে পালাচ্ছে দূরে একদল বুনো গরুর দিকে! বুনো গরু, তাও স্মোকির জীবনে এই প্রথম দেখা, অবিশ্যি স্মোকি জানে না ভবিষ্যতে এমনি বসন্তের দিনে, ঐ বুনো গরুর দলকে তাড়া করে বন্দী করতে হবে তখন ওর পিঠে থাকবে সওয়ার। দুপেয়ে জীব মানুষ ওকে ধরে নিয়ে যাবে এই মুক্ত প্রান্তর থেকে, ওর পিঠে জিন বসাবে, মুখে দেবে লাগাম, যাবে ওর স্বাধীনতা।—কিন্তু সেদিন আসতে এখনও অনেক বাকি, ততদিনে স্মোকি অনেক বুঝবে, অনেক শিখবে অনেক বড় হয়ে উঠবে।

মানুষের সাথে পরিচয়

মাস চারেক পরের কথা। বসন্তের কাল হয়েছে শেষ। গ্রীষ্ম এসেছে।

ইতিমধ্যে স্মোকির গায়ের চামড়া হয়েছে শক্ত, খুরের হাড় হয়ে উঠেছে ইস্পাতের মত, স্মোকি দেখেছে শুনেছে অনেক, একমাত্র সিংহ আর নেকড়ে বাদে প্রেইরির বুকে যত রকমের জীবজন্তু আছে স্মোকি তাদের বুঝে নিয়েছে মোটামুটি। পাথুরে জমির ওপর দিয়ে, পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে স্মোকি ছুটতে শিখেছে বুনো ছাগলের মত। চোখের দৃষ্টি আর কানের শ্রবণ শক্তি রপ্ত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে। দুইই জেনে নিয়েছে শত্রু আর মিত্রের প্রভেদ কি। দলের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে ওর মা দাঁড়িয়ে পড়ে পাইন গাছের তলায়, অনেকটা যায়গা জুড়ে ঘাসের জঙ্গল, মাথা নিচু করে সবুজ ঘাস ছিড়ে নেয়, মায়ের পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে স্মোকি, হঠাৎ শব্দ ওঠে র‍্যাট্ র‍্যাট্, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্মোকির মা একলাফে সরে যায় ওখান থেকে, সঙ্গে যায় স্মোকি, কয়েক পা এগিয়ে স্মোকি ঘুরে দাঁড়ায়। একেবারে নূতন—এ শব্দটা আর মায়ের ওরকম লাফ দিয়ে সরে যাওয়া—স্মোকি দুটো ব্যাপার মিলিয়ে নিতে পারে না। তারপর চোখে পড়ে ঘাসের উপর মাথা তুলে দড়ির মত পাক জড়িয়ে হলদে আর ধূসর রংয়ের পড়ে আছে কি একটা, লেজের দিকটা নড়ছে, আর শব্দ উঠছে র‍্যাট্ র‍্যাট্ র‍্যাট্, মুখ থেকে জিবটা বেরিয়ে আসছে বার বার, এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে স্মোকি ভয় পেয়ে একটা সুউচ্চ ডাক ছাড়ে, তারপর দেয় ছুট। মনের ভেতর গেঁথে যায় ঐ র‍্যাটল সাপের র‍্যাট্ র‍্যাট্ শব্দটা আর মায়ের ভীতি।

গ্রীষ্মকাল। গাছের কচি পাতাগুলো হয়ে উঠেছে ঘন সবুজ, রৌদ্রের উত্তাপ গিয়েছে বেড়ে, কত ঝরণার জল গিয়েছে শুকিয়ে,

দুপুরের দিকে গরম বাতাস ছুটতে থাকে, পাথরগুলো হয়ে ওঠে উত্তপ্ত। ঘোড়ার দল পাইন বনের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। এখানে ওখানে ছিটিয়ে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়। বড় একটা পাইন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে স্মোকি আর ওর মা। পাইনের ফাঁক দিয়ে বাতাসের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, ছায়াঘন পাইনের তলায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দল ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুরের রোদ উঠেছে কড়া হয়ে, জীবজন্তু কেউ নেই কোথাও, সবাই জায়গা খুঁজে বিশ্রাম করছে। দূর পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে একদল ঘোড়-সওয়ার দেখে ঘোড়ার দল ঘুমুচ্ছে, নিঃশব্দে পাহাড় থেকে নেবে অনায়াসে ওদের এখন চমকে দেয়া চলে। তারপর এই ত্রস্ত ঘোড়ার দলকে পাহাড়ের গা ঘেসে তাড়িয়ে নিয়ে ওদের চলতি পথের বাইরের রাস্তা দিয়ে দলকে দল আটকানো হবে আস্তাবলে নয়, মস্ত মস্ত গাছ আর তক্তা দিয়ে ঘেরা বুনো ঘোড়ার খোঁয়াড়ে।

হঠাৎ পাথরের উপর পায়ের দ্রুত শব্দ শুনে ঘোড়ার দল চমকে ওঠে, তারপর কান খাড়া করে শব্দের দিক ঠিক করতে করতেই ধাড়ী আর বুড়োগুলো ছুট দেয়। এক মুহূর্তও লাগে না, সমস্ত দলই ছুট দেয় ওদের পেছনে। পেছন থেকে আসছে শব্দ, কানে আসে খটা-খট্ খট্ খট্। স্মোকি ছুটতে থাকে একেবারে দলপতির সঙ্গে। ব্যাপার কি, কি এমন ছুটে আসছে পেছনে, এত তাড়া কিসের, কোন দিকে ছুটে যাচ্ছে বুনো ঘোড়ার দল, স্মোকি আর স্মোকির মত বাচ্চা যত ছিল কারো সেদিকে বড় একটা খেয়াল নেই, ঘোড়ার দল ঝড়ের বেগে ধূলো উড়িয়ে পাহাড়ের গা ঘেসে দৌড়চ্ছে, ওরা দৌড়চ্ছে ভয়ে, বাঁচার তাগিদে, ছুটছে হাওয়ার মত দ্রুত দলছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে। বাঁধ ভেঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে উন্মত্ত আবেগে যেন জলের স্রোত নেমে আসছে। শরীরের ভারে আর খুরের দাপে মাটি কাঁপছে, নুড়ি পাথর খসে পড়ছে, নড়ে উঠছে বড় বড় চাই, মাটি কাঠ পাথর—বুনো ঘোড়ার দল যাচ্ছে ছুটে। পাহাড়ের ঢাল্ দিয়ে নাবার সময় মস্ত



একটা পাথর আলগা হয়ে ধ্বসে পড়ে, প্রচণ্ড শব্দ ওঠে একটা,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই, চাপ চাপ মাটি, পাইন গাছের শুকনো ডালপালা সব মিলিয়ে জড়িয়ে ধ্বস গড়িয়ে পড়ছে নিচে, কিন্তু ঘোড়ার দল তার আগেই নেবে গিয়েছে নিচের সমভূমিতে। সমভূমিতে নেবে স্মোকি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কি এমন জন্তু, যার ভয়ে, সমস্ত দলকে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে হচ্ছে। দেখে ঘোড়ার পিঠে চেপে দুপেয়ে জন্তু দল ছুটে আসছে ওদের পেছন পেছন। দুপেয়ে জন্তুর সম্বন্ধে যেমন একদিকে জাগে তীব্র কৌতূহল, আর একদিকে জন্মায় প্রবল ভীতি। ঐ তো এতটুকু জীব একটা অথচ দলের সমস্ত ঘোড়া একটু দাঁড়াচ্ছে না, একবার ফিরেও দেখছে না, ভাল করে রুখে দাঁড়াবার কথা যেন মনেই নেই ওদের, স্মোকির এই প্রথম মানুষ দেখা।

বন জঙ্গল ছাড়িয়ে, খোলা মাঠের উপর দিয়ে, প্রেইরির প্রায় প্রান্তদেশে এসে যায় ওরা, তবু ছোটার হয় না শেষ, পেছনের মানুষটাও আসছে ঠিক। কতগুলো ছোট খাট ঝোপের কাছে এসে কিরকম যেন থমকে দাঁড়ায় সব এক মুহূর্ত, তারপর আবার ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে ছুটতে থাকে সামনে ঊর্ধশ্বাসে। দুদিকে আরম্ভ হয় মোটা মোটা গাছের দেয়াল, স্মোকির মনে হয় গাছগুলো যেন পড়ে আছে একটার উপর একটা, পাতা নেই শুকনো কাঠ একটার উপর একটা সাজানো, অথচ ফাঁক নেই এতটুকু, দুধারে কাঠের দেয়াল, মাঝখান দিয়ে গিয়েছে পথ, ঘোড়ার দল খোঁয়াড়ের পথে ছুটে চলে। সামনের ঘোড়াগুলো আবার ফিরে আসতে চায় কিন্তু ওদিকের পথ বন্ধ, আর ফিরে যাবার কোন রাস্তা নেই, পেছনের প্রকাণ্ড গেটটা গেছে বন্ধ হয়ে। বিশাল খোঁয়াড়ে আটকা পড়ে গিয়েছে বুনো ঘোড়ার দল। তীব্র ভয়ে ডেকে ওঠে ওরা, গায়ে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছুটে বেরোতে চায়, কিন্তু কাঠের দেয়াল রয়েছে মাথা উচিয়ে, হাঁপিয়ে যায় ঘোড়াগুলো। বাচ্চারা মায়ের দুধ খেতে যেয়ে লাথি খায়,

ধাড়ীগুলো চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়, বুড়োরা জানে এরকম হয়, চারখানা পায়ে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে হাঁপাচ্ছে, ঠোঁটের কষে জমে সাদা ফেনা। মায়েরা যার যার বাচ্চা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে বেরোবার রাস্তা। স্মোকি এবার ভয় পেয়ে যায়, মায়ের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে তার, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে পেছনের সেই শত্রু কোথায় গেল। শত্রু তখন এসে দাড়িয়ে আছে ঘোড়ার দলের পেছনে। ঠিক ওর মায়ের মত একটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেবে পড়ল একটা লোক, ঘোড়াটার পিঠ থেকে লোকটা খুলে নিচ্ছে কি সব! জিন নাবিয়ে, লাগাম খুলে দিতেই ঘোড়াটা গা ঝাড়া দিয়ে এগোয় বুনো ঘোড়ার দলের দিকে, স্মোকির দিকে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

লোকটার দিকে নজর রাখে স্মোকি। পাকে পাকে জড়ান এক গোছা দড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলে যেন একটা সাড়া পড়ে যায়, বিদ্যুৎগতিতে ধূলো উড়িয়ে ছুট দেয় ঘোড়াগুলো, এ ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে ঘোড়ার দল আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। স্মোকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক ঠায়। একটা শব্দ হয় হিস-স্, দড়িটা ছুটে এসে ওকে পেরিয়ে একটা ঘোড়ার গলা পেঁচিয়ে ধরে। ঘোড়াটা বাঁধা পড়ে যায় ল্যাসোর ফাঁসে। দড়ির টানে ঘোড়াটা এবার এগিয়ে যায় দল ছেড়ে দুপেয়ে জন্তুটার দিকে। মাটির উপব চামড়ার তৈরি জিনটা রয়েছে পড়ে, সদ্য ধরা ঘোড়াটার পিঠের উপর টেনে আট কষে বেঁধে লোকটা এক ঝটকায় উঠে পড়ে ওর পিঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় একটা জীবন-মরণ সংগ্রাম। সমস্ত পিঠটা বেঁকিয়ে প্রচণ্ড লাফ দিয়ে ঘোড়াটা মাটি ছেড়ে উঠে যায় উপরের দিকে, এদিকে সেদিকে ঘুরপাক খায় তীব্র গতিতে, হঠাৎ বাঁক নিয়ে আচমকা থমকে যেয়ে আবার লাফিয়ে ওঠে স্প্রিংয়ের মতো। ওর খুরের দাপটে মাটি ফেটে ধূলো ওড়ে, পাথরের

কুচি থেকে আগুন ছিটকে বেরয়, গা বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে, আর মুকযে জমে ওঠে ফেনা, তবু লোকটা পিঠে চেপে বসে থাকে —আর স্মোকি দারুন ভয়ে কাঁপতে থাকে. দাঁড়িয়ে দেখে যোয়ান একটা ঘোড়া প্রাণপণ চেষ্টা করছে তবুও পারছে না। একটা করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ওর গলা থেকে। স্মোকির মনে পড়ে যায় সেই ছোট বেলায় বনবেড়ালের কামড় খেয়ে ওর গলা থেকেও ঠিক অমনি ডাক বেরিয়েছিল। স্মোকির ভয় যায় বেড়ে, দেখে ঘোড়াটা ডাক দিয়ে উদভ্রান্ত চোখে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে যায় স্মোকির চোখে, মনে ভাবে এই মুহূর্তে ছুটে যাবে ঐ লোকটার দিকে দুপায়ের লাথিতে হানবে আঘাত—ঐ একটা মুহূর্ত, তারপর স্মোকি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয়—মা কোথায়? এবার ঘোড়াটাকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যার লোকটা খোঁয়াড় থেকে, খোঁয়াড়ের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দৃষ্টি থেকে ক্রমশ মুছে যায় ঘোড়া আর তার সওয়ার।

স্মোকি ফিরে দাঁড়ায়। দলের অন্য ঘোড়াগুলি দেয়ালের ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে—দেওয়ালের কাছে যাচ্ছে ছুটে, থমকে দাঁড়াচ্ছে, শুঁকে দেখছে, ধাক্কা দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে করুণ স্বরে ডাকছে, কিন্তু দেয়ালে কোন ফাঁক নেই। স্মোকির চোখ দুটো ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেয়ালের গায়ে যেয়ে আটকে যাচ্ছে চোখের দৃষ্টি। মায়ের কাছে যেয়ে অল্প একটু আদর খেয়ে স্মোকি ঘুরতে শুরু করে খোঁয়াড়ের মধ্যে। এ ত খোলা সবুজ প্রেইরি নয়, এ এক নূতন যায়গা, সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ। সবুজ ঘাস দূরে থাক, পায়ের তলায় ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই, কত বুনো ঘোড়ার পায়ের ঘষায় সবুজ ঘাস নির্মূল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কত বুনো ঘোড়ার কত রং বেরংএর ঘাড়ের লোম, লেজের চুল আটকে আছে ঝুলে আছে এখানে সেখানে, কাঠের দেয়ালের গায়। কত ঘোড়ার দল এসেছে এখানে, প্রাণ ভয়ে ছুটে বেড়িয়েছে,

পাগলের মত মাথা ঠুকেছে ঐ কাঠের শক্ত দেয়ালের উপর, তারপর মেনে নিয়েছে দুপেয়ে জীবদের প্রাধান্য। ঘোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে, রয়েছে আরও একটা জীবের পরিচয় চিহ্ন—কালো লেজের গুচ্ছ আটকে আছে কাঠের দেওয়ালে আর কাটা কানের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে সেদিকে। ঐ জীবগুলোর সাথে স্মোকির পরিচয় হয়েছে এই কিছুদিন আগে, বাচ্চা একটা জীব, নাকে নাক ঘসে গন্ধ শুঁকে পরিচয় হয়েছিল। জীবটি তারপর এক ছুটে চলে গিয়েছিল ওর মায়ের কাছে। গরুর দল, বুনো গরুর দল আটক থাকে এই খোঁয়াড়ে, কানের একটা অংশ কেটে রাখা হয়, ওটা কোম্পানির পরিচয় চিহ্ন। স্মোকি শুঁকে দেখে সব ঘুরে ঘুরে। সব কিছু দেখে কেমন যেন জট পাকিয়ে যায় ওর মনে, সত্য মুক্ত প্রেইরির বুক ছেড়ে এসে এই খোঁয়াড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্মোকির সমস্ত চিন্তা চেতনা কেমন যেন ঘুলিয়ে ওঠে।

দূরের গেটটা খুলে যায় শব্দ তুলে। আবার আর একদল বুনো ঘোড়া ধূলো উড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছয়। ঘোড়ার দলের পেছন পেছন এসে ঢোকে জনাছয় দুপেয়ে জন্তু ঘোড়ার পিঠে চেপে। স্মোকি লেজ তুলে এক দৌড়ে এসে দাঁড়ায় মায়ের কাছে। খোঁয়াড়টা ভরে যায় এবার। কম করে দুশ ঘোড়া ঠাঁই পেয়েছে এই কাঠে-ঘেরা যায়গাটায়। স্মোকির মনে একটু ভরসা আসে। এক সঙ্গে এতগুলি আছে ওরা, ঘোড়ার দঙ্গল ওকে চারপাশ থেকে ঢেকে আছে। পায়ের ফাঁক দিয়ে ও দেখে ঐ আশ্চর্য দুপেয়ে জন্তুগুলোকে। কি যেন করতে চাইছে ওরা, মস্ত মস্ত লোহার ডাণ্ডা, লাল টকটকে লোহার ডাণ্ডা দেয়ালের ওদিক থেকে চলে আসছে ভেতরে। খোয়াড়ের ওদিকে খুলে গিয়েছে আর একটা গেট, ঘোড়ার দল হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে সেই ফাঁক দিয়ে বেরোবার জন্য। কে কার আগে যাবে, সবাই যেতে পারে না, গোটা পঞ্চাশেক থেকে যায়। সবগুলিই প্রায় বাচ্চা ঘোড়া আর

তাদের মায়েরা। ধাড়ীগুলোর সঙ্গে পারবে কেন বাচ্চারা, আর মায়েরা বাচ্চাদের ছেড়ে যাবে কেমন করে। স্মোকি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মায়ের আড়ালে। আবার সেই হিস-স্ শব্দ করে ল্যাসোর ফাঁস জড়িয়ে ধরছে ঘোড়াদের। স্মোকি ভয়ে প্রায় মিশে যায় ওর মায়ের শরীরের সঙ্গে। ফাঁস জড়িয়ে যাচ্ছে যার গলায়, দড়ির টানে এগিয়ে যেতে যেতেই দড়ির ফাঁস আবার জড়িয়ে ধরছে পায়ে, ঘোড়াটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। মাটির উপর পড়ে থাকে অসহায়ের মত, তারপর ওঠে তীব্র চীৎকার, টকটকে লাল লোহাগুলো চেপে ধরছে ওরা ঘোড়াটার গায়। তীব্র ভীত আর্তনাদ বেরোচ্ছে, আর ঘোড়ার দল প্রাণভয়ে আবার ছুটছে দেয়ালের ধার ঘেঁষে। স্মোকিও ছুটছে মায়ের সঙ্গে, ওদিকে ঘোড়াটাকে ল্যাসের বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছে, গা-ঝাড়া দিয়ে ঘোড়াটা এগিয়ে আসছে দলের দিকে, গায়ে কেমন একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ।

গন্ধটা অদ্ভুত, অজানা এই গন্ধটা স্মোকির নাকেও যায়, মনে মনে ঠিক করে স্মোকি কিছুতেই নয়, ধরা ও কিছুতেই দেবেনা, আর সঙ্গে সঙ্গে দড়ির ফাঁস এসে জড়িয়ে ধরে ওর গলায়, তারপর পায়ে। ভয়ে ডাকবার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে স্মোকি, দুপেয়ে জন্তুগুলি এগিয়ে আসছে ওর দিকে, স্মোকির গায়ে শক্তি নেই এক ফোঁটা, তারপর গরম লোহাটার চাপ পড়ে ওর গায়ে, লোম পুড়ে যাচ্ছে, গন্ধ বেরোচ্ছে, সেই অদ্ভুত গন্ধটা। লোম পুড়ে চামড়ার উপর ছাপ পড়ে যায় ইংরেজী বর্ণমালার 'আর' অক্ষরটা, স্মোকির আর কোন অনুভূতি নেই, ছাপ দাগ কেটে বসে গেছে, স্মোকি চিরকালের জন্য রকিং কোম্পানির কেনা গোলামে পরিনত হয়, স্মোকি অসহায়, পড়ে থাকে চুপ করে।

একে একে সব গুলোর ঘোড়ার গায় পড়ে ছাপ, তারপর গেট খুলে যায়। খোলা গেট দিয়ে দেখা যায় দূরে মুক্ত প্রেইরির সবুজ ঘাস বাতাসে দুলছে। পেছন থেকে তাড়া খেয়ে ঘোড়ার দল বেরিয়ে

পড়ে খোঁয়াড় থেকে, ওদের এবার মুক্তি, যেখানে খুসি চলে যেতে পারে, যতদূর খুসি চলে যেতে কেউ বাধা দেবে না আর।

সেই পুরোনো দল আর নেই। স্মোকির মায়ের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে ওদের পুরোনো দলের কতগুলো আর নতুন ঘোড়া গোটাকয়েক। নতুন ঘোড়াগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ পরিচয় হয় ছুটতে ছুটতে, বাকিটা হবে পরে। ক্রমশঃ দিন শেষ হয়ে রাত্রি আসে কিন্তু ছোটার শেষ নেই তারপর শুরু আর একটা দিনের মুক্ত দিন। খোঁয়াড় তখন অনেক পেছনে, ভুলেই গেছে সবাই খোঁয়াড়ের কথা, শুধু স্মোকির মতো বাচ্চাগুলো অত চট্‌ করে ভুলতে পারে না। এতই চমক লাগা ব্যাপারটা, আর বাঁ পায়ের ওপর দিকে পোড়া জায়গাটায় হয় যন্ত্রণা, বাচ্চাগুলোর বার বার মনে পড়ে সেই কাঠ ঘেরা খোঁয়াড়ের কথা ভয়ে কেঁপে ওঠে ওদের অন্তর।

তারপর দিন যায়, যায় মাস, বাচ্চারা ধীরে ধীরে বড় হয়, নতুন কত কিছু ঘটে, খোঁয়াড় ল্যাসোর ফাঁস আর লাল টকটকে সেই লোহা আর পোড়া লোমের গন্ধ সব হয়ে ওঠে একটা দুঃস্বপ্নের মত।

গ্রীষ্ম শেষ হয়। আকাশে মেঘ জমতে শুরু হয়। রোজ জোর বৃষ্টি হয় দুই এক পশলা। শরৎকাল আসে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, আর শীতের বাতাস বইতে শুরু করে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয় ক্রমে ক্রমে। গাছের পাতা ঝরে যায়। ঘোড়ার দল মাড়িয়ে চলে শুকনো পাতার রাশি, ওরা চলেছে শীতের আশ্রয় খুঁজতে। ক্রমশ দিন ছোট হয়ে আসে, রৌদ্রের তেজ কমতে থাকে, চারিদিকের সবুজ মিলিয়ে যায় একটু একটু করে। দূরের পাহাড় থেকে বাতাস বইতে থাকে হুহু করে, পর্বতের শিখরে জমতে শুরু করে বরফ। একটানা পথ চলেছে ঘোড়ার দল, পাহাড়ের গা বেয়ে প্রেইরির খোলা যায়গা

পার হয়ে ওরা চলে। আরম্ভ হয় উঁচু নিচু জমি, প্রচুর উইলো আর বুনো তুলোর গাছ ঢাকা জমি, মাঝে মাঝে জমি নিচু হয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে খাদ, গভীর খাদের আশে পাশে আশ্রয় নেয় ঘোড়ার দল। চারপাশে টিলা। যখন শীতের ঝড় বইবে, মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে ঝড়ো হাওয়া, বরফ পড়বে, ঢেকে যাবে চারদিক, কিন্তু ঐ খাদের আশে পাশে পাওয়া যাবে আশ্রয়।

উত্তুরে হাওয়া আসে সোঁ সোঁ করে, সঙ্গে নিয়ে আসে কনকনে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা আর তুষার কণা। তুষার জমে প্রেইরির বুক হয়ে ওঠে সাদা, একটানা ঝড় বয়ে চলে, সাদা বরফে ঢেকে যায় সব কিছু। শুধু খাদের ধার ঘেসে বরফ জমা হয়না তেমন, পাতলা চাদরের মত তুষার পড়ে ঘাসের উপর। পা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে সে ঘাস অনায়াসে বার করে ঘোড়ার দল। দরকার হলে খাদ ছেড়ে বেরিয়ে উঠে আসে টিলার ওপর উইলো গাছের তলায়, চলে যায় দূরে উঁচু জমির মাথায়— বাতাসের বেগে তুষার ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। খাদ্যের সন্ধানে তুষারের পাতলা আস্তরন ভেঙ্গে বের করে ধূসর ঘাসে ঢাকা মাটি, ওদের খাদ্য।

সমস্ত শরৎ আর এই শীতের আরম্ভে স্মোকির চোখ কত কিছু দেখেছে, আর সব সে শিখেছে মন দিয়ে, খোঁয়াড়ের কথা আর ওর মনেই পড়ে না। নাক, চোখ, কান অতি মাত্রায় ব্যস্ত এখন ওর। প্রথম বরফ পড়ার সময় স্মোকি খেলা করার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঠাণ্ডা বাতাস, ঝুরু ঝুরু তুষার পাতে ঢেকে যাচ্ছে চারদিক, আর স্মোকি ছুটছে তীরের মত, ছুটে চলেছে মনের খুসিতে, সঙ্গী নেই সাথী নেই, ভয় নেই এতটুকু—ঝড়ো হাওয়ায় গা ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে স্মোকি। আবার তীব্র গতিতে ফিরে আসে বাতাসের বিরুদ্ধে। গায়ের ঘন লোমগুলি ঢেকে আছে ওর সমস্ত শরীর। উষ্ণ রক্ত ছুটে চলেছে শিরায় উপশিরায়, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস কাবু করতে পারে না ওকে।

বরফ খুঁড়ে ঘাস খেতে শিখেছে স্মোকি। এও যেন একটা খেলা, খেয়াল খুঁসিমত আঁচড়ে খুঁড়ে খেলেই হল। কিন্তু খেলা আর বেশীদিন থাকে না। মায়ের দুধ কমে আসছে ক্রমে ক্রমে, যতটুকু পাওয়া যায় স্মোকির তাতে কুলোয় না। ঘাস খুঁজতে হয় পেট ভরাতে। তারপর একসময় মার বাঁটে আর দুধ থাকে না, থাকে শুধু দুধের স্বাদ, তারপর মা আর বাঁটে মুখ দিতে দেয় না। স্মোকি এখন বড় হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে, স্মোকি জানে মায়ের সঙ্গে জারিজুড়ি খাটে না, চেষ্টা করে জোর করে বিশেষ সুবিধে হবে না। কুচি কুচি তুষার কণা খেয়ে বড় ঘোড়াদের মত স্মোকিকে তেষ্টা মেটাতে হয়, ঘাসের খোঁজে ঘুরতে হয় সারাদিন আর জোর বাতাস বইতে থাকলে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায় স্মোকি। কিন্তু শীত এসেছে, কড়া হাতে চাবুক চালাচ্ছে প্রকৃতি, পাইন গাছের ডাল মাথা ভেঙ্গে পড়ছে ঝড়ে। এখন পুরু হয়ে জমছে বরফ, খাদ ছেড়ে বেরোবার উপায় নেই, দিন হয়ে গেছে ছোট, সূর্য উঠে বেশী আলো ছড়াতে না ছড়াতেই অন্ধকার নেমে আসে চারদিক থেকে। ঐ ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেই বেরোতে হয়, কোথায় একটু ঘাস। ধাড়ী ঘোড়াগুলো শুঁকে শুঁকে বার করে ঘাস, পা দিয়ে খুঁড়তে থাকে, দূর থেকে দেখে স্মোকি। তারপর, বীভৎস রকমের ডাক দিয়ে তেড়ে আসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাড়ীটার উপর, কামড়ে ছিড়ে নেয় ঘাড়ের মাংস। স্মোকির দৌড়াত্মে দলের অন্য ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে ওঠে। দিনের পর দিন যায়, স্মোকির খিদে আর মেটে না, পাগলের মত হয়ে ওঠে সে। দলের কাউকে পাত্তাই দেয় না। সারাদিন নিজে যতটা সম্ভব খুঁজে বার করে খাদ্য, আর বাকিটা সংগ্রহ করে অন্যান্যদের সাথে লড়াই করে। একমাত্র মা ছাড়া কাউকে ভয় পায় না ও। ওর লাথির জোর আর ক্ষিপ্রতা যায় বেড়ে, দাঁতের আর চোয়ালের শক্তি বৃদ্ধি পায়। স্মোকিকে ভয় পায় দলের বাকী ঘোড়াগুলি, ও যেন একটা ক্ষেপা ঘোড়া।

তারপর শেষ হয়ে আসে শীতকাল। দলের বাচ্চাগুলো স্মোকিকে মেনে নেয় তাদের দলপতি হিসেবে। স্মোকি ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আশ্রয় ছেড়ে। খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে চলে আসে। ফেরার পথে চোখে পড়ে হঠাৎ—দূরে প্রায় সেই আকাশের গায় একটা ছুপেয়ে জন্তু। স্মোকির দৌড়ের গতি বেড়ে যায়, হঠাৎ দলের ঘোড়াগুলো বুঝতে পারে না কিছুই, তবু দলপতির ইঙ্গিতে ঝড়ের মত ছুটে এসে হাজির হয় খাদের আশ্রয়ে। স্মোকি এসে দাঁড়ায় মায়ের পাশে। মনে মনে জানে ঐ একটি তার নিরাপদ আশ্রয়। এখন স্মোকির খোঁজও খবর নেয় না মা, তবু দরকার যদি হয় স্মোকির প্রাণ বাঁচাতে ঐ মাই ছুটে যাবে যে কোন বিপদের মুখে।

সূর্যের তাপ বাড়তে থাকে। গলতে শুরু করে বরফ এখানে সেখানে। আবার বসন্ত আসছে। বাতাস হয়ে ওঠে উত্তপ্ত, খুব ধীরে ধীরে বরফ গলে মাটি বেরিয়ে পড়ে, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে নূতন কচি ঘাস। সবুজ ঘাসে ভরে ওঠে প্রান্তর, কচি ঘাসের ডগার খোঁজে ঘোড়ার দল আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কচি ঘাসের সন্ধানে মাইলের পর মাইল ছুটে চলে ওরা। বরফ গলে পুরোনো বছরের শুকনো ঘাস বেরিয়ে পড়েছে অজস্র, মেটে ধূসর রংয়ের শুকনো ঘাস, কিন্তু সে ঘাসে মুখ দেয় না ওরা। নতুন কচি ঘাসের স্বাদ পেয়েছে, পুরোনো ঘাস মাড়িয়ে ওরা চলে এগিয়ে।

·

রোদের তেজ হয়ে ওঠে প্রখর। স্মোকির গায়ের লম্বা লম্বা শীতের লোম এবার ঝরে যায়। শীত চলে গিয়েছে, বিদায় নিয়েছে ঠাণ্ডা হাওয়া, বাদামী রঙের লম্বা আর ঝাঁকড়া লোমের প্রয়োজন নেই আর। ঝাঁকড়া লোম ঝরে যেয়ে স্মোকির সেই কালো রং বেড়িয়ে পড়ে, ধোঁয়ার মত রংটা বদলে গিয়ে এবার চিকন কালো রং হয়েছে ওর, খুব মিশ কালো নয়। এতদিন ঢাকা ছিল গায়ের কালো রংটা, এখন সূর্যের আলোয় চিক চিক করে। আর দেখা যায় পর

পরিপুষ্ট মাংসপেশী, খোলস ফেলে যেন এক সম্পূর্ণ নূতন স্মোকি জন্ম নেয়।

বসন্তের প্রথম বর্ষণ হয়ে যেতে সারা প্রান্তর ভরে যায় ঘাসে। গাছে গাছে দেখা দেয় পাতা, কচি কচি পাতা। হঠাৎ একদিন দল ছেড়ে ওর মা চলে যায়। স্মোকি দৌড়ে ফিরে এসে মাকে খোঁজে, কোথাও নেই, কোথায় চলে গিয়েছে। অবাক লাগে ঠিক বুঝতে পারে না ও। ঘাস থেকে মুখ মুখ তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্মোকি। ওর গায়ের চামড়া কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে, সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে গা থেকে, মাংসপেশীগুলো থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। পায়ের তলায় নরম কচি ঘাস, স্মোকি ওর মুখটা তুলে দেখে নেয় চারপাশে দূরের দিকে, মাথার উপর নাক বরাবর সাদা দাগটায় রোদ পড়ে, স্মোকি একটু ঝিমিয়ে নেয়, কিন্তু ওর মা কোথায় গেল!

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন পাটকিলে-রংয়ের বুড়োটা এসে হাজির। কোথায় কাটিয়েছে শীতকালটা কে জানে! এ দলটায় রয়েছে কতগুলি বাচ্চা ঘোড়া, প্রায় সবাই ওর পরিচিত, বুড়ো এ দলকে খুঁজে খুঁজে বার করেছে। স্মোকি হয়ে গেছে কত বড়। তবু স্মোকির সঙ্গে ওর ভাব হয়। এক সময়ে ওরা দুজনে ছিল খেলার সাথী। স্মোকি খেলে বুড়োর সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ চমকে যায়, মায়ের কথা মনে হয়, মা কোথায় গেল!

বসন্তকাল যেন উড়ে চলে হাওয়ায়। ঘাসগুলি বড় হয়ে ওঠে, গাছগুলি হয় সবুজ অঢেল খাদ্য চারদিকে। স্মোকি দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, খেয়াল হলে ছুটে আসে দূর দূরান্তর থেকে, পেট পুরে খায় আর খেলা করে সারাদিন সঙ্গীদের সঙ্গে। পাটকিলেও ঘুরে বেড়ায় ওদের সঙ্গে। একদিন দেখা যায় দূরে একটা ঘোড়া আসছে, পাটকিলে ছুটে যায়। স্মোকির মা ফিরে আসছে। মাকে দেখে স্মোকি মুহূর্তে অবাক হয়ে যায়, তার সাথে একটা ছোট্ট বাচ্চা ঘোড়া। লাফাতে লাফাতে



মায়ের দিকে এগিয়ে যায় সে। মায়ের সঙ্গে আসছে দিন কয়েকের একটা এইটুকু ছোট্ট কালো ঘোড়া। কোন রকম চার ঠ্যাংয়ের উপর দেহভার রক্ষা করে আসছে মায়ের পেছনে। স্মোকি থমকে যায় প্রথমটায়, তারপর এগিয়ে যেয়ে বাচ্চাটার নাকে নাক ঘষে পরিচয় করে। দলের আর সব এসেছে ভিড় করে। পাটকিলের দাবি সবচেয়ে বেশী। স্মোকির মা সাবধান করে দেয় সবাইকে, সাবধান করে স্মোকিকেও, স্মোকি মেনে নেয় মায়ের সতর্ক বাণী।

তবু ত মা ফিরে এসেছে।



সময়টা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। রোদের তাপ খুব কড়া। ঘোড়ার দল চলেছে সারি বেঁধে উঁচু পাথুরে জমির ওপর দিয়ে, স্মোকির মা যাচ্ছে ওদের সামনে পথ দেখিয়ে। স্মোকি মায়ের কাছাকাছি, আর পাটকিলে দলের একদম পেছনে। অনির্দিষ্ট যাত্রা, কোথায় চলেছে নেই ঠিকানা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, কোথায় চলেছে ওরা দলের কেউ তা জানে না। পাথর ডিঙ্গিয়ে, পাইনের তলা দিয়ে, ঝর্ণার পাশ কাটিয়ে, লম্বা সবুজ ঘাস মাড়িয়ে ওরা চলেছে ত চলেছেই। চারদিক একেবারে নিঝুম, প্রচণ্ড গরমে জীব জন্তু যে যার আশ্রয় খুঁজে বিশ্রাম নিচ্ছে, আর ঘোড়ার দল এগিয়ে চলেছে অবিরাম।

এরই মধ্যে ওদের জানা পথ আছে। চলতে চলতে মাঝে মাঝে থমকে দাড়িয়ে আবার ঠিক করে নিচ্ছে ওদের গতিপথ। একটা জায়গায় এসে পথটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, পথ গিয়েছে দুভাগ হয়ে। স্মোকির মা ঢালু পথটা বেছে নিয়ে চলতে শুরু করে। সমস্ত দলটা চলে ওর পেছনে, কিন্তু স্মোকি দাড়িয়ে পড়ে, তা না হলে স্মোকির বিশেষত্ব কি, ও দেখবে ঐ উঁচু পথটায় কি আছে। আর কিছু নয়, শুধু ও দেখবে জানবে ঐ পথটায় কি আছে। নিচের ঢালু রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার দল এগিয়ে যায় উঁচু জায়গায় দাড়িয়ে স্মোকি দেখছে ওদের, আর শুঁকছে এধার ওধার, দু-চার মুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিচ্ছে দাঁত দিয়ে। তারপর পায় পায় এগিয়ে যায় ঐ পথে দলটাকে চোখে চোখে রেখে। যদি দরকার হয় ছুট দেবে দলের দিকে।

মস্ত একটা পাথরের পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে একটা মেহগনি গাছ। বেশ ঝাঁকড়া গাছ, চারদিকে পড়েছে তার ছায়া, পাথরটাকে যেন ঘিরে রেখেছে পাতাগুলো। আর গাছ তলায় ঐ ছায়াতে পাথরের

গা ঘেসে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে পাথুরে রংয়ের কি একটা জন্তু, ঠিক যেন পাথরেরই একটা অংশ। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছে, জীবনের কোন চিহ্ন যেন নেই, শুধু লেজটা মাঝে মাঝে দুলছে নড়ছে উঠছে পড়ছে। গোলগাল মাথাটা একটু তুলেছিল ঘোড়ার পায়ের শব্দে, তারপর তার চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠল কালো রংয়ের ঘোড়াটিকে দেখে। ঘোড়াটা সোজা এগিয়ে আসছে এই পাথরটার দিকে। এই পাথরের ফুট দুই দূর দিয়ে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, স্মোকিও যাবে ঐ পথেই। চট করে সিংহটার জিব বেরিয়ে আসে একবার। ঐ রাস্তা দিয়ে কত হরিণ, কত ঘোড়া, কত গরুর দল পথ করেছে, কিন্তু পাথরটার পাশ কাটিয়ে যেতে পারিনি কেউ। এই বিশাল প্রান্তর জুড়ে সিংহের বিরাট রাজত্ব, আর পাথরটা হচ্ছে ওর সিংহাসন। ওর পাশ দিয়ে যাওয়া বড় একটা সম্ভব হয় না কারো। স্মোকি চারপাশ শুঁকে দেখছে, মাথা তুলে দেখছে দূরে ওদের দলটা এগোচ্ছে পায়ে পায়। সিংহটা নড়ছে না এতটুকু। একটা ছায়া হয়ে গাছের ছায়ার সঙ্গে মিশে গেছে, যেন পাথরের টুকরোর একটা অংশ, গাছটার গুড়ির একটা অঙ্গ। ওর জানা আছে ঠিক কোথায় এলে লাফ দিতে হয়, কতটা জোরে, কতটা উঁচু দিয়ে, একেবারে নিক্তির ওজনে মাপা আছে। শিকারের উপর দুটো চোখের স্থির দৃষ্টি ফেলে ও চুপ করে বসে আছে, ত্রস্ততা নেই ব্যস্ততা নেই, একটা পরম নিশ্চিত আর নিশ্চিন্ত ভাব। আর একটা পা এগোলেই হয়। স্মোকিও তুলেছে পা। কিন্তু তোলা পা আর এগিয়ে এসে পড়ে না। পাথরটার ওপাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে প্যাঁচ দিয়ে জড়িয়ে ছিল একটা র‍্যাটল সাপ, ফণা তুলে মুহূর্তে একটা ছোবল মারে সাপটা। তোলা পাটা সামনে না পড়ে পেছনে হটে যায়। শুধু পাটাই পেছনে পড়ে তা নয়, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্মোকি লাফিয়ে সরে যায় পেছনে। সিংহটাও হিসেব মতো লাফিয়ে ওঠে, দারুণ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু শিকার চলে গিয়েছে ততক্ষণে ওর হিসাব মত মাপের বাইরে, স্মোকির ঘাড়ের লম্বা

লোমের কয়েক গাছা সিংহের নখে জড়িয়ে আসে শুধু। সিংহটা শূন্যে এক পাক খেয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটির উপর। র‍্যাটলের র‍্যাট র‍্যাট শব্দেই স্মোকি লাফ দিয়ে ছুট দিয়েছিল, সিংহের গর্জনে স্মোকি এক মুঠো ধূলোর মত হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়। দুভাগ করা পথের বাঁক পর্যন্ত যাওয়ার সময় নেই ওর, নিচু রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে এক মুহূর্তেই ও গিয়ে দলের সঙ্গে জুটে পড়ে। দলের ঘোড়াগুলোর কান খাড়া হয়ে উঠেছিল সিংহের গর্জনে, স্মোকির দৌড় দেখে, বিচার করে বোঝার সময় নেয় না ওরা, ঐ সিংহটাই যেন ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছে, দলশুদ্ধ সবাই লেজ তুলে ছুট দেয়।

সেদিন থেকে বড় পাথরের চাঁই আর ঝাঁকড়া গাছের ধার ঘেসে যাবার আগে স্মোকি সাবধান হয়ে পড়ে। দল ছেড়ে একা একা দূরে যাবার পূর্বে স্মোকি দুবার ভেবে নেয়, আগের মত খেয়াল খুসি মতো চলা আর সম্ভব হয় না স্মোকির। দেখা, বোঝা আর জানবার ইচ্ছায় একটু ভাঁটা পড়ে। আর তাছাড়া এই একটা বছরে কিছু কম দেখেনি স্মোকি, প্রেইরির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়ে গেছে এই একটা বছরে। নানারকমের জীব ও তাদের স্বভাব, বিভিন্ন ঋতু, কত ধরণের খাবার, ঝর্ণার জলের ঠিকানা, উঁচু নিচু চড়াই উৎড়াই আর সমতল মাঠ সব জেনে গিয়েছে স্মোকি ওর রক্তে গিয়েছে মিশে। মনে মনে গর্ব অনুভব করে স্মোকি, সে যেন রীতিমত পরিণত ধাড়ী ঘোড়া হয়ে গিয়েছে। বড়দের আর গ্রাহ্য করার প্রয়োজন হয় না স্মোকির, তাদের সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে চলে, ঝগড়া করে, লাথি মারে, কামড়ে দিতেও কসুর করে না। বড়রা ওকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে, দরকার হলে লাগিয়ে দেয় বেশ ঘা কতক। কিন্তু যোয়ান স্মোকির ওরকম দুচারটে লাথি, আর একটু আধটু দাঁতের কামড়ে কি এসে যায়, বড় জোর কামড়ে দেওয়া যায়গাটায় দুদিন একটু ঘা হয়। বড়রা কিন্তু ওর জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে। শান্তি নেই ঘুমুতে দেবে না, ধীর স্থির হয়ে খেতে দেবে না, এর ওর তার সঙ্গে লড়াই ওর লেগেই আছে, অথচ ওকে

ধরবার যো নেই, ধরতে গেলে মারতে গেলেই স্মোকি যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়।

শরৎ শেষ হয়ে শুরু হয় শীতকাল। এবছর শীতের দাপটটা যেন একটু বেশী। ঝড়ো বাতাস ছুটছেই, স্মোকির শয়তানিতে বাধা পড়ে। দলের ঘোড়াগুলি শেষে একজোট হয়ে ওঠে ওর বিরুদ্ধে। তুষার ঢাকা প্রান্তরে ছুটে দূরে পালান আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্মোকি ভদ্র হতে শেখে একটু একটু। শীত শেষ হয়ে আবার আসে বসন্ত। স্মোকির বলস এখন তিনের কোঠায়। গায়ে মাথায় বেশ বড় হয়ে উঠেছে স্মোকি, আর বাধ্য হয়ে খানিকটা আইন কানুন মানতে আর ভদ্র হয়ে চলতে ফিরতে শিখেছে। তবু সব সময় সম্ভব হয় না ভদ্র গোছের প্রেইরির ঘোড়া হয়ে থাকা, হাঁপিয়ে ওঠে ওর মন, সুযোগ বুঝে আবার আরম্ভ করে ছুটোছুটি আর দাপাদাপি, কিন্তু খুব বেশী দূর এগোয় না, দলের ঘোড়াগুলো একজোট হয়ে লড়ে ওর বিরুদ্ধে।

দলের সবাই এক জোট হয়ে বন্ধ করে স্মোকির শয়তানি। কিন্তু গায়ে মাথায় অতবড় একটা ঘোড়ার অগ্রগতিতে ওরা বাধা দিতে পারে না। পাটকিলে আর স্মোকির মা ছাড়া কোন একটি ঘোড়াও স্মোকির সঙ্গে পেরে ওঠেনা। ও চলে দলের পুরোভাগে। হাঁটা চলার ভঙ্গিটি দৃপ্ত ছন্দোময়। অনমনিয় ভঙ্গিতে চলে স্মোকি। কঠিন ওর আদেশ, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ঘোড়ার কিছু করার সাহস হয় না। গায়ের জোর আছে স্মোকির আর আছে বুদ্ধির জোর। স্মোকি একবার যা দেখে, যা শেখে বা বোঝে তা ভুলে যায় না। সেগুলোকে কাজে লাগায়। কালো রংয়ের ঘোড়াটি দলের মধ্যে এদিক দিয়ে খ্যাতিমান যেমন হয়, অন্য দিকে কুখ্যাতিও জোটে তেমনি। বাচ্চারা ওকে মানে ওর দৃপ্তভঙ্গি আর সাহসের জন্য। বড়রা গজ্ গজ্ করে মনে মনে, কিন্তু খোলাখুলি কিছু করতে সাহস পায় না।

স্মোকির শয়তানি আর দাপাদাপি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়, গম্ভীর হয়ে পুরোভাগে চলে স্মোকি।

কিন্তু পাটকিলে আর স্মোকির মার কাছে স্মোকি যা ছিল তাই থেকে যায়। ওরা ওকে বড় একটা আমল দেয় না। স্মোকি ওদের দুজনকে এড়িয়ে চলে। কচিৎ পাটকিলের পেছনে লাগতে স্মোকি সাহস করে। কিন্তু সুবিধে করতে পারে না। বুড়ো পাটকিলকে স্মোকি শেষ পর্যন্ত ঘাটাতে চায় না। দলের মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। কে আগে যাবে, কে পেছন দিকটায় দেবে পাহারা, কারা থাকবে মাঝখানে সব ঠিক হয়ে যায়। শান্তি আসে ওদের মধ্যে। নিশ্চিন্তে দিনগুলি কাটে ওদের।

একদিন জলের খোঁজে যাচ্ছে দলটা। স্মোকির মা যাচ্ছে পথ দেখিয়ে। উঁচু একটা টিলার পাশ দিয়ে যেতে স্মোকির মা থমকে দাড়ায়। গজ কয়েক দূরে দাড়িয়ে আছে ছাই রঙের প্রকাণ্ড একটা ঘোড়া। ঘাড়ে গর্দানে এত বিরাট ঘোড়া কখনো দেখেনি স্মোকির মা। মস্ত মাথা, জোরালো চোয়াল, নির্ভীক ভঙ্গিতে মাথা তুলে দেখছে এ দলকে। খানিকটা দূরে একগাদা বাচ্চা আর বাচ্চাদের মায়েরা দাড়িয়ে আছে। ছাই রঙের ঘোড়া ওদের দলপতি। স্মোকির মা থমকে দাঁড়ায়, পেছন থেকে ছুটে আসে স্মোকি, কিন্তু ছাইরঙাকে দেখে মায়ের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। গলা ঝেড়ে আর লেজ ছলিয়ে স্মোকি মৃদু আহ্বান জানায়, কিন্তু নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের দিনগুলি বুঝি শেষ হয় এবার। মনে মনে বোঝে স্মোকি অতীতের সম্মান আর বুঝি বজায় থাকে না।

দুটো দল সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখছে। ঘাড়ে গর্দানে প্রকাণ্ড ছাইরঙা জীবটা মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মনে মনে ওজন করে স্মোকিদের দলের দলপতির দৌড় কতটা। ছাইরঙা জীবনে দেখেছে অনেক, যুঝেছে সারাজীবন, চট করে কিছু করায় ও বিশ্বাস

করে না। দেখে শুনে বুঝে তারপর সুবিধে হলে তাল ঠুকে এগোন ওর পছন্দ। নিজের গায়ের প্রচণ্ড জোর আর ক্ষিপ্র গতি সম্বন্ধে বেশ ভালভাবে জানে ছাইরঙা, আর নূতন একটা দলকে ঘায়েল করবার অভিজ্ঞতাও ওর আছে। প্রচুর আঘাত পেয়ে আর কামড় খেয়ে ছাইরঙা শিখেছে নূতন দলকে অধিকার করার আগে দলপতিকে একটু সমঝে নেয়া ভাল।

স্মোকি দেখছে ছাইরঙাকে একমনে। ছাইরঙা একবার মাত্র খানিকটা দৌড়ে এক পাক ঘুরে ওদের দলকে দেখে নিয়ে আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। স্মোকি অস্থির হয়ে ওঠে। সামনের দুটো পা দিয়ে তাল ঠুকলো, এরকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার কী কোন মানে হয়! স্মোকি একটা ভুল করে, মনে মনে ভাবে, বোধ হয় ছাইরঙা বাইরের চেহারায় যতটা বিশাল, ভেতরে ভেতরে হয়ত ভীতু, তা নইলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকছে কেন? স্মোকির ভুল হয় হিসেবে, অবশ্য বেচারা এসব ব্যাপারের জানেই বা কতটুকু! কিন্তু পাটকিলে জানে, পাটকিলে দেখেছে ছাইরঙাকে, দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝেছে ওর মতলব সুবিধের নয়। তবু পাটকিলে চুপ করে থাকে, স্থির হয়ে থাকে, এমনিতে যদি ব্যাপারটা চুকে যায় মন্দ কি!

ছাইরঙা একটু এগিয়ে আসে। মায়ের নাকে নাক দিয়ে স্মোকি কি বলছিল মাকে। ওকে এগোতে দেখে স্মোকির মা একটু তীব্র ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর। ছাইরঙা সে আক্রমণ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এপাশ থেকে স্মোকি সামনের দু পা তুলে লাফিয়ে পড়ে ওর উপর। কিন্তু পড়বার সময় ঠিক ওর উপর পড়ে না পড়ে যায় ওর পাশে। অবাক কাণ্ড! ঠিক মাপমত সুযোগ বুঝে স্মোকি ছুড়েছিল লাথি, কিন্তু ছাইরঙা ঠিক জায়গাটিতে ছিলনা, দুপা সরে গিয়ে দেখছিল দলটাকে। কিছুই যেন হয়নি, স্মোকির মাও তেড়ে আসেনি আর একটা কালো ঘোড়া ঝাঁপিয়ে পড়েনি ওর উপর। ছাইরঙা আবার চুপ চাপ দাঁড়িয়ে দেখছে



দলটাকে। স্মোকি থমকে যায়। কি করে এমন হতে পারে! ওর মনের পাতায় অভিজ্ঞতায় তার হদিশ মেলেনা, এর চেয়ে ছাইরঙার জোর একটা লাথি খেয়ে মাটির উপর গড়িয়ে পড়লেও স্মোকি খুসি হত, কিন্তু মনে হলো যেন দেখতেই পায়নি। আর একবার ছুটে যেতে স্মোকির ভরসা হয় না। সব মিলিয়ে যেন একটা ধাঁধা লেগে যায় ওর মনে।

এতক্ষণে ছাইরঙা প্রথম দফার কাজ শেষ হয়ে যায়। নূতন দলের প্রত্যেকটি ঘোড়াকে ও দেখে নিয়েছে। মনে মনে বুঝে নিয়েছে এ দলে তেমন কেউ নেই। দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হয় চট্ পট্। বাচ্চাগুলো আর ওদের মা-দের বাদ দিয়ে দলের আর সবাইর উপর ব্যাপক আক্রমণ সুরু হয় মুহূর্তের মধ্যে। লাথি আর কামড় খেয়ে ছিটকে পড়ে যুবক ঘোড়ার দল। একটার পর একটা, কেউ এমনি যায় না, চীৎকার করে গলা ঝেড়ে আর তাল ঠুকে দাঁড়ায় প্রত্যেকে, দলছেড়ে চট করে কেউ যেতে চায় না। কিন্তু মার খেয়ে একটার পর একটা সরে পড়ে, সরে যায় কিছুটা দল ছেড়ে, তারপর আবার তেড়ে আসে। ছাইরঙার প্রকাণ্ড শরীর, কিন্তু ও ঘুরছে, ফিরছে, কামড়াচ্ছে, ছুটছে তীব্র গতিতে। এরই মধ্যে পাটকিলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাইরঙার ওপর, দলের যুবকেরা এবার সরে যায়। মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে আড়াল খুঁজতে থাকে, আর চোখের উপর ঝলসে ওঠে ছাইরঙা আর পাটকিলে। মেসিনগানের গুলির মত তীব্র গতিতে পড়ছে ওদের পা, শব্দ হচ্ছেনা, পাগুলি পড়ছে পরস্পরের গায়ে, ছুটে এসে লাফিয়ে উঠছে। তুজনে, গলা থেকে বেরুচ্ছে প্রচণ্ড ডাক, পাশ কাটিয়ে শূন্যে উড়ে যাচ্ছে তুটো ঘোড়া, দাঁতে দাঁত পড়ছে খটাখট্, লোম উড়ছে হাওয়ায়, তারপর বিদ্যুতের মত এক ঝলকে পাটকিলে সরে পড়ে দল থেকে দূরে আর সঙ্গে এক ঝলক ছাইরঙা। দূরে আরও দূরে ছুটে চলেছে ওরা, চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে, ভেসে আসছে আর্তনাদ। কিছুক্ষণ পর ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয় ছাইরঙা।

লেজটা দুলছে, কানদুটো নড়ছে, পরিতৃপ্ত ভাব নিয়ে ফিরে আসে ছাইরঙা।

স্মোকি দেখছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াইএর প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি, লক্ষ্য করছে মন দিয়ে, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝে নিয়েছে ছাইরঙার দাপট আর প্রতাপ। বুঝে নিয়েছে শেষ ফল অত্যন্ত সন্দেহজনক, তবু পাটকিলে যখন ছুটে পালায়, স্মোকির চোখ জ্বলে ওঠে, ছাইরঙাকে ফিরতে দেখে, স্মোকি নড়া চড়া সুরু করে। ছাইরঙা জানতো ঐ একটা মাত্র কালো রঙের ঘোড়া আছে, ওকে সরাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। এবার আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেনা ছাইরঙা, স্মোকির দিকে চোখ পড়তেই ষ্টিমইঞ্জিনের মত শব্দ করে সোজা ছুটে আসে স্মোকির দিকে। স্মোকি দাঁড়িয়ে থাকেনা এতটুকু সময়। তীব্র একটা ডাক ছেড়ে, পুরু ঠোঁট দুটো উল্টিয়ে সাদা দাঁতগুলি বের করে, ঠিক একটা বুলেটের মত বেরিয়ে যায় মায়ের পাশ থেকে। স্মোকি আর ছাইরঙা। স্মোকি লড়ছে জীবন দিয়ে, আর ছাইরঙার এরকম অভ্যাস আছে, মাথা ঠিক রেখে, সুযোগ বুঝে ছাইরঙা পিছিয়ে যাচ্ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, লাথি ছুড়ছে আচমকা। আর স্মোকি গিয়েছে ক্ষেপে, তীব্র গতি হয়ে উঠছে তীব্রতর, দাঁত চালাচ্ছে ঘন ঘন, পা চালাচ্ছে তার চেয়ে বেশী, ধূলো উড়ছে, ধূলোয় দুজন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, ঘাম ঝরছে ফেনা ছড়ায় চারদিকে, তবু লড়াইটা বেশীক্ষণ চলেনা। প্রকাণ্ড একটা শব্দ ওঠে। ছাইরঙা পেছনের পা দুটো পড়েছে স্মোকির পাঁজরের ওপর, নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্মোকির ঘাড়টা কামড়ে ধরে ছাইরঙা, অবশ্য সে কামড় ছাড়িয়ে পালিয়ে যায় স্মোকি, বেশ বড় একটুকরা চামড়া, রেশম চিক্কন লোমে ঢাকা চামড়া থেকে যায় ছাইরঙার মুখে, আর ঠিক পালিয়ে যাবার মুখে আর একটা লাথি পড়ে। ছিটকে গড়িয়ে পড়ে মাটির ওপর। চোখের দৃষ্টি যেন নিভে আসে ওর, কেঁপে ওঠে মাটি। আন্দাজে বুঝতে পারে স্মোকি ছাইরঙা ছুটে আসছে ওর দিকে, পড়ে

গিয়েও নিস্তার নেই। গায়ের শেষ শক্তিটুকু সম্বল করে কোনরকমে কোনরকমে স্মোকি উঠে দাঁড়ায়, তারপর টেনে দেয় লম্বা ছুট, পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে এরকম ছুট আগে কোনদিন দেয়নি স্মোকি। একবার পেছন ফিরে তাকাতে ভয় হয়, ছুটতে থাকে প্রাণপনে। পায়ের শব্দ হচ্ছে কি হচ্ছেনা, ক্রমাগত মনে হয় এই এক্ষুণি এল বুঝি, পড়লো বুঝি ঘাড়ের ওপর, ওটা তো ছাইরঙা ঘোড়া নয়—একটা জ্যান্ত ছাইরঙা শয়তান।

ছুটছে স্মোকি, প্রাণ বাঁচাতে ছুটে চলেছে, শেষ শক্তিবিন্দু পর্যন্ত অবিরাম ছুটে চলে স্মোকি। আর ছাইরঙা দৌড় থামিয়ে লেজ দুলিয়ে ফিরে যায় নবলব্ধ দলে। স্মোকি ফিরে আসতে আর ভরসা পায় না।

ঘুরতে ঘুরতে পাটকিলের সঙ্গে দেখা হয় স্মোকির। দুজনেই সমদুঃখী দলহীন উদ্দেশ্যহীন, ওরা ঘুরে বেড়ায়, দুজনের অন্তরঙ্গ ভাবটা বৃদ্ধি পায়। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কিছুই খেয়াল থাকে না। ঘাসে ঢাকা জমি পার হয়ে, উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে, গ্রীষ্মের শেষ শীতল ছায়াঢাকা বন পেছনে ফেলে ওরা এগোতেই থাকে। ছোটখাট কত দলের সঙ্গে দেখা হয়। আর প্রত্যেক দলের দলপতি এগিয়ে আসে, কিন্তু ওদের মনে জাগে বিভীষিকা, প্রত্যেক দলপতি যেন এক একটা ছাইরঙা ঘোড়া। ঘাড় উঁচু করে উৎসাহ নিয়ে ভাল করে দেখেওনা দলের আর সব ঘোড়াগুলিকে। আর মাঝে মাঝে দেখে ওদের মত দলছাড়া যুবক ঘোড়া এখানে ওখানে ছিটিয়ে আছে, ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরস্পরের মনের ভাবটা ওদের ভালই জানা আছে। স্মোকি আর পাটকিলের চলা থামেনা। পাটকিলের মনের ইচ্ছা, কোন একটা ছোট দল পেলেই হয়, যে দলে থাকবে বাচ্চা ঘোড়া আর তাদের মায়েরা, আর পাটকিলে হবে দলপতি, কিন্তু স্মোকি সায় দেয়না। তাদের সেই পুরোনো দল না হলে কি হবে এক গাদা ঘোড়ার সঙ্গে থেকে, সেই পুরোনো দলে আছে তার মা আর ভাই আর আছে ছোট বেলার যত খেলার সাথী। স্মোকি তাদের কথা ভুলতে পারে না।

ভুলতে পারে না সত্যি, তবু দিনের পর দিন যায় কেটে আর এই এমনি এমনি ঘুরে বেড়ান হয়ে ওঠে একঘেয়ে। পাটকিলের সঙ্গে শুধু শুধু ঘুরে বেড়ান ভাল লাগেনা স্মোকির, বার বার তার মনে পড়ে পুরোনো দলের কথা।

ছোট একটি দল চরে বেড়াচ্ছিল। দলপতি একটি যুবক ঘোড়া। পাটকিলে আর স্মোকিকে দেখে এগিয়ে এল। পাটকিলে একবার তাকিয়েই দেখে নেয় দলপতিকে। বুক চিতিয়ে এগিয়ে আসে যুবক ঘোড়াটা, গর্ব ফেটে পড়ছে তার প্রতিটি পদক্ষেপে। পাটকিলে বুঝতে পারে, ঘোড়াটির বয়স খুব বেশী হয়নি, আর যুদ্ধবিদ্যায় এখনও তেমন পারদর্শী হয়নি ঘোড়াটা, হয়নি বলেই অমন বুক চিতিয়ে আসছে। পাটকিলের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে স্মোকি। দলপতি এসে মুখ বাড়িয়ে শুঁকে দেখে পাটকিলেকে, মাথা উঁচিয়ে একবার ডাক দেয়, তারপর হঠাৎ এক ঝটকায় একটা লাথি ঝাড়ে, পাটকিলেকে নয়, স্মোকিকে। সুরু হয়ে যায় লড়াই। লাথি, কামড় আর জোর গলায় তীব্র চীৎকার। একদিকে পাটকিলে আর স্মোকি, অন্যদিকে ঐ বাদামী রঙের ছোকড়া ঘোড়াটি। গোড়ার দিকে স্মোকির তেমন ইচ্ছে ছিল না, মারামারি আর ঝগড়ায় যোগ দিতে, কিন্তু আচমকা লাথি খেয়ে ওর মেজাজ ঠিক থাকে না। লাথির চোটে একটু ছিটকিয়ে গিয়েছিল স্মোকি, ফিরে এসে সুযোগের অপেক্ষায় যুদ্ধরত দুজনের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। বাদামি রংয়ের যুবক ঘোড়াটি তীব্রগতিতে একটা পাক খেয়ে, বিদ্যুতের মত পা তুলে পাটকিলের দিকে লাথি ছুড়তে যাচ্ছে, কিন্তু পাশ থেকে আচমকা একটা প্রচণ্ড আক্রমণে বেচারার যুদ্ধের সাধ মিটে যায়। আক্রমণ শুরু করে স্মোকি। কোন রকমে টাল সামলে নেওয়ার আগেই বাদামীর উপর পাটকিলে আর স্মোকি দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুজোড়া জোরালো দাঁত আর দুজোড়া শক্ত খুরের সঙ্গে একা পেরে উঠবে কি করে বেচারী তবুও একটু হুটোপাটি করে লড়তে চায়।

কিন্তু ওরই মধ্যে বাদামি বুঝে নেয়, যদি তাকে প্রাণে বাঁচতে হয় তাহলে, একটি মাত্র উপায় আছে সোজা লেজ তুলে দৌড় দেওয়া। এদের দাঁত আর পায়ের গুঁতো থেকে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই। বাদামি এক ফাঁকে লেজ তুলে ছুটতে থাকে প্রাণপণ। স্মোকি বেশ খানিকটা দূর ছুটে যায় ওর পেছন পেছন। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ঠিক এমনি করে ছাইরঙার তাড়া খেয়ে একদিন সেও পালিয়েছিল প্রাণ নিয়ে।

ছোট্ট দলটির আগে আগে চলেছে স্মোকি আর পাটকিলে। বিকেলের স্তিমিত আলোয় দেখা যায় একা একটা ঘোড়া পাহাড়ের উপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা সেই বাদামি রংয়ের ঘোড়াটা, দল নিয়ে চলে যাচ্ছে, বেচারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু এগিয়ে আসতে ভরসা পাচ্ছে না।

আবার শীত আসে। তুষারপাতটা হয় এবার বেশ বেশী। শীতও পড়ে খুব জোর। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় যেন থামতেই চায় না। মাটির উপর তুষার জমে থাকে পুরু হয়ে, ঠাণ্ডা বাতাসে আরও শক্ত হয়ে ওঠে। খুর দিয়ে আঁচড়ে, জমাট তুষারের চাপ ভেঙে নীচের শুকনো ঘাস বার করা যায় না।।

পাটকিলে আর স্মোকি তাদের ছোট দলটিকে নিয়ে আশ্রয় নেয় দুই চড়াই-এর মাঝখানে। ঝড়ো বাতাস এখানে ওদের কাবু করতে পারে না। কিন্তু ঘাসের অভাবে ভুগতে হয় দলটিকে। খাবার খুবই কম। দুচার মুঠো যা জোটে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নেয়। খোলা জায়গায় তুষার জমে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে, প্রেইরির সারা বুক জুড়ে ছোট খাট বরফের পাহাড় উঠেছে গজিয়ে। তার উপর খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাল। নিজেদের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। ওরই মধ্যে, দুই পাহাড়ের মাঝখানে ঢালু নিচু জমিতে ঘোড়ার ছোট দলটি ছুটে বেড়ায়। ছুটে গায়ের রক্ত গরম রাখে কিন্তু পা দিয়ে খুঁড়ে কোন খাদ্য পায় না। সবারই সমান অবস্থা। গরুর দল খাবার না পেয়ে প্রেইরির উপর মরতে শুরু করে, তুষারে ঢাকা পড়ে থাকে ওদের দেহ। দলছুট ঘোড়া—ঘুরে ঘুরে যার আশ্রয় জোটেনি কোথাও, তাড়া খেয়ে খেয়ে ছুটে বেড়িয়েছে একা একা। ঝোড়ো হাওয়ায় টাল সামলাতে সামলাতে এগিয়ে চলেছে পায় পায়। শেষ পর্যন্ত খাবার না পেয়ে শুয়ে পড়েছে। তুষার এসে ঢেকে দিয়েছে দেহ। হিংস্র জন্তুর দল বেরিয়েছে শিকার খুঁজতে। নেকড়ের দল খুঁজে বেড়াচ্ছে গরু ঘোড়ার মৃতদেহ। বরফ খুঁড়ে কাড়াকাড়ি করে

খেয়ে নিচ্ছে। ক্ষুধার্ত নেকড়ে আর কেয়টের চীৎকারে ঘোড়ার দল চমকে ওঠে। এক জায়গায় জড়সড় হয়ে দাঁড়ায় ভয়ে। কান খাড়া করে শোনে কোন দিক থেকে আসছে ওদের চীৎকার।

একদিন দেখা গেল পাহাড়ের মাথায় তিনটে নেকড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়স বেশী, চারপাশে শুঁকে শুঁকে দেখছে, কাছাকাছি খাদ্য আছে নাকি কোথায়! পাটকিলেও দেখেছে ওদের, একটা ডাক দিয়ে সাবধান করে দেয় দলকে। স্মোকি ঘাড় তুলে দেখে জীব তিনটিকে, ওর ইচ্ছা হয় ছুটে যেতে ঐদিকে। ঐ ছোট্ট রোগা জীবগুলো, ওর চেয়ে অনেক পুঁচকে তিনটাকে ইচ্ছে করে লাথির ঘায়ে চৌচির করে দেয়। কিন্তু পাটকিলের অদ্ভূত স্বরটা ওর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। এমন কিছু ছিল ঐ একটি ডাকে, স্মোকি বুঝতে পারে উচিত হবে না কাজটা। পাটকিলে দেখছে শুনছে অনেক, নেকড়ের সঙ্গে পরিচয় আছে ওর, জীবনে দুচারবার লড়তে হয়েছে তাকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের সঙ্গে, কামড়ের ঘা শুকোতে নিয়েছে অনেকদিন, কিন্তু অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেনি। দলের ঘোড়াগুলিকে এক যায়গায় জড় করে, নেকড়ে তিনটের দিকে চেয়ে থাকে।

তিনটে ঘাঘু নেকড়ে। ঘোড়ার দলকে দেখতে পেয়েও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুধার তাড়নায় বেরিয়েছে খাবার খুঁজতে, মরা গরু বাছুর আর ঘোড়া জুটেছে কিছু কিছু, কিন্তু মারামারি করে মৃতদেহের টুকরো খাওয়া তেমন যুৎ সই হয়নি। খুঁজে বেরিয়েছে জ্যান্ত জীব। ওরা ঘোড়ার দলকে দেখে জিভ বার করে বার কয়েক চেটে নিল, মনে মনে বাচ্চার ঘোড়ার সুস্বাদু মাংসের লোভটা চাড়া দিয়ে উঠতে ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েকফোঁটা লালা। দলটা তেমন বড় নয়। মাত্র গোটা দুই ঘোড়া আছে ভয় পাবার মত, কিন্তু দিনের আলোয় আক্রমণ করা তেমন সুবিধের নয়। নেকড়ে তিনটে পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে সরে পড়ল।

পাটকিলে ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে যায়, ওর অভিজ্ঞ মন বুঝতে

পারে এই সরে পড়া মানে চলে যাওয়া নয়। বুঝতে পারে ওরা আসবে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। পাটকিলে আবার একটা ডাক দেয় তারপর দ্রুত চলতে থাকে। দলের ঘোড়াগুলিও চলতে শুরু করে ওর পেছনে। ক্ষুধার্ত বাচ্চাগুলি মায়েদের পাশ ঘেসে চলে, মায়েরা বার বার তাকায় এদিকে সেদিকে, স্মোকি আসে ওদের পেছনে পেছনে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়। ঘোড়ার দল চলেছে ধীরে ধীরে। পাটকিলে নিয়ে যাচ্ছে ওদের নিরাপদ যায়গায়, একেবারে নিরাপদ যায়গা মিলবে কোথায়, তবুও পাটকিলের ইচ্ছা এমন যায়গায় ওরা আশ্রয় নেবে যাতে অতর্কিতে হঠাৎ এসে আক্রমণের সুযোগ না পায় নেকড়ে তিনটে। প্রকাণ্ড একটা চাঁদ ওঠে প্রেইরির দিগন্ত ঘেঁসে। চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে সাদা তুষারের উপর। ঘোড়ার দলের ছায়া পড়ে লম্বা হয়ে। একটু উঁচুমতো একটা যায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। একটু বাতাসও বইছে না, কোথাও শব্দ নেই এতটুকু। কান খাড়া করে সন্ত্রস্থ ঘোড়ার দল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা হিংস্র কোলাহল আরম্ভ হয় দুরে কোথায়। একদল কেয়ট ঝগড়া করেছে মরা জন্তুর মাংস নিয়ে। কোলাহল উঠেছে কিন্তু এমন কিছু তীব্র নয় আর বেশ দূরে। খানিকক্ষণ চলতে থাকে কেয়টের দাপাদাপি হাঁকাহাঁকি। তারপর থেমে যায়। ঘোড়ার দল একটু সোয়াস্তি পায়। তারপর সুরু হয়, ঝগড়া নয় কোলাহল নয়—একটানা দীর্ঘ আর করুণ একটা নেকড়ের সুউচ্চ চীৎকার। ঘোড়ার দল অস্থির হয়ে ওঠে, পাটকিলে আর স্মোকি, দলের আরও দুএকটা ঘোড়া গলা ঝেড়ে পরস্পরকে ইঙ্গিত করে কিছু একটা। নেকড়ের ঐ ডাক শুনে ঘোড়ার দল আস্তে আস্তে চলা সুরু করে।

দলের পেছনে যাচ্ছে পাটকিলে। নেকড়ে তিনটাকে সর্বপ্রথম পাটকিলেই দেখতে পায়। চোখে পড়তেই পাটকিলে ছুটে আসে দলের মাঝখানে, যেখানে আছে বাচ্চারা। গলা থেকে বেরোয় বিপদের

সাবধান স্বর। ঘোড়ার দল ছুট দেয়, এবার প্রাণ নিয়ে ছুটে পালায়। বরফের কুচি ছিটকে যায় পায়ে পায়ে, শক্ত জমাট তুষার থেকে শব্দ ওঠে, কানে তালা লাগা শব্দ, চোখের নিমিষে ঘোড়ার দল হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায়। স্মোকিও ছুট দেয় ওদের সঙ্গে। গায়েব রক্ত গরম হয়ে ওঠে, স্মোকির মনও সজাগ হয়ে ওঠে একটু একটু করে। শৈশবের কৌতূহল প্রবণ মনটা জেগে ওঠে ধীরে ধীরে। স্মোকির দৌড় থেমে যায়, দলকে এগিয়ে যেতে দেয় ওর পাশ দিয়ে, স্মোকি দাঁড়িয়ে পড়ে। দলের শেষ ঘোড়া পাটকিলেও চলে যায় ওকে পেছনে রেখে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে ছুটে আসছিল নেকড়ে তিনটে। ঘোড়ার দল ছুটছে প্রাণপণ, কিন্তু নেকড়ের আওতা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেনি, ওরাও ঠিক আসছে। কালো রংয়ের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেল দেখে নেকড়ে তিনটে একটু থমকে পড়ল। আহ তাহলে এতক্ষণে দলের একটা ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর ছুটতে না পেরে দল ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে, নেকড়ে তিনটে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। স্মোকির মনে মনে ইচ্ছা, পাগলের মত লড়বে ঐ শয়তান তিনটের সঙ্গে, কিন্তু নেকড়ে তিনটেকে চুপি চুপি তার দিকে এগোতে দেখে স্মোকি মতলব ঘুরিয়ে নেয়, চট করে আক্রমণ করার কথায় ওর মন সায় দেয় না। একটু বুঝে নিতে চায় স্মোকি জীবগুলির ভাব সাব, মতি গতি। মনে জাগে প্রচণ্ড রাগ, চোখে আগুন ঝলসে ওঠে তিন শয়তানকে দেখে—ধীরে ধীরে ছুটতে থাকে স্মোকি, দল যেদিকে গেছে সেদিকে নয়। দল গিয়েছে সোজা, ওদের পথটাকে বাঁদিকে রেখে, স্মোকি ছুট দেয়। নেকড়ে তিনটে পিছু নেয় ওর। ওরা বুড়ো ঘাঘু, ওরা জানে এমনিই হয়। দল ছেড়ে ক্লান্ত দেহে নিরীহ প্রেইরির জীব এমনি ভাবে নেকড়ের হাতে প্রাণ দেয়। পথের খেই হারিয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে মাটির উপর।

স্মোকির গতি বেড়ে যায় ক্রমে। নেকড়ে তিনটেও গতি বৃদ্ধি করে। ছুটতে ছুটতে স্মোকি বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, আক্রমণ করার ইচ্ছাটা মন থেকে লোপ পেয়ে যায়। কিছু একটা আছে ঐ তিনটা জীবের চালচলনে, স্মোকির রক্তের মধ্যে জেগে ওঠে একটা ভয় আর পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সাবধানতা, ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করার বিরুদ্ধে ওর মনে তাগিদ ওঠে। নেকড়ে তিনটে অবাক হয়—ক্লান্ত ঘোড়াটার গতিবেগ কিছুই কমছে না, ওদিকে কচি বাচ্চাগুলিকে নিয়ে দলটি এগিয়ে চলে যাচ্ছে, এদিকে কালো রংয়ের ঘোড়াটা ছুটছেতো ছুটছেই। ওদের খটকা লাগে, ব্যাপারটা নূতন, এরকম বড় একটা হয় না। প্রতি মুহূর্তে দলের ঘোড়া দূরে চলে যাচ্ছে, আর কালো ঘোড়াটা ছুটছে অন্য পথে, তীরের মত এগিয়েই চলেছে।

নেকড়ে তিনটি স্মোকিকে ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ায়, নাক তুলে শুঁকে শুঁকে দিক ঠিক করে নেয়, তারপর আরম্ভ হয় নিঃশব্দ চলা। স্মোকিও থেমে যায়, মনে মনে হিসেব করে একটু, তারপর দলের ঘোড়াগুলিকে রক্ষা করতে আবার ছুটতে সুরু করে, ঠিকই করে। দলের ঘোড়াগুলি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল, স্মোকির পায়ের শব্দ ওদের কানে যায় আর চোখে পড়ে ঐ তিন মুর্তিকে। স্মোকি ছুটছে তীব্র বেগে, নেকড়ের আগেই দলের কাছে যেতে হবে ওকে। নেকড়ে তিনটেকে চোখে পড়তে ঘোড়ার দল আবার ছুট দেয়, কিন্তু ঠিকমত এগোতে পারে না। নেকড়ে তিনটে পাটকিলেকে পেরিয়ে এগিয়ে যায়, একটা বাচ্চা ঘোড়াকে লক্ষ্য করে এগোতে থাকে। পাটকিলের দিকে নজর দেয না ওরা, ঐ বুড়ো ঘোড়ার হাড় চিবিয়ে আর সুখ কি। পাটকিলে দেখে ধূসর রংয়ের নেকড়ে তিনটে দলের দিকে ছুটে আসছে, দলের ঘোড়াগুলি ছিটিয়ে পড়ছে, ভীত আর্তস্বর উঠছে দল থেকে, বাচ্চাগুলি ঠিক মায়েদের পাশে পাশে যেতে পাচ্ছে না, একটা নেকড়ে লাফিয়ে ওঠে বাচ্চা একটা ঘোড়ার দিকে। কিন্তু বাচ্চাটার গায়ে পড়তে পায় না, পাটকিলের এক লাথি খেয়ে ছিটকে

গড়িয়ে পড়ে বরফের উপর। নেকড়ের দল ঐ বুড়ো ঘোড়ার কাছ থেকে এতটা সাহস আশা করেনি, আর বুঝতে পারেনি প্রয়োজন হলে পাটকিলে কি রকম চটপটে হয়ে পড়ে যুবকের মত। প্রথম নেকড়েটা গড়িয়ে পড়তে না পড়তে, পাটকিলে আঘাত করে দ্বিতীয়টাকে, খুরের ঘায়ে একেবারে থেঁৎলে দেয় বরফের উপর, প্রথম নেকড়েটা ততক্ষণ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু চারখানা পায়ে ঠিক দাঁড়াতে না দাঁড়াতে চোয়ালের পাশে শক্ত আর ওজনদার এক জোড়া খুরের প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বেচারা একেবারে কাৎ হয়ে পড়ে যায়, চোয়ালটা যেন মাথা থেকে আলগা হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় স্মোকি এসে জোটে। দ্বিতীয় নেকড়েটা বরফ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে পাটকিলের গলার দিকে তাক করছিল, এক মুহূর্ত এদিক ওদিক হলে বুড়ো ওখানেই শেষ হয়ে যেত, স্মোকি একটা পাক দিয়ে ঘুরে পেছনের পা দিয়ে একটা লাথি ঝাড়ে, লাথির ঘায়ে নেকড়েটার সামনের একটা পা ছিটকে বেরিয়ে যায় ওর শরীর থেকে, কাৎরাতে কাৎরাতে তিন পা-ওয়ালা নেকড়েটা সরে পড়ে। কালো রংয়ের ঘোড়াটার কায়দা, পাটকিলের প্রচণ্ড আঘাত আর পর পর দুটি নেকড়ের করুণ অবস্থা দেখে তৃতীয় নেকড়েটা সরে পড়ে সঙ্গীদের রেখে। বাচ্চা ঘোড়ার স্বাদু মাংস খাওয়ার লোভটা মনে মনেই থেকে যায়।

আকাশের শেষ প্রান্তে রাতশেষের চাঁদটা ঝুলতে থাকে। ধীরে ধীরে দিনের আলো দেখা দেয়, ফিরে আসে জীবনের আশ্বাস। দলের বাচ্চাগুলি খাবার খোঁজ করে পা দিয়ে বরফ খুঁড়ে। রাত্রের প্রাণ নিয়ে দৌড়, আর তিন তিনটে নেকড়ের আক্রমণ, ওরা এখন ভুলে গিয়েছে। বরফ খুঁড়ে ঘাসের খোঁজ করে ওরা। আকাশে মেঘ জমে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বইতে থাকে। ঘোড়ার দল পুরোনো আশ্রয়ের দিকে ছুটতে শুরু করে। দুপুরের দিকে আরম্ভ হয় ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে ছিটকে আসে কুচি কুচি তুষার, প্রেইরির

সাদা বুকের উপর নরম, তুলার মত নরম তুষারের আস্তরন পড়ে। নরম তুষারে পা বসে যায়, ঘোড়ার দল ছুটতে থাকে দুদিকে পাহাড়ের মাঝে নিচু জমির আশ্রয়ে।

রাত্রি আসে। দূর থেকে ভেসে আসে একটা নেকড়ের তীব্র করুন স্বর আর তারপরে আর একটা নেকড়ের কাতর ডাক স্মোকি গলা ঝেড়ে সাবধান করে দেয় দলকে, কিন্তু পাটকিলে মোটেই ব্যস্ত হয় না, অন্ততঃ এ রাত্তিরে নেকড়েটা ভরসা পাবে না ঘোড়ার দলকে আক্রমণ করতো। গোটা কয়েক কেয়টের তুমুল ঝগড়া শোনা যায় দূর থেকে। ঝড়ো বাতাস আর না বইলেও ঝির ঝির করে তুষার পাত চলেছেতো চলেছেই। ছোট খাট পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে জমে উঠছে বরফের স্তূপ। আর তাতে চাপা পড়ছে জীব জন্তুর মৃত দেহ, ঐ সঙ্গে চাপা পড়েছে চোয়াল খুলে যাওয়া নেকড়েটার দেহ।

শীত কালটা এবার যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। শীতের কাল যেন এবার পথ চলছে টেনে টেনে, ঝোড়ো বাতাস, তুষার পাত, কোনটাই কমছে না। খাবারের অভাবে বাচ্চা ঘোড়াগুলি মরতে থাকে একটা দুটো করে, ধাড়ীরা শুকিয়ে ওঠে। দুমুঠো ঘাসের চেষ্টায় ওরা মরিয়া হয়ে ওঠে।

তারপর একদিন একটু একটু করে গরম বাতাস বইতে থাকে, শীত যায় কেটে। সূর্যের আলোর তেজ বেড়ে যায়, দিন হয় একটু লম্বা। পাহাড়ের গা থেকে বরফ গলা শুরু হয়। কিছু কিছু কচি ঘাস দেখা দেয় এখানে ওখানে, ঘোড়ার দল কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নেয়। প্রেইরির বরফ গলতে থাকে ধীরে ধীরে, ঝর্ণার স্রোত যায় বেড়ে, এখানে ওখানে জলের ধারা দেখা দেয় ঢালুর দিকে ছুটছে। সাদা আস্তরণ সরে যেয়ে ধূসর মাটি বের হয়ে পড়ে, তারপর আসে সবুজের মেলা। ঘোড়ার দল অবাক হয়ে ভেবে কুল পায় না, এত প্রচুর সবুজ ঘাস দিন কয়েক আগে কোথায় ছিল! প্রচুর

ঘাস খেয়ে আর খোলা প্রেইরীর ওপর ছুটোছুটি করে ঘোড়াগুলির চেহারায় পরিবর্ত্তন আসে। শীতের লম্বা লোমগুলি ঝরে যায়, স্মোকির চিকণ কালো রং রৌদ্রে চিক চিক করে, আর চামড়ায় ঢাকা মাংস পেশীগুলি সতেজ হয়ে ওঠে, ওদের ছেলে বুড়ো সবাই এক সঙ্গে মাঠের উপর খেলা শুরু করে, বয়সের তফাৎটা কিছুদিনের জন্য ঘুচে যায়।

প্রেইরির সমতল ভূমি পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করে ঘোড়ার দল। দুপুরের দিকে বাতাস হয়ে ওঠে গরম, রোদের তাপ থেকে গা বাঁচাতে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিতে দ্রুত চলতে থাকে ওরা। এ সময়টাতেই আবার দুপেয়ে জীবদের দেখা যায়। মজার ব্যাপার ওরা বসে থাকে ঘোড়াদের পিঠের উপর। খানিকটা রোদের তাপ থেকে গা বাঁচাতে আর খানিকটা দুপেয়ে জীবের আওতার বাইরে যাবার জন্য ঘোড়ার দল ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যায় পাহাড়ের খাঁজের দিকে।

কিন্তু দুপেয়ে জীবগুলো ওদের স্বভাব জানে। ছোট্ট দূরবীণ দিয়ে ওরা ঘোড়ার দলের গতির দিকে চোখ রাখে। লম্বা পা-ওয়ালা একটা ঘোড়সওয়ার একদিন স্মোকির দলের গা ঘেসে ছুটে যায়। স্মোকিকে দেখে লোকটা বিস্মিত হয়। বছর চার পাঁচের বেশী বয়স হবে না ঘোড়াটার। কুচকুচে কালো রং, গায়ে মাথায় মস্ত ঢেঙ্গা নয়, কিন্তু যৌবনের পরিচয় ওর প্রতি পদক্ষেপে, মসৃন ত্বকের নীচে সুদৃঢ় পেশীগুলো নড়াচড়া করছে। ঐ লম্বা পা-ওয়ালাটাকে দেখে স্মোকি আর দলের ঘোড়ারা চমকে যায়, দ্রুত সরে যায় পাহাড়ের উচুতে।

দিন কয়েক কেটে যায় বেশ নিশ্চিন্তে। ঘোড়সওয়ারদের দেখা যায় এখান থেকে অনেক দূরে দূরে। ঘোড়ার দল মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখে ওদের, তারপর আবার ঘাসের দিকে মন দেয়। স্মোকির মনের দুর্ভাবনা কেটে যায়। পাটকিলের সঙ্গে শুরু করে

খেলা। কিন্তু ঐ খেলার মধ্যে হঠাৎ একদিন আচমকা ঘটে যায় দুর্ঘটনা। মাথার উপর উঠে গিয়েছে পাহাড়ের উঁচু চুড়ো, তার গা বেয়ে তর তর করে নেমে আসছে ঘোড়ার পিঠে লম্বা পা-ওয়ালা ঘোড় সওয়ারটা। চোখের নিমেষে সমস্ত দলটা চকিত সজাগ হয়ে



ওঠে, মুহূর্ত্তের মধ্যে দলপতি দুজনের ইঙ্গিত পেয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ঘোড়ার দল ছুটতে শুরু করে। খুরের আঘাতে পাথর থেকে বেরয় আগুনের ফুলকি, পাহাড় শেষে আরম্ভ হয় সমতল ভূমি, তার পর

সেই কাঠে ঘেরা খোঁয়াড়। ছুটতে ছুটতে সেই খোঁয়াড়ে এসে হাজির হয় ঘোড়ার দল, বুঝতেও পারে না কেমন করে আটকা পড়ল খোয়াড়ে। রকিং কোম্পানির মজবুত খোঁয়াড়। লম্বা-পাওয়ালা ঘোড়সওয়ার ঢুকে পড়ে ওদের পেছন পেছন। পাশের খোঁয়াড়ের দরজাটা খুলে যায়। দরজা খোলামাত্রই স্মোকি আর দলের গোটাকয়েক চটপট নতুনটায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু এটাও একটা খোয়াড়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। স্মোকি দল থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। নতুন খোঁয়াড়ের বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্মোকির চোখে পড়ে দলের ঘোড়াগুলি বেরিয়ে যাচ্ছে একে একে খোঁয়াড় থেকে ছাড়া পেয়ে। দলের সঙ্গে চলে যাচ্ছে পাটকিলে। স্মোকি ডাক দেয় ওদের। পাটকিলে থমকে দাঁড়ায়, প্রত্যুত্তরে একটা টানা ভয়ার্ত্ত স্বর বেরয়। তারপর লেজ তুলে দৌড়ে চলে যায় দলের দিকে। দল শুদ্ধ সবাই চলে যায় খোলা প্রেইরির দিকে।

গেট খোলার শব্দ হয়। স্মোকি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেই লম্বা-পাওয়ালা জীবটা ঢুকছে। পায়ের দাপটে ধূলি উলিয়ে স্মোকি আশ্রয় নেয় খোঁয়াড়ের শেষ প্রান্তে। লোকটা এগিয়ে আসছে, মোটা মোটা কাঠে ঘেয়া খোঁয়াড়টার প্রান্ত দিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে স্মোকি। নেকড়ের চেয়েও ভীষণ ঐ লোকটার হাত এড়াতে স্মোকি ছুটতে থাকে ক্ষেপা ঘোড়ার মত। ঐ লোকটা যে কোন হিংস্র জন্তুর চেয়ে ভয়ঙ্কর, ওর প্রতিটি কথায় স্মোকি শুনতে পায় বন্যজন্তুর নিষ্ঠুর আহ্বান। লোকটা কিন্তু শিষ দিচ্ছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে, হাতে দড়ির ফাঁসটা দোলাতে দোলাতে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, কত প্রশংসা করছে ওর চেহারার। লোকটা জানে স্মোকির মত ঘোড়া বড় একটা চোখে পড়েনা—ওরকম রং ওরকম দৃপ্তভঙ্গী, চলার ওরকম সাবলীল গতি, প্রতিটি মাংসপেশীর এরকম সতেজতা—লোকটা জানে এ ঘোড়া খ্যাতি লাভ করতে পারবে, যদি ঠিকমতো শিখিয়ে তোলা যায়, ধৈর্য সহকারে, ধীরতার সঙ্গে, দীর্ঘকাল ধরে

যদি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোলা যায়। চাষের কাজে এ ঘোড়া স্মবিধের হবে না, মাল টানাতে দিলে, দুদিনেই অকেজো হয়ে পড়বে। কিন্তু সওয়ারবাহি হলে এ ঘোড়া পারবে পৃথিবীজোড়া খ্যাতিমান হয়ে উঠতে। কিন্তু যে সে সওয়ার হলে চলবে না। লোকটি মনে মনে প্রশংসা করে, বুঝতে পারে সময় লাগবে আর হতে হবে কষ্ট-সহিষ্ণু, কিন্তু এই সময় কষ্ট আর বৃথা যাবে না। এই এতটুকু বয়স থেকে লোকটা বড় হয়েছে ঘোড়ার পিঠে। প্রতিবছর কত ঘোড়া প্রেইরির বুক থেকে ধরে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে কাজের করে তুলেছে। স্মোকিকে দেখে ওর ভয় হয় যদি নিয়ে যায়, ঘোড়াটাকে যদি আর কেউ নিয়ে যায়।

খোঁয়াড়ের ঘোড়াগুলো মানুষ দেখে সরে যায় আর স্মোকি ওদের সাথে ফাঁক খুঁজে খোঁয়াড়ের দেয়াল ঘেসে গিয়ে দাঁড়ায়। লোকটা এগোচ্ছে, দলের ঘোড়াগুলি সরে যায়, স্মোকি ওদের আড়ালে থাকে আর ঘাড় তুলে দেখে দুপেয়েটা কোথায়? দুপেয়েটা তখনো এগিয়ে আসছে, স্মোকি দেয়ালের সঙ্গে মিশে থাকতে চায়। যদি পারতো, যদি সম্ভব হতো কাঠের বেড়ার সাথে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যেতো স্মোকি। মাথার উপর একটা শব্দ হয় আর দড়িটা এসে সাপের মত জড়িয়ে ধরে স্মোকির সামনের দুটো পা। স্মোক ছুট দেয়, দড়ির ঝাঁকুনিতে সামনের পা দুটো মাটি ছেড়ে বাতাসে ঝুলে থাকে এক মূহুর্ত তারপর মাটির উপর পড়ে যায় স্মোকি। পড়ে গিয়েই স্মোকি উঠে দাঁড়াতে চায়, পারে না, দড়িতে টান পড়ে, আর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে লোকটা ওকে নিরস্ত করে।

স্মোকি শুয়েই থাকে, চারটা পা-ই বেঁধে ফেলেছে ওর। অসহায়ের মত পড়ে থাকে চুপচাপ। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঘুলিয়ে যায়, আশঙ্কায় সারাটা দেহ কাঁপতে থাকে, একটা অজানা ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলে ওকে, দুপেয়ের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ভয় হয়। বুঝে উঠতে পারে না কি করে এত সহজে, এত অল্প সময়ে ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল

এই জীবটা। গোটা দশেক ঘোড়া যদি একসঙ্গে তেড়ে আসত, একপাল নেকড়ে যদি কামড়ে ধরত চারদিক থেকে, তাহলেও স্মোকি হাল ছাড়তো না লড়ে যেতো শেষ পর্যন্ত, কিন্তু দুপেয়ের সঙ্গে লড়বার সুযোগ পর্যন্ত পেলনা, শান্ত চুপচাপ হয়ে ও পড়ে রইল মাটিতে।

স্মোকির গলায় চামড়ায় তৈরী কি একটা পরিয়ে দিল লোকটা। তার সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা, মাথায় ঝুলিয়ে দিল কি আর একটা, স্মোকি অনুভব করে, একটা হাত ওর ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত বুলিয়ে দিচ্ছে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ওর সমস্ত শরীরটা আবার কেঁপে ওঠে, তারপর পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে, চারটা ঠ্যাং মুক্তি পায়। লোকটা গলার দড়ি ধরে টান দেয়, ওকে উঠে দাঁড়াতে বলে। স্মোকির জীবনীশক্তি ফিরে আসে একটু একটু করে। বুকের ধক্‌ধক্ শব্দটা কমে আসে, মাথার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হতে থাকে। স্মোকি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায়, গলা ঝেড়ে একটা ডাক দেয়, সামনের পা তুলে পেছনের পা দুটোয় ভর দিয়ে পাক খেয়ে পড়ে মাটিতে, প্রাণপণে ছুটে যায় পেছনে, দড়িশুদ্ধ টেনে হিঁচড়ে চলতে থাকে, কোনরকমে ঐ দুপেয়েটার কাছ থেকে ও পালিয়ে যেতে চায়, চোখের সামনে থেকে ওকে মুছে দিতে চায়। কিন্তু দুপেয়েটা এরকম দেখেছে অনেক। ঠিক এই স্মোকির মত কত ঘোড়া লড়েছে ঠিক এমনি করে, দড়িটার একটা প্রান্ত হাতে জড়িয়ে স্মোকির প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে ও। আবার আচমকা শুরু হয় দৌড় ঝাঁপ ডাকাডাকি ছুটোছুটি, পায়ের দাপটে মাটি কেঁপে ওঠে, ওর গলার ডাকে ভয় পেয়ে যায় আর ঘোড়াগুলি। কিন্তু দড়ির ফাঁস গলায় আটকে থাকে ঠিক, লোকটাও ঠিক দড়ি ধরে আছে ওর মুখোমুখি। স্মোকির গা বেয়ে অঝোরে ঘাম পড়ছে, জিভটা বেরিয়ে আসে বার বার, চোখ-দুটো হয়ে ওঠে চকচকে, সামনের পা-দুটো একটু ছড়িয়ে স্মোকি হাঁপাতে থাকে মুখ তুলে আর লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে দড়ি ধরে ওর মুখোমুখি। তারপর দড়িটা ছাড়তে ছাড়তে লোকটা দূরে

সরে যায়। হাত ত্রিশেক লম্বা দাড়টার শেষপ্রান্ত মুঠোয় ধরে গেট খুলে লোকটা বাইরে চলে আসে। গেটের বাইরে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে, পিঠে জিন দেয়া, আর মুখে আছে লাগাম, ওরই পিঠে এক লাফে চেপে বসে লোকটা, তারপর দড়ি ধরে ঝাঁকুনি দেয় একটা। স্মোকি ঘাড় তুলে দেখে ওকে, দেখে গেট খোলা, খোলা গেট দিয়ে দেখে সামনে প্রেইরির খোলা প্রান্তর, বাইরের জগতের সবুজের হাতছানি। আচমকা একটা ছুট দেয় স্মোকি, খোলা গেটের ভেতর দিয়ে লোকটার পাশ কাটিয়ে সোজা ছুট দেয় ঐ ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে সবুজ মাঠের দিকে। লোকটা আসে ওর পেছনে, খানিকটা যেতে যেতেই দড়িটায় ধীরে ধীরে টান পড়ে, তারপর ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে টান পড়ে গলায়, স্মোকি পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, গলার দড়ি টেনে রাখে ওকে। ঝোপ ঝাড়ের শেষে লম্বা কচি ঘাসের মেলা তারই মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে স্মোকি। লোকটা এবার দড়িটা বেঁধে দেয় মোটা একটা গাছের গুঁড়িতে। তারপর ওকে বুঝিয়ে বলে, বেশী ছুটোছুটি করোনা, বিশেষ সুবিধের হবে না। তারপর লোকটা চলে যায় ঘোড়ার পিঠে চেপে। স্মোকি যেন বুঝে উঠতে পারে না সব কিছু, ঘটনাগুলো মনে হয় দুঃস্বপ্ন। মনে হয় বুঝি মুক্তি পেয়ে গেছে, হঠাৎ আবার ছুট দেয়, খোঁয়াড় থেকে অনেক অনেক দূরে পালিয়ে যাবে। বেশী দূর যেতে হয় না, দড়ি ওকে টেনে রাখে, আর পায়ের তলার কচি সবুজ ঘাসগুলি মাড়িয়ে দিয়ে স্মোকি পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তারপর আবার ছুটে যেতে চায়, বার বার ও ছুট দেয়, বার দড়ির বাঁধনে আটকা পড়ে থমকে দাঁড়ায়।

চোখের সমুখে মুক্ত সবুজ প্রেইরি। মাথার উপর সূর্য দিচ্ছে আলো, ধীরে ধীরে বাতাস বইছে, দূর থেকে দেখা যায় গাছের পাতা নড়ছে, ঘাসগুলি দুলছে, এইতো তার আজন্ম পরিচিত মুক্ত প্রেইরি কিন্তু খোলা প্রেইরির বুকে আর স্মোকির ছুটে যাওয়া হয় না। কি রকম যেন বুঝতে পারে স্মোকি—প্রেইরির ঘাস, আর ঝর্ণার জল,

পাটকিলে আর বাচ্চা ঘোড়াগুলির সঙ্গে ছুটে বেড়ান, খেলা করা, দুপুরের রোদে মিষ্টি ছায়া, আর খোলা প্রান্তরের মুক্ত রাজত্ব সব শেষ



হয়ে গেছে ওর জীবনে। এই ত্রিশ হাত লম্বা দড়িটা ওকে সব কিছু থেকে টেনে রেখেছে। ওর চলার স্বাধীনতাকে রেখেছে বেঁধে। এর পর কি, কে জানে?

লম্বা ঠেঙে লোকটার নাম ক্লিন্ট। বছর তিরিশেক বয়স হবে, দেখতে কিন্তু বুড়ো মানুষের মত। হাত পা গুলো লম্বা লম্বা, চাল-চলনটা ঢিলে ঢালা, নিজের মনে চুপচাপ দিন কাটায়। সারাদিনে কথাবার্তা যা কিছু বলে তাও ঐ ঘোড়ার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে ওর চলাফেলা শোওয়া বসা এই এতটুকু বয়স থেকে, ওর চাকরীও তাই—যত বুনো ঘোড়াকে ধরে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে দুরস্ত করে তোলা। রকিং কোম্পানিতে কাজ করছে আজ বছর দুই, গোটা আশী ঘোড়াকে ক্লিন্ট কাজের করে তুলেছে, সভ্য করেছে। ওদের শিখিয়েছে নূতন জীবনের চাল চলন, ওদের বন্য স্বভাব বদলে দিয়েছে। তার আগে কাজ করত অন্য কোথাও, কিন্তু কাজ এই একই, বুনো ঘোড়ার পিঠে জিন কসে আর মুখে লাগাম দিয়ে একটু একটু করে ওদের মানুষের সাথী করে তোলার কাজ। খুব সহজ কাজ নয়, বুনো ঘোড়া তার বন্যতা অত সহজে ছাড়তে চায় না, দাঁত আর খুর দিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যায়। ক্লিন্টের সমস্ত দেহ জানে সে কথা, বুকের হাড় বুঝে নিয়েছে বুনো ঘোড়ার পায়ের জোর কতটা, ক্লিন্টের দাঁতের পাটি আর মুখের চোয়াল সে লাথির সম্যক পরিচয় পেয়েছে অনেকবার, আর কামড়ের ঘা তো ওর সর্বাঙ্গে। কতবার জীবনান্ত হতে হতে বেঁচে গিয়েছে ক্লিন্ট, তবু এ কাজ ছেড়ে যেতে চায় না ও, ঐ বুনো ঘোড়ার দল ওকে নেশার মত আটকে রাখে। একটু একটু করে ধৈর্য ধরে ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে তোলা, ওদের গায়ের উপর হাত ঘষে ঘষে আদর করা, মুখে লাগাম দিয়ে পিঠে চেপে ওদের দৌড় শেখান,—প্রতিটি কাজ প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্লিন্ট প্রাণ দিয়ে করতে ভালবাসে।

মানুষের সাথে পরিচয়

নিঃসঙ্গ প্রান্তরে দড়ির প্রান্তে দিন দুই কাটে স্মোকির, তারপর বিকেলের দিকে ক্লিন্ট এসে দাঁড়ায় ওর কাছাকাছি। জীবনে অনেক বুনো ঘোড়া দেখেছে ক্লিন্ট, দু একটিকে ভালও বেসেছে, কিন্তু স্মোকিকে দেখে বড় ভাল লাগে ওর। এ ঘোড়াটাকে ও ছাড়বে না। স্মোকির দিকে চেয়ে ক্লিন্টের মনে ভয় হয়, যদি আর কেউ, কোম্পানির কোন বড় কর্তা চেয়ে বসে ঘোড়াটাকে, কিংবা কোম্পানি যদি বিক্রি করে দেয়। ক্লিন্ট শিখিয়ে তুলবে স্মোকিকে, ওর সারা জীবনে যা ও শিখেছে, যতটা বুঝেছে, সব ঢেলে দেবে ঐ কালো রংয়ের ঘোড়াটির শিক্ষায় আর তার সাথে দেবে ওর আদর মিশিয়ে। বিকেলের আলো ঝিমিয়ে আসে, কালো রংয়ের ঘোড়াটার রং ধোঁয়ার মত মনে হয়, ক্লিন্ট স্মোকির দড়িটা দোলাতে দোলাতে ভাবতে থাকে কি নাম দেবে ওর। জীবনে কত ঘোড়ার কত নাম দিয়েছে ক্লিন্ট, সেগুলো দিয়েছে এমনি, খুব একটা ভেবে চিন্তে দেয়নি, সর্টি, স্কাই-হাই, ফেটি, ফোর লেগেড, এবার ক্লিন্ট ভাবতে থাকে কি নাম দেবে এই কালো ঘোড়াটার। বিকেলের আলোতে ধোঁয়ার মত দেখা যাচ্ছে ওর রং যেন জমাট বাঁধা একরাশ ধোঁয়া। দড়িটা দোলাতে দোলাতে ক্লিন্ট এগিয়ে যায়, ঘোড়াটা কান খাড়া করে দেখে ওকে, শোনে ওর কথা, সামনের পা দুটো ছড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে লক্ষ্য করে ক্লিন্টের নড়াচড়া, কি নাম দেবে ওর। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ক্লিন্ট বুঝতে পারে, মনে মনে ভয় পাচ্ছে ঘোড়াটা, পালিয়ে যাওয়ার মতলব ভাঁজছে। পুরো দুটি দিন ধরে চেষ্টা চালিয়েছে মুক্ত হবার তবু দড়ির ফাঁস ওকে ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু এখন মানুষ দেখে দুই দিনের সব কথা ভুলে যায় স্মোকি, ছুটে পালাবার পথ খোঁজে

ওর মন। দড়িটায় টান রেখে ক্লিণ্ট একটা হাত বাড়িয়ে দেয় ওর কপালের দিকে, চোখ রাখে ঘোড়াটার চোখে, মুখে বলে চলে কত কি, কথাগুলি আর যাই হোক নেকড়ের হিংস্র ডাক নয়, তেমন ভয় পাওয়ার কিছু নেই তাতে। হাতটা এগিয়ে আসে কপাল থেকে, আস্তে আস্তে হাতটা চলতে থাকে কানের দিকে, ঘাড়টা নামিয়ে একটু আরাম উপভোগ করে, তারপর হঠাৎ ঠিক এক ঝলক বিদ্যুতের মত দু'পাটি দাঁত দিয়ে প্রচণ্ড একটা কামড় বসিয়ে দেয় ক্লিণ্টের কনুইতে, কিন্তু কামড়টা ঠিক হাতের উপর পড়ে না, বিদ্যুতের মত সরে যায় হাতটা, জামায় একটা টুকরো ছিঁড়ে ঝুলতে থাকে ওর দাঁতের ফাঁকে। ক্লিণ্ট কিন্তু মুখে বলে চলে সান্ত্বনার কথা, হঠাৎ একটা নামকরণ করে ঘোড়াটার, ধোঁয়ার মত আবছা কালো রংয়ের ঘোড়া ওর নাম দেওয়া যাক 'স্মোকি'। ক্লিণ্টের হাতটা আবার ফিরে আসে, স্মোকির কপাল থেকে কান পর্যন্ত মৃদু মৃদু ঘসতে থাকে, আবার কানের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছয় হাতটা, কামড় পড়ে আর একটা স্মোকি দু'পা পিছিয়ে যায়, গলা ঝেড়ে সাবধান করে দেয় ক্লিণ্টকে। কিন্তু ক্লিণ্ট লেগে থাকে ওর কাজে, এবার কানের পাশ দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত যায় হাতটা, ওর ঘাড়ের কেশরগুলির ভেতর দিয়ে আঙ্গুল চালিয়ে নেয়, জট ছাড়িয়ে দেয়, ঘাড়ের মাংস পেশীগুলি ঘসে দেয়— এবার প্রচণ্ড একটা লাথি ছোড়ে, ঠিক সময় মত না সরে গেলে ক্লিণ্টের কি হত বলা যায় না, লাথিটা পড়ে শূন্যে বাতাসে! ক্লিণ্ট সরে দাঁড়ায় এক পাশে। তারপর যেন কিছুই হয়নি আবার কাজ শুরু করে ক্লিণ্ট। কতরকম কথা অবিশ্রাম বলে চলে, মিষ্টি কথা, ভাল খাবারের কথা, ভবিষ্যতের কথা, স্মোকির কত প্রশংসা করে ক্লিণ্ট। কিন্তু স্মোকি ভবিষ্যতের কথা নিয়ে মোটেই ব্যস্ত নয়, এখন ক্লিণ্টের প্রতিটি নড়াচড়া আর হাতের প্রতি নজর রাখতে, ওর সমস্ত মন এখন একাগ্র ভাবে নিযুক্ত।

ধীরে ধীরে ভয় কেটে যায় স্মোকির, একদিনে নয়, দিনের পর

দিন সন্ধ্যার একটু আগে ক্লিণ্ট চলে আসে, দড়িটাকে টান টান করে ধরে স্মোকির ঘাড়ে মাথায় বুলিয়ে দেয় হাত, আঙুল দিয়ে ওর ঘাড়ের এলোমেলো কেশগুলিকে সাজিয়ে দেয়, কানের পাশে আর কপালের উপর ঘসে দেয় হাত, প্রতিদিন ধৈর্যের সঙ্গে ঐ একই কাজ করে চলে। ক্রমে ক্লিণ্টের চেহারা গায়ের গন্ধ আর তার হাত পরিচিত হয়ে উঠে স্মোকির। অন্ততঃ তার হাত সম্বন্ধে ভয় থাকে না, অতি একাগ্র নজর কমে আসে, চোখের ত্রস্ত ভাবটা কেটে যায়। স্মোকি মেনে নেয় ঐ আদরটুকু।

দিন সাতেক যায় এমনি ভাবে। সময় আরও একটু বেশী দেয়া দরকার কিন্তু ক্লিণ্টের সময় কোথায়। সারাদিন যায় কোম্পানির কাজে খাটতে, বিকেলের দিকে ছুটি পেলে তবে স্মোকির সঙ্গে ভাব করার সুযোগ হয়। স্মোকি কোম্পানির ঘোড়া নয়। ক্লিণ্ট ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখবে, কোম্পানিকে দেবে না এ ঘোড়া, কাজেই কোম্পানির সময় এর পিছনে নষ্ট করা যায় না। বিকেলের দিকে যতটা সময় পায় ক্লিণ্ট মন দেয় স্মোকিকে শেখানোর কাজে। ভয় কমেছে স্মোকির কিন্তু এখনও বিশ্বাস আসেনি, মানুষের প্রতি রক্তের সঙ্গে মিশে আছে যে সহজাত অবিশ্বাস তা অত সহজে যায় না। ক্ষণে ক্ষণে চকিত হয়ে উঠে স্মোকি, কামড়ে দেয়না, লাথিও দেয় না। কিন্তু ঐ হাত নড়া ছাড়া ক্লিণ্ট একটু এদিক সেদিক করলে, মুহূর্তের মধ্যে স্মোকি সাবধান হয়ে পড়ে। দড়িটার কথা মোটামুটি বুঝে নিয়েছে ও, ওটা যে ধরণের জীবই হোক, ঝগড়া করে আর মারামারি করে বিশেষ সুবিধে হয় না, দড়ি ঠিক থাকে, ঐ হাত ত্রিশেকের মধ্যে যা খুসি করা যায়, কিন্তু তার বাইরে যাওয়া চলেনা।

দিন সাতেক পরে একদিন ক্লিণ্ট খুলে নেয় দড়ির বাঁধন গাছের গুঁড়ি থেকে, তারপর দড়িটা খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে চলতে থাকে। স্মোকি এগোয় দড়ির টানে কিন্তু পা ফেলে দেখে শুনে।

এটা একটা নূতন ব্যাপার, সাবধানে চারদিকে চোখ রেখে কান দুটোকে খাড়া করে স্মোকি চলে পিছু পিছু। খোঁয়ারের গেটটা খোলা, ভেতরে ঢুকতে স্মোকি ভয় পায়। মাথা নেড়ে দুপা পিছিয়ে ঘাড় শক্ত করে আপত্তি জানায়। দড়ি ধরে টানতে টানতে ক্লিন্ট উৎসাহ দেয়, এগিয়ে এসে ঘাড়ে গলায় হাত বুলিয়ে দেয়, অতি সাবধানে স্মোকি চারদিকে চোখ রেখে খোঁয়াড়ের ভেতর ঢোকে। খোঁয়াড়টা খালি, সেটা পার হয়ে উল্টো দিকের গেট দিয়ে পাশের ছোট খোঁয়াড়টার মাঝে এসে দাঁড়ায় দুজনে। ছোট খোঁয়াড়টার একপাশে বাদামী রংয়ের কি একটা ঝুলছে, জিনিষটা স্মোকির চোখে পড়ল এই প্রথম, ওটা একটা জিন।

ক্লিন্ট ধীরে ধীরে পরিচয় দেয় চামড়ার তৈয়ারী জিনিসটার আর সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে। স্মোকির চোখ কিন্তু ওর হাতের উপরে নেই, হাতটাকে লক্ষ্যই করে না; সে ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে ঐ জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ একমনে চেয়ে থেকে জিনিসটার দিকে নাক বাড়িয়ে শুঁকে দেখবার চেষ্টা করে তারপর কান খাড়া করে মাটিতে পা আঁচড়ে চামড়ার তৈয়ারী অদ্ভুত জিনিসটাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। দুপা এগিয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে আর একবার শুঁকে দেখে তারপর লেজ তুলে দূরে সরে দাঁড়ায়। অদ্ভুত জিনিসটা নড়েওনা, চড়েওনা স্মোকির আর উৎসাহ থাকেনা। এবার ক্লিন্টের দিকে, ওর হাতের দিকে নজরটা আবার ফিরে আসে তারপর মাথা ঘুরিয়ে দেখে খোঁয়াড়ের চারধার। এই ফাঁকে ক্লিন্ট হাতে তুলে নেয় জিনটা, জিনটার সঙ্গে ঝুলতে থাকে বগলস আর বেল্টগুলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্মোকির দৃষ্টি ফিরে আসে জিনটার দিকে, গলা দিয়ে একটা ভয়ের ডাক বেরোয়, তারপর ওটার দিকে নজর রেখে পেছোতে থাকে সে, ক্লিন্ট যেতে দেয় ওকে, আর হাতে জিনটা নিয়ে এগোতে থাকে স্মোকির দিকে। স্মোকি পায় পায় পিছিয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য রয়েছে ঐ জন্তুটার দিকে,

কিন্তু পেছনে কাঠের দেয়ালে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ক্লিণ্ট তখনও এগোচ্ছে। চামড়ার তৈয়ারী জীবটা রয়েছে তার হাতে। স্মোকি আর পিছিয়ে যেতে পারে না, বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে ওর, সামনের পা দুটো ছড়িয়ে মাথাটা প্রায় মাটির উপর নামিয়ে নিয়ে স্মোকি প্রস্তুত হয়। কিসের জন্য প্রস্তুত হয় কে জানে, তবু প্রতিটি মুহূর্ত্ত সজাগ হয়ে থাকে স্মোকি। ক্লিণ্ট নামিয়ে রাখে জিনটা, ওটার সঙ্গে পরিচয় অনেকটা এগিয়েছে, একদিনে এর চেয়ে বেশীদূর যাওয়া ঠিক নয়! জিনটা মাটির উপর নামিয়ে রেখে, জিনের কম্বলের টুকরোটা হাতে নিয়ে ঘুরোতে থাকে যেন হাওয়া করছে স্মোকিকে। একটু একটু করে এগোচ্ছে ঐ টুকরোটা, দুবার পাক খেয়ে গেল স্মোকির মাথার উপর দিয়ে। স্মোকির সমস্ত শক্তি জড় হয় এসে ওর চোখে, কান দুটোয় শোনে মৃদু সাঁই সাঁই শব্দ। জিনিসটার কথা একদম মুছে যায় মন থেকে। চোখ তুলে টুকরোটার আসা যাওয়া একমনে লক্ষ্য করে। বার দুয়েক তাক করে কামড় লাগায় বেশ জোর কামড়, কামড়টা পড়ে বাতাসের গায়। একবার লাফিয়ে ওঠে, কায়দামত লাথিও ঝাড়ে দু একটা, কিন্তু টুকরোটা ঘুরে চলেছে একই ভাবে, হঠাৎ এসে পড়ছে মাথার কাছে, একবার চলে যাচ্ছে দূরে, আবার চলে যাচ্ছে পিঠের দিকে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে স্মোকি, হাওয়ায় উড়ন্ত জীবটাকে সাবধান করে দেয়, সুযোগমত পেলে, কামড়ে, ছিড়ে, লাথি মেরে একেবারে থেৎলে দেবে। একবার ওর গা ছুঁয়ে গেল টুকরোটা, স্মোকির সমস্ত গাটা কেঁপে উঠল। ক্লিণ্ট একেবারে চুপচাপ একটা কথাও বলছে না, একমনে ঘুরিয়ে চলেছে কম্বলটা, বুনো ঘোড়ার স্বভাব চরিত্র বেশ ভাল ভাবেই জানে ক্লিণ্ট। কম্বলটা ঘোরাতে ঘোরাতে কথা বললে স্মোকি আরও ঘাবড়ে যাবে। কোনদিকে খেয়াল করবে? ওর কথা শুনবে না—ঐ সাঁই সাঁই করছে যে জীবটা তার দিকে লক্ষ রাখবে। এই এই আবার বুঝি ছুঁয়ে দিল



ওর পিঠটা !—ঐ উড়ন্ত জীবটাকেই এবার একমনে লক্ষ্য রাখবে। ওটা একটা কম্বল, ওর সঙ্গে মিশে আছে জিনের চামড়ার বদখৎ গন্ধ, গন্ধটা পাচ্ছে স্মোকি, বার দুয়েক ওর গা ঘেসে গেছে, কিন্তু কোন ব্যথা পায়নি স্মোকি। তবুও মন থেকে সন্দেহ আর দ্বন্দ্ব

যাচ্ছে না, খোঁয়াড়ের এককোনে প্রায় মিশে গেছে স্মোকি, চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দুপেয়ে জীবদের প্রতি আজন্ম অবিশ্বাস। যদি সম্ভব হোত গায়ের চামড়ার খোলসটা এইখানে রেখে পালিয়ে যেত স্মোকি, খোঁয়াড়ের উঁচু দেয়াল একলাফে টপকে চলে যেত, দরকার নেই ওর কিছু, দরকার নেই জিন আর জিনের কম্বলের সঙ্গে পরিচয় করে। বুনো নেকড়ের মত সাবধানী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ করছে স্মোকি, আর একবার প্রচণ্ড হিংস্রভাবে লড়বার ইচ্ছে হচ্ছে। কম্বলটা ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর শরীর মাঝে মাঝেই, আর প্রতিবারই ওর সমস্ত শরীরটা উঠছে কেঁপে। সামনে দাঁত খিচিয়ে লাথি ঝাড়ছে স্মোকি, তীব্র চীৎকারে চারদিকের কাঠের দেয়ালটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, খুরের ঘায়ে ধূলি উড়ছে মাটি থেকে। স্মোকি খেই হারিয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করছে, একবার এদিক একবার সেদিক। কিন্তু কম্বলটা আসছে ঠিক, যেদিকেই যাচ্ছে কম্বলটা ঠিক চলে আসছে ওর কাছাকাছি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ক্লিণ্ট, শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ঠোঁটের কোনে সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে ধীরে ধীরে। একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্মোকি, ধীরে ধীরে ও ছেড়ে দেয় নিজেকে, লড়াই করার ইচ্ছেটা কমে আসে। চোখের লাল টকটকে রংটা ফিকে হয়, স্থির হয়ে দাঁড়ায় স্মোকি, শুধু কম্বলটা যখন ছুঁয়ে যায়, অসহ্য লাগে, সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, অথচ কম্বলটা ছুঁয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে শরীরের প্রতিটি জায়গা। ক্রমে ওর সঙ্কুচিত ভাবটাও কমে আসে শরীরটা আর অমন করে কেঁপে ওঠে না। ক্লিণ্ট দড়ি ছেড়ে দেয়, কম্বলটা ঘোরাতে থাকে বেশ জোরে, স্মোকির পিঠের ওপর এসে পড়ে ওটা, অনেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে।

ক্লিণ্ট এবার হাতে তুলে নেয় চামড়ার তৈরী জিনটা, একহাতে জিনটা ঝোলে, আর অন্যহাতে কম্বলটা তখনও ঘোরাতে থাকে ক্লিণ্ট। জিন থেকে একটা শব্দ উঠছে, কিচ ক্যাচ ক্যাচ, নূতন চামড়া থেকে যেমন ওঠে, মাথার উপর ঘুরছে কম্বল, স্মোকি একমনে লক্ষ্য করে

চলেছে জিনটাকে। কম্বলের ভয় কমে গিয়েছে এখন, কিন্তু দুপেয়ের প্রতি জন্মজন্মান্তরের অবিশ্বাস ওকে অস্থির করে তুলছে। জিনটার দিকে তাকিয়ে বার দুই ডাক ছাড়ে স্মোকি। ক্লিণ্ট জিনটা নামিয়ে রাখে ওর সামনে—কিছুটা দূরে। তারপর চামড়ার দুটো ফিতে দিয়ে সামনের পা দুটো বেঁধে ফেলে সাবধানে। কাজটায় বিপদ সাঙ্ঘাতিক। একটু যদি চমকে যায় ভয় পায় ঘোড়া তাহলে ক্লিণ্টের থুতনি ঘেঁসে যে লাথিটা আসতে পারে, তার ফলে ক্লিণ্টকে আর চেনার উপায় থাকবে না। মাথার উপর ঘুরছে কম্বল, সামনে পড়ে রয়েছে জিনটা, স্মোকি হয়ে পড়েছে ক্লান্ত, আর এখন ক্লিণ্টকেও খানিকটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে স্মোকি, নিজের অজ্ঞাতসারে—সব মিলিয়ে কাজটা সহজ ভাবেই হয়। জিনটা আবার তুলে নেয় ক্লিণ্ট মাটি থেকে, তারপর দ্রুত পাশে গিয়ে টুক করে বসিয়ে দেয় স্মোকির পিঠে, স্মোকি ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চায় ব্যাপারটা কি হল, প্রশ্ন করে গলা ঝেড়ে, না তেমন কিছু নয় ঐ কম্বলের মত কিছু একটা পিঠের উপরে রয়েছে। পেটের তলা দিয়ে ফিতেগুলো টেনে বকলেস বেঁধে দিয়ে চট করে ওর সামনের পা দুটো খুলে দেয় ক্লিণ্ট, তারপর দূরে দাঁড়িয়ে গলার দড়িতে একটা টান দেয়।

দড়িতে টান পড়তেই স্মোকির সম্বিৎ যেন ফিরে আসে। পিঠের উপর কি যেন একটা আটকে রয়েছে, ঘাড় বেঁকিয়ে দেখারও সময় নেয়না স্মোকি, এঁকে বেঁকে দুরন্ত এক লাফ দেয়, তারপর ভীত স্বরে ডাকতে ডাকতে ছুট লাগায়, খোঁয়াড়ের চারধারে কয়েক পাক ছুটে আবার দেয় লাফ। খোঁয়াড়ের দেয়াল ঘেসে যেতে যেতে থমকে পড়তে হয়, দাড়িতে টান পড়েছে। পেছনের পা দুটো ছিটকে গিয়ে খোঁয়াড়ের দেয়ালে করে আঘাত, কিন্তু মাথা নাড়ানো চলেনা, দড়ির টানকে বড় ভয় স্মোকির। পিঠের উপর আটকে থাকা বস্তুরা তখনও আছে, কোন উপায়েই একে বেঁকে ছুটে লাফিয়ে ঝাড়া দিয়ে ওটাকে তাড়ানো যাচ্ছে না। এদিকে কিন্তু দড়িটা দুলছে, ক্লিণ্ট দোলাচ্ছে

দড়িটাকে, একটা ঝটকায় স্মোকির লাফ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। দড়ির কথা মনে আছে ওর, মাটিতে পেরে ফেলতে একমুহূর্ত লাগেনা দড়িটার, স্মোকি মাটিতে পড়ে যেতে একদম রাজি নয়। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোয় স্মোকির, সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অসোয়াস্তি, বার বার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, তবু স্মোকি দাঁড়িয়ে থাকে। ক্লিন্টের দিকে একমনে নজর রেখে পিঠের উপর সওয়ারহীন জিনিসটা নিয়ে চুপকরে দাঁড়িয়ে আছে। নাক দিয়ে পড়ছে জোর শ্বাস প্রশ্বাস। সামনের পা দুটো ছড়িয়ে হাঁপাচ্ছে স্মোকি। পরিশ্রম তেমন হয়নি, কিন্তু ভয়, রাগ আর অপমান ওকে অস্থির করে তুলছে। ও দেখছে লোকটা ধীরে ধীয়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। স্মোকি কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না, একটু নড়ে চড়ে দাঁড়ায়, কিন্তু কি করবে, লোকটা কাছে এগিয়ে আসছে মুখে কি যেন বলে চলেছে। স্মোকি একটু পিছিয়ে যায়, তারপর আবার দাঁড়িয়ে দেখে। ক্লিন্টের একটা হাত ওর কপালের দিকটা ঘসে দিচ্ছে—তারপর ক্লিন্ট ওকে নিয়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে, স্মোকির হঠাৎ প্রচণ্ড একটা লাফ দিতে ইচ্ছে হয়—পিঠের বিদঘুটে ব্যাপারটার শেষ ঘটাতে চায় স্মোকি, কিন্তু ক্লিন্ট ওর মনকে বোঝে, কত বুনো ঘোড়াকে এমনি করে শিখিয়েছে ক্লিন্ট। বুনো ঘোড়ার পিঠে প্রথম জিন বসিয়ে তার পিঠে চেপে বসার পর ক্লিন্ট জানে কখন কোন মুহূর্তে ঘোড়া কি প্যাঁচ দেয়। হাঁটতে হাঁটতে ওরা খোঁয়াড়ের অপর প্রান্তে এসে যায়। ক্লিন্ট আদর করে চলে স্মোকিকে, ওর কানের পাশে ঘাড়ের উপর কপালের দিকটায় হাত দিয়ে ঘসে দেয়, চাপড় দেয় ধীরে ধীরে, আর মুখে বলে চলে কত কিছু। কান খাড়া করে শুনছে স্মোকি, চোখ কোনে এনে দেখতে চেষ্টা করে সবকিছু, আর অপেক্ষা করছে এর পর কি হয়। কিন্তু এর পরের ব্যাপারটা আর চোখে পড়ে না, ক্লিন্ট ওর পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে বাঁদিকের চোখটা বন্ধ করে ধরে রাখে পর মুহূর্তেই স্মোকি

ঘাড় টেনে নেয়, চোখ খুলে পেছনে তাকায়। কিন্তু কোথায় ক্লিণ্ট, শুধু পিঠের বোঝাটা আরও ভারি হয়ে উঠছে। ঘাড় কাত করে আন্দাজ করতে চেষ্টা করে, আরে কি আশ্চর্য ব্যাপার স্মোকির যেন বুদ্ধি সুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়, লোকটা বসে আছে ঠিক ওর পিঠেব মাঝখানে। পুরো আধমিনিট সময় কেটে যায়, স্মোকি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়েও না সাড়াও দেয় না, সমস্ত কিছু যেন ওর মাথায় তাল গোল পাকিয়ে ওকে হতবুদ্ধি করে দেয়। ও পরিষ্কার বুঝতে পারে ঐ লোকটা আর চামড়ার তৈয়ারী অদ্ভুত জিনিসটা ওর পিঠের উপর চেপে আছে, তারপর একটু একটু করে স্মোকি জেগে ওঠে, ঐ ছটোর একটাও ওর কেউ নয়। পিঠের ওপর ঐখানে ওরা কোন কালে ছিল না, থাকবার কথাও নয়। এবার ওর মনের বুনো স্বভাব মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, যে করেই হোক ওর মুক্তি চাই, ঐ ছটি কিম্ভুত জিনিসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া চাই।

মনে এই কথাটা জেগে উঠতেই, স্মোকির মাথা নেবে গেল মাটি পর্যন্ত, ঘাড়টা টান করে স্মোকি পিঠটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে দিল, তারপর সুউচ্চ একটা ডাক ছেড়ে প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে একটা গুলির মত ছিটকে উপরে উঠে যায়, ধীরে ধীরে নয় হঠাৎ, যেন বড় একটা স্প্রীং হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে ছাড়া পেয়ে। মাটি থেকে তিন চার হাত উপরে ঘোড়া, মানুষ, জিন সব মিলে একটা তালগোল পাকিয়ে পাক খেয়ে আবার এসে আছড়ে পড়ল মাটিতে, প্রচণ্ড চীৎকার আর পায়ের দাপটে সমস্ত খোঁয়াড়টা কাঁপতে থাকে। স্মোকির মাথার কিছু ঠিক নেই, এঁকে বেঁকে এই দিচ্ছে লাফ, এই ছুটে যাচ্ছে ডাইনে, তারপর হঠাৎ থমকে যাচ্ছে, পেছনের পা তুলে অদৃশ্য শত্রুকে দিচ্ছে লাথি, ছুটতে ছুটতে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরটা প্রবল ভাবে ঝেঁকে নিচ্ছে, আবার ঝাঁকি দিতে দিতেই থেমে গিয়ে ছুটছে। হঠাৎ সামনের পা ছটো তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরটা ছলে ছলে উঠছে, কোন দিকে যে

ঘুরে পড়বে তার ঠিক নেই, কিন্তু পড়বার ঐ দিক ঠিক রাখতেই হয় সওয়ারকে। যেদিকে খুসি ঘুরপাক দিক ঘোড়া, যত খুসি লাফাক, ডাকতে ডাকতে গলা চিড়ে ফেলুক, ঝাঁকি দিয়ে সওয়ারের শরীর ঢিলে করে ফেলুক, কিন্তু নজর রাখতে হবে ঐ মাথার দিকে।

ক্লিণ্ট শান্ত মনে ঝাঁকি খাচ্ছে, লাফের সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে উঠে যাচ্ছে ওপরে, আবার পড়ছে, এই ডাইনে ঘুরছে, মুহূর্তেই বাঁক দিয়ে সরে যাচ্ছে বাঁয়ে, কিন্তু চোখ দুটো ঠিক আছে ঐ ঘাড়ের দিকে। খুরের ঘায়ে ধুলো উঠছে মাটি থেকে, ডাকের জোরে কেঁপে উঠছে দেয়াল, এঁকে বেঁকে আর পাক খেয়ে স্মোকি ওর শরীর দুমড়ে দিচ্ছে, কিন্তু পিঠের বোঝা কিছুমাত্র কমছে না। ওর রক্তের ধারায় রয়েছে মানুষের প্রতি চিরন্তন অবিশ্বাস, আর তাই লড়াই এর শেষ হচ্ছে না। হাঁপিয়ে যাচ্ছে, শ্বাস পড়ছে জোর নাকের দুটো বড় বড় ফুটো দিয়ে, বুকটা ইঞ্জিনের মত ধ্বক ধ্বক করছে। ঘাম ঝড়ছে সমস্ত শরীর দিয়ে, মাংসপেশীগুলো কলের মত কাজ করে চলেছে। প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়ে স্মোকি লড়ে যাচ্ছে, মানবে না মেনে নেবে না বন্ধন, ও মানুষকে পিঠ থেকে ফেলবেই। স্মোকি ক্ষেপে গিয়েছে, দিশেহারা হয়ে পাগলের মত ছুটছে খোঁয়াড়ের চারদিকে, কখনো ছুটছে, কখনো থমকে গিয়ে লাফ দিচ্ছে। বনের জীবনে, প্রান্তরের স্বাধীন জীবনে যা কিছু লড়াই ও শিখেছিল, তার সবটুকু শক্তি আর কায়দা দিয়ে লড়াই করছে, কিন্তু পিঠের বোঝা কমছে না। ও অবশ্য জানে না এ বোঝা কমলেই বা কি, ক্লিণ্ট যদি হেরে যায়, যদি ছিটকে পড়ে মাটিতে, আর স্মোকির পায়ের ঘা খেয়ে যদি মরেই যায়, তাহলে আসরে আসবে আর কেউ, আবার লড়াই হবে, অবশেষে একদিন মানুষের কাজে লাগতেই হবে ওকে।

ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্মোকি, প্রচণ্ড লাফ দেওয়ার ক্ষমতা যেন ফুরিয়ে আসে ওর। কাঁপতে থাকে, সমস্ত শরীর থর থর করে চার পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও যেন নিশেষ। মাথা নিচু করে জোরে

জোরে শ্বাস ফেলতে থাকে স্মোকি। একটা হাত এগিয়ে এসে আবার ওর কানের পাশ দিয়ে গলার কাছটা ঘসে দিতে থাকে, ঘাড়ের পাশে হাত বুলিয়ে দেয়! আর কানে এসে পৌঁছয় মৃদু স্বরে কি সব কথা। সে সব কথার অর্থ স্মোকি বুঝতে পারে না, শুধু ক্লিন্টের গলার স্বর আর হাত বুলান একটু একটু উপভোগ করে স্মোকি। বনের বুনো ঘোড়া যুগ যুগ ধরে মানুষকে অবিশ্বাস করে এসেছে, সে অবিশ্বাস চট করে ভাঙ্গে না। ক্লিন্টকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে এখনও সময় লাগবে।

ক্লিন্ট জানে সব কথা, ঘাড়ের পাশে চাপড় দিতে দিতে ক্লিন্ট নেবে আসে। মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে স্মোকি দেখে ব্যাপারটা। লোকটা নামছে, একটা পা তখনও রেকাবে থেকে গিয়েছে আর একটা পা মাটি ছোয় ছোয়, পুরো না নেমে আবার ধীরে ধীরে ক্লিন্ট পা তুলে দেয় ওর পিঠের ওপর দিয়ে, বার কয়েক করে ঐ রকম, এও শিক্ষার একটা অঙ্গ। স্মোকি মন দিয়ে সব দেখে, ক্লিন্ট তারপর মাটিতে নেমে পড়ে, তারপর ধীরে ধীরে খুলে নেয় জিনটা। স্মোকি একটা পাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় দেখতে চায় জিনটাকে। শুঁকে দেখে জিনটাকে, ভারি অবাক হয়ে যায় স্মোকি, ভাবতেই পারেনি ওই জিনিস তার পিঠ ছেড়ে নেবে আসবে কখনও। এবার ক্লিন্ট ফ্ল্যানেলের এক টুকরো নিয়ে শুরু করে দলাই মলাই। আস্তে আস্তে গলা থেকে পা পর্যন্ত কাজটা চলে। স্মোকি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, বেশ আরাম লাগে ওর। ওপরের দিকে মুখটা তুলে বার কয়েক নাড়া দেয় শরীরে, গলা দিয়ে মৃদু আওয়াজ বার করে একটু আধটু, চামড়ার উপর ঐ ঘষাটুকু উপভোগ করে স্মোকি। সে দিনের মত কাজ শেষ হয়।

বাইরের খোলা মাঠে স্মোকিকে নিয়ে আসে ক্লিন্ট। বেশ ঘন লম্বা কচি কচি ঘাসে ঢাকা একটা জায়গায় ওকে বেঁধে রেখে চলে যায় ক্লিন্ট। দূর থেকে দেখে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে মুখ তুলে।

পায়ের তলার নরম কচি ঘাসের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। খোঁয়াড়ের ভেতরে কাজ করতে করতে ক্লিন্ট মাঝে মাঝে তাকায় ওর দিকে, কিন্তু স্মোকি একবার নড়েওনি জায়গা থেকে, একবারও মুখ দেয়নি ঘাসে। স্মোকি অবাক হয়ে ভাবছে, বুঝে নিতে চাইছে ব্যাপারটা, মনে মনে বিচার করে দেখছে কি হয়ে গেল ব্যাপারটা। ঐ জিনটা চেপে ছিল পিঠের উপর, তার উপর উঠে বসল লোকটা, মাথার উপর ঘুরছিল একটা কম্বল। সবগুলো ঘটনা পর পর সাজিয়ে দেখছে মনে মনে। বিকেলের স্তিমিত নরম রোদ পড়ে মাঠের উপর, গাছের ছায়া পড়ে লম্বা হয়ে, আলোয় দূরের পাহাড়গুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা। আকাশের গায় দেখা যায় একটা দুটো তারা কিন্তু স্মোকির ভাবনার আর শেষ হয় না।

পরদিন ভোর বেলা ক্লিন্ট আসে। স্মোকি মুখ নামিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে নরম কচি কচি ঘাস। বেশ নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে কিন্তু কিছু একটা ঠিক করছে স্মোকি। ক্লিন্ট এসে দাঁড়িয়েছে, স্মোকি তা দেখে কিন্তু একটুও অস্থির বা চঞ্চল হয় না, ধীরে সুস্থে ঘাস খায়। ক্লিন্ট অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে মনে মনে কিছু একটা ঠিক করছে স্মোকি। হাসি ফুটে ওঠে ক্লিন্টের মুখে, আজও হবে জোর লড়াই, স্মোকি মানবে না, মেনে নেবে না অত চট করে। রাত্রে সব কিছু বুঝে মতলব ঠিক করতেই অনেক সময় গিয়েছে, স্মোকির খাওয়ার তাড়াও তাই এখন বেশ বেশী। এমনিতে স্মোকিকে খুব সাধারণ দেখাচ্ছে, লেজটা ঝাড়ছে এদিকে ওদিকে, কান দুটো নাড়ছে মাঝে মাঝে, ভাবটা, চালচলনটা বেশ স্থির ধীর।

দিনটা কাটল ক্লিন্টের নানা কাজে। গোটা পাঁচ ছয় নতুন বুনো ঘোড়াকে তালিম দিতে গেল অনেকটা সময়, এদিক সেদিক ঘোড়ার পিঠে যেতে হল বার কয়েক, বিকেলের দিকে কাজকর্ম শেষ করে ক্লিন্ট আসে স্মোকির কাছে। দড়িটা খুলে স্মোকিকে নিয়ে চলে

খোঁয়াড়ের দিকে। স্মোকি আজ একেবারে একটা নূতন ঘোড়া, খোঁয়াড়ে ঢুকতে আপত্তি নেই এতটুকু, জিনটা দেখে চমকায়না এতটুকু, জিনটা পিঠের উপর চাপিয়ে দিয়ে বেল্ট বেঁধে দিলো ক্লিণ্ট। স্মোকি নড়লোনা মোটেই, ঘাড় কাত করে দেখলোনা পর্যন্ত একবার। শুধু বার কয়েক গলা থেকে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বের করে। ক্লিণ্ট মনে মনে হাসে এই আওয়াজটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, স্মোকি যা আজ করবে, বেশ বুঝে শুনে করবে। ওর চোখের ভেকর সামান্য একটা আলোর ঝিলিক লক্ষ্য করে ক্লিণ্ট, বোঝে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে স্মোকি, সাবধান হয় ক্লিণ্ট। কিন্তু স্মোকিকে ও শিখিয়ে নেবে ঠিক, মনে মনে ঠিক করে ক্লিণ্ট শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবে যতই পরিশ্রম হোক।

আঙ্গুল দিয়ে বাঁ চোখটা বন্ধ করে ক্লিণ্ট এক লাফে উঠে বসে জিনের উপর অনায়াসে। স্মোকি চুপচাপ, ঔৎসুক্য নেই এতটুকু, উঠছে উঠুক। পিঠে উঠে বসে ক্লিণ্ট, তারপর যুৎ করে পা ছুটো ঠেলে দেয় রেকাবের ভেতর, লাগামটা ধরে নেয় বেশ করে, স্মোকি অপেক্ষা করে খানিকক্ষণ।

একেবারে সত্ত ধরে আনা আনকোরা বুনো ঘোড়ার ক্ষেপামি আর ঠেকে শেখা স্মোকির ব্যবহারে তফাৎ অনেক। প্রথম দিন কিছু খেয়াল করার মত মনের অবস্থা থাকেনা, সব কিছুতেই ভয় পায়, সব কিছুই অদ্ভুত মনে হয়, পিঠে চেপে বসা সওয়ারকে যে কোনরকমে লাফিয়ে ঝাপিয়ে ফেলে দেওয়াই হয়ে ওঠে একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এলোপাথাড়ি লাফানোয় আর দিকবিদিক ছুটোছুটিতে সওয়ারের বিশেষ কিছুই হয়না, হাঁপিয়ে পড়ে ঘোড়াটা নিজেই। হাঁপিয়ে পড়ে, ক্লান্ত হয়ে, অবশেষে মেনে নেয় সওয়ারির কর্তৃত্ব! কিন্তু স্মোকির অবস্থা ঠিক তা নয়, গত দিনে যা কিছু ঘটেছে, দিনরাত ভেবে বুঝে মৎলব ঠিক করে নিয়েছে স্মোকি। অন্ততঃ সব কিছুতে ভয় পাওয়া মনের ভাবটা কাটিয়ে তুলেছে ও, উঠে বসেছে সওয়ার,

বসুক, এইবার ও কাজ শুরু করবে, স্থির লক্ষে এগোবে তারপর? তারপর শেষ পর্যন্ত যা হয় হবে।

আজ স্মোকি ঘাবড়ালনা এতটুকু, ক্লিণ্ট উঠে বসে আছে পিঠের মাঝখানে, স্মোকি মাথা নিচু করে ঘাড়টা সোজা টান করে নিল একবার। তারপর কয়েকপা এগিয়ে গেল সহজ ভাবে, অনুভব করল পিঠের বোঝাটা কতখানি, পিঠের ঠিক কোথায় কতটা চাপ পড়েছে, ঠাণ্ডা মাথায় স্মোকি ঠিক করেছে ওর কাজের পদ্ধতি। বেশ সহজ ভাবে চলেছে স্মোকি পায়ে পায়ে, পিঠের উপর সহজ ভাবেই বসে আছে ক্লিণ্ট, হঠাৎ আচমকা বিদ্যুৎ গতিতে স্মোকি দুটো টুকরো হয়ে শূন্যে উঠে গেল। মাথা থেকে পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটা ভাগ, পিঠ থেকে শরীরে শেষ পর্যন্ত যেন আর এক ভাগ,—এ দুভাগ যেন আলাদা হয়ে এঁকে বেঁকে উঠে গেল উপরে। লাফ দিল স্মোকি, ঝাঁকুনিটা বড় কম নয়, মাথা আর লেজের দিকটা স্ক্রুর মত পাক দিতে দিতে মাটিতে এসে পৌছল, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি লাগল ওর সমস্ত শরীরে। ক্লিণ্ট সরে গিয়েছে একপাশে, খানিকটা, বেশ খানিকটা সরে জিনের একদিকে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে ক্লিণ্ট। স্মোকিও তাই চায়, পিঠের মাঝখান থেকে বোঝাটা সরে ঝুলছে দেহের একপাশে, স্মোকি বুঝল কাজে লেগেছে প্রথম লাফানটা। খুসি হয়ে উঠল স্মোকি, গলায় দড়ি পরে বন্দী হবার পর এই প্রথম স্মোকি পেরেছে খানিকটা সত্যিকারের কাজ করতে। ওর বাঁচবার লড়াইএ, জীবন দিয়ে লড়াইএ এই প্রথম জয়ের সূত্রপাত। আর কিছু না হোক অন্ততঃ সওয়ারকে পিঠের মাঝামাঝি সোয়াস্তিতে বসতে দেবেনা একটি মুহূর্তের জন্য। বৃত্তের আকারে গোল হয়ে ছুটলো স্মোকি, খুব জোরেও নয় খুব আস্তেও নয়। হঠাৎ থেমে পড়ল, পেছনের দিকে এঁকে বেঁকে একটা লাফ দিয়ে সরে গেল অনেকটা, সওয়ার তখনও একপাশে কাত হয়ে ঝুলে আছে। আবার স্মোকি দৌড় দেয় সহজ গতিতে, আচমকা থমকে যেয়ে

নিমেষের মধ্যে পেছনের পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে হাঁক দিতে দিতে শরীরটাকে বেঁকিয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটির উপরে, সওয়ার তবুও ঝুলে আছে একপাশে কাত হয়ে। একটু অবাক হয় স্মোকি, সওয়ার সম্বন্ধে মনে সামান্য ভয় জাগে, মাটিতে ফেলতে পারছে না সওয়ারকে, তৎক্ষণাৎ ভয়টাকে চেপে আবার একটা লম্বা ছুট লাগায়। আবার শুরু হয় দুরন্ত বেগের সঙ্গে পেছনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, শুধু সামনের পা দুটোয় দেহের ভার রেখে সমস্ত শরীরটাকে উল্টে দেওয়া, পিঠের মাঝখানটাকে হঠাৎ বেঁকিয়ে দুভাগ করে ফেলতে চায়। সওয়ার কিন্তু বসে আছে ঠিক একটু কাত হয়ে একপাশে। একটু একটু করে ক্ষেপে ওঠে স্মোকি, চোখ হয়ে ওঠে লাল টকটকে, গলা দিয়ে বেরোয় বুকফাটা আর্ত্তনাদ, বুঝে সুঝে যা ঠিক করেছিল সব মৎলব ভুল হয়ে যায়। বিদ্যুতের গতিতে আর ষ্টিম ইঞ্জিনের শক্তি দিয়ে স্মোকি ফের শুরু করে ওর যুদ্ধের শেষ অধ্যায়। মাটি কাঁপতে থাকে পায়ের দাপটে, উড়তে থাকে ধূলো, ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মত এক নাগাড়ে ছুটে হাঁপিয়ে পড়ে স্মোকি। সওয়ার পিঠের একপাশে ঝুলে আছে তখনও, স্মোকি এবার ক্ষেপে যায় একেবারে। ওর এতদিনের জন্য জীবনের যা কিছু শিক্ষা, যুবক বয়সের যত কিছু শিক্ষা, যুবক বয়সের যত কিছু কারসাজি সব শেষ করে স্মোকি দিকবিদিক হারিয়ে পাগলের মতো শুধুই করে ছুটোছুটি। ওর মনে একটা কথা আগুনের মত জ্বলতে থাকে সওয়ার পিঠের একপাশে ঝুলছে, মাটিতে ফেলতেই হবে ওকে, তারপর খুরের ঘায়ে দলে পিষ্টে শেষ করে দিতে হবে একেবারে।

এরপর আর লড়াই বেশীক্ষণ চলেনা, স্মোকি এক নাগাড়ে লাফাচ্ছে, ছুটছে, হাঁপাচ্ছে, কিন্তু মনের স্থিরতা আর নেই। মাটি আর বাতাস বোঝে ওর লড়াইএর দাপট, কিন্তু ক্লিণ্টের তাতে কিছুই আসে যায় না। তারপর একসময় ক্লান্তিতে থেমে যায় স্মোকি, দেহটা কাঁপতে থাকে তার, দাঁড়িয়ে চারখানা পা একটু ছড়িয়ে জিভ

বের করে হাঁপাতে থাকে স্মোকি। আবছামত বুঝতে পারে, পিঠের বোঝা হালকা হয়ে যাচ্ছে, লোকটা নেমে আসছে, কানের পাশ দিয়ে ঘাড়ের উপরটা ঘসে দিচ্ছে একটা হাত। একটা কথা স্মোক শুধু জানতে পারেনা ওর লম্ফঝম্ফের জন্য একপাশে ঝুলে পড়েনি ক্লিন্ট, ওটা আসলে ক্লিন্টের একটা কায়দা, বুনো ঘোড়ার সাথে লড়াই এর একটা কারসাজি। পরাজয় এতটুকু নয়, ঘোড়ার মেজাজটা বুঝে একপাশে ঝুলে বসা ক্লিন্টের পক্ষে অনেক সুবিধের।

আবার একটা পরাজয় ঘটল স্মোকির, দাসত্বের দিকে এগিয়ে গেল আরও এক পা। কিন্তু ওর এই প্রচণ্ড লড়াইএ একটা ফল হল হল ক্লিন্টকে ও মুগ্ধ করলো। স্মোকি বেশ চমৎকার ঘোড়া, এই ছিল ক্লিন্টের সাধারন ধারণা, কিন্তু দ্বিতীয় দিনের লড়াইএর পর ক্লিন্টের ধারণা অনেকটা বদলে গেল। স্মোকি দেখতে মস্ত, যোয়ান শরীর, কিন্তু এছাড়াও স্মোকির মস্তিস্কে আছে বিচার করবার, উপায় ঠাওড়াবার মত শক্তি, অন্যান্য ঘোড়ার চেয়ে যা অনেক বেশী। স্মোকি অপূর্ব।

একটি একটি করে দিন কাটে, লড়াই দিয়ে শুরু হয় প্রতিটা দিন আর প্রতিদিনের লড়াইএর শেষে স্মোকি একটু একটু এগিয়ে যায় পরাধীনতার দিকে, না ঠিক পরাধীনতা নয়, এই লড়াইএর ফাঁকে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে বন্ধুত্ব, দুজন দুজনকে চিনে নেয় ভালভাবে। একজন হেরে যাচ্ছে, আর একজন ক্রমে ক্রমে জিতে যাচ্ছে, অথচ লড়াই-এর পর কোন শক্রতা থাকছেনা। ক্লিন্ট ঘসে দেয় ঘাড়, দলাই মলাই করে স্মোকিকে, আর স্মোকি লড়াইএর পর চোখ বুজে উপভোগ এই করে আদর। আবার পরদিন সকালে দুই বন্ধুর দ্বন্দ্ব শুরু হয়, প্রাণপণে সমস্ত শক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে দুজনে যুঝতে থাকে, কিন্তু লড়াইএর শেষে সেটা হয়ে পড়ে চমৎকার একটা খেলা, শক্রভাব মিলিয়ে দুইজনে হয়ে পড়ে পরম বন্ধু। লড়াই শেষে

যেন হাত মিলায় স্মোকি আর ক্লিন্ট, হাসে খানিকক্ষণ, তারপর বিদায় নিয়ে চলে যায় যে যার কাজে।

দিন কয়েক পরে পিঠের কুঁজো ভাবটা কমে যায় স্মোকির, খোঁয়াড়ের দরজাটা খুলে ক্লিন্ট স্মোকিকে নিয়ে বাইরে বেরোয়। চোখের সামনে খুলে যায় প্রেইরির মুক্ত জগত, ভরা বসন্তের পরিপুর্ণ প্রেইরি। স্মোকি সোজা ছুট লাগায়, খোঁয়াড় পড়ে থাকে পেছনে, পিঠের উপর সোজা হয়ে বসে আছে ক্লিন্ট, মাঠ পেরিয়ে, পাহাড়ের ধার ঘেসে গাছপালা আর বন জঙ্গল পেছনে রেখে ছুটে চলে স্মোকি। হটাৎ মুখের লাগামে টান পড়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়, একটা বাচ্চা খরগোস দোড়ে পালিয়ে যায়, স্মোকি চমকে ওঠে, পিঠের উপর ক্লিন্ট ঘাড় চাপড়ে সাহস জোগায় উৎসাহ দেয়, আবার সহজ গতিতে ছুটে চলে স্মোকি।

সন্ধ্যা নামে প্রেইরিতে, দুই বন্ধু ফিরে আসে ধীরে ধীরে। ক্লান্ত হয়েছে স্মোকি, ক্লান্ত হয় ক্লিন্ট, লম্বা কচি ঘাস ছিড়ে নেয় স্মোকি, ক্লিন্ট বয়ে নিয়ে আসে জলের বালতি, শুরু করে দলাই মলাই। পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় সুর্য।

লম্বা একটানা দৌড় দিতে শিখে নেয় স্মোকি, আর শেখে লাগাম আর পায়ের ধাক্কার ইঙ্গিত। যায় আরো কয়েকটা দিন।

একদিন লম্বা একটা দড়ি নিয়ে স্মোকির পিঠে ওঠে ক্লিন্ট। দড়িটায় একটা ফাঁস তৈরী করে মাথার উপর ঘোরাতে থাকে ক্লিন্ট, সাঁই সাঁই শব্দ ওঠে একটা, তারপর ছুড়ে দেয় দড়িটা একটা ঝোপের দিকে, ফাঁসটা জড়িয়ে ধরে ঝোপটাকে, ভয় পায় স্মোকি, উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে দৌড় লাগায়, দড়ির ফাঁসে বাঁধা ঝোপটায় টান পড়ে, স্মোকির গতি কমে আসে, পিঠের উপর থেকে উৎসাহ দেয় ক্লিন্ট, গায়ের সম্পূর্ণ জোর দিয়ে টান দেয় স্মোকি, ঝোপটা উঠে আসে, গোড়া শুদ্ধ উপড়ে উঠে আসে।

এরপর দড়ির ফাঁসে বাঁধা পড়ে জানা জিনিস, ভয় কমে যায়

স্মোকির, বাঁধা পড়ে গরু, বাছুর আর বুনো ঘোড়া। স্মোকি বুঝে নেয় কাজটা, বন্ধুর লাগামের অথবা পায়ের গুঁতোর ইঙ্গিত, নানা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের অর্থ একটু একটু করে বুঝে নেয় স্মোকি।

একদিনে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, দিনের পর দিন যায়, ক্রমশঃ স্মোকি বুঝে নেয় কি কাজ করতে হবে, কিন্তু ওর কাছে এসব কাজ বলে মনে হয় না। ওর ধারণা এ সবকিছু বেশ একটা মজার খেলা! ক্লিণ্ট পিঠের উপর বসে ছুঁড়ে দেয় দড়ির ফাঁস একটা গরুর দিকে, গরুটা ল্যাসোতে বাঁধা পড়ে, বাঁধা পড়েই দৌড় শুরু করে, স্মোকি ছুটে এগিয়ে যায় খানিকটা, তারপর ক্লিণ্টের পায়ের চাপ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ে, গরুটা ঘুরে বেড়ায় চারিদিকে স্মোকিকে কেন্দ্র করে। দড়ির একটা প্রান্ত থাকে ক্লিণ্টের হাতে, গরুটা পালাতে পারে না, খানিক পরে স্মোকির মুখ ঘুরিয়ে ক্লিণ্ট চলতে থাকে খোঁয়াড়ের দিকে।

স্মোকির কিন্তু বেশ লাগে গরু আর বাছুরের সঙ্গে দড়ির ফাঁস দিয়ে খেলতে। এখন আর পুরোনো দলের কথা আর মনে পড়ে না, সঙ্গী সাথীদের কথা মুছে যায় মন থেকে। মায়ের স্মৃতি ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যায় একেবারে। সঙ্গী নেই সাথী নেই, পুরোনো দল নেই, সে জীবনও আর নেই। কিন্তু ক্লিণ্ট আছে, ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি হয়ে মনে গেঁথে যায় স্মোকির, আর আছে সারাদিন ধরে কত রকম নূতন কিছু খেলা। প্রতিদিন একটু একটু করে খেলা শেখে স্মোকি, আর আশায় থাকে পরের দিনের। ক্লিণ্ট বোঝে ওর আগ্রহ, আর ওর মন। যতদিন এমনি ভাবে নানা খেলা খেলবে স্মোকি ততদিন ওর ক্লান্তি আসবেনা, উৎসাহ কমবেনা, ক্লিণ্টকে নিয়ে খুসি থাকবে, বেঁচে থাকবে অন্যান্য ঘোড়াদের ছাড়া।

ক্লিণ্ট আর স্মোকি

বসন্ত হয়ে আসে শেষ। সূর্যের তাপ বাড়ে গ্রীষ্ম আসে। বুনো ঘোড়ার দলকে শিখিয়ে তোলার কাজ প্রায় ফুরিয়ে আসে। খোঁয়াড়ের বন্য ঘোড়াদের একটার পর একটাকে ধরে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে সভ্য করা আর মানুষের প্রয়োজনে তৈরী করে তোলার ব্যাপার এবছরের মত প্রায় শেষ। রকিং কোম্পানির সহরের অফিসের বড় সাহেব ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রেইরীর বুকে সফরে বেরিয়েছেন কাজকর্ম দেখা শোনা করতে। খোঁয়াড়গুলির পাশ দিয়ে মাঠ পেরিয়ে চলেছেন বড় সাহেব জেফ্ নিকস।

বেশ গরম পড়েছে, হাওয়া নেই এতটুকু। জেফ্ নিকস মাথার টুপি খুলছেন বার বার, টুপি ঢাকা মাথা গরম হয়ে ঘাম ঝড়তে থাকে, খুলে নিয়ে মাথা আলগা রাখলে যেন একটু সোয়াস্তি লাগে। ঘোড়াটা এগুচ্ছে পায় পায়, নিকস সাহেব চোখ তুলে এদিক সেদিক লক্ষ্য করেন, দেখেন দূরের পাহাড় আর বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ আর মাঠের শেষে ঘন জঙ্গলের গাঢ় সবুজ আভাস। বেশ কিছুটা দূরে সামান্য একটা ধূলোর রেশ, বাতাসে ভেসে উঠছে ধূলো, কি যেন ভারি একটা ঘাসের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিকস ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে ভাল করে দেখেন, কি ঘটছে ব্যাপারটা।

চোখের উপর হাত দিয়ে ছায়া করে দেখেন একটা ঘোড়া দাঁত দিয়ে চেপে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে কিছু একটা। নিকসের বয়স কম নয়, আর বহু বছর কেটেছে এই প্রেইরির বুকে ঘোড়া তাড়িয়ে আর তার শিক্ষার কাজে। ব্যাপারটা খুব সহজ বলে মনে হয়না নিকসের, ঘোড়ার পেটে চাপ দিয়ে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দেন নিকস। কাছাকাছি এসে নিকস নেমে পড়েন, খুব কাছে যেতে ভরসা হয়না, ভয় পেয়ে অপর ঘোড়াটা দৌড় শুরু করলে সওয়ারের বিপদ হতে পারে।

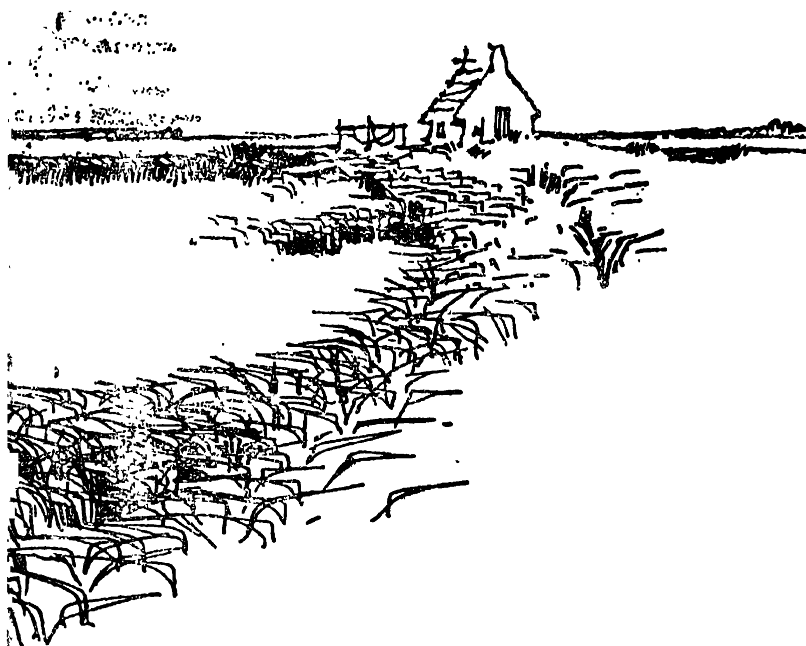
ঘোড়া থেকে নেমে লম্বা লম্বা ঘাসের ফাঁক দিয়ে দেখেন নিকস, কালো রংয়ের একটা ঘোড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে আর ওর পিঠের ওপর ঝুলে আছে একটা লোক। মুখ থুবরে ওর ঘাড়ের পাশ দিয়ে পড়ে আছে—নিকস চিনতে পারেন—লোকটা ক্লিন্ট। অবাক হন



নিকস, অদ্ভুত ঘোড়া, ঘোড়াটা চলছে ধীরে ধীরে, পিঠের ওপর লোকটার গায়ে ঝাঁকুনি লাগছে না এতটুকু। পিঠের লোকটা বেঁচে

আছে কিন্তু নিকসের ভরসা হয়না এগিয়ে যেতে। নিজের ঘোড়াটার পিঠে চেপে ধীরে ধীরে ফিরে যান নিকস সাহেব।

খোঁয়াড়ের কিছু দূরে পর পর কতকগুলি তাঁবু। তাঁবগুলির কাছাকাছি কালো রংয়ের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে চুপ চাপ, নিকসের



ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেয়ে কালো ঘোড়াটা চমকে ওঠে। নিকস ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে নিলেন, তারপর খোঁয়াড়গুলির চারদিক দিয়ে ঘুরে নিকস একটা তাঁবুর পেছনে এসে দাঁড়ান, তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আসেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায় পায় এগিয়ে যান ধোঁয়াটে রঙের ঘোড়াটার দিকে, কিন্তু খুব কাছে যেতে ভরসা হয় না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন ঘোড়া আর তার সওয়ারীকে। মনে হচ্ছে সওয়ারীর জ্ঞান ফিরে এসেছে, একটু একটু

হাত পা নাড়াচ্ছে। নিকস উৎসাহ দেন, চীৎকার করে বলেন কি করে গড়িয়ে পড়তে হবে। ক্লিণ্ট কোন রকমে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে, খানিকক্ষণ চুপচাপ পড়েই থাকে, তারপর লাংচাতে লাংচাতে এগিয়ে যায় নিকসের দিকে।

সূর্য্য অস্ত যায় যায় প্রেইরীর বুকে আঁধার নামে, তাঁবুর ভেতর ক্লিণ্ট চোখ মেলে তাকায়, নিকস পাশেই বসে, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে তাকে—

—স্মোকি কোথায় ?

—ঐ ধোঁয়াটে রংয়ের ঘোড়াটির যদি ঐ নাম হয়ে থাকে তবে বাপু বলতে হয় ওটা একটা আশ্চর্য ক্ষেপাটে ঘোড়া। সারাদিন ঘোরাফেরা করছে তাঁবুর চারপাশে, দাঁতে একটা দানাও কাটেনি, জলও খায়নি একটু।

—না না ভারি ভাল ঘোড়া ওটা। আপনি ওকে ওর যায়গায় বেঁধে রেখে আস্থন।

—অ্যাঁ বলছ কি, ভারি ভাল ঘোড়া! না হে না এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছি ঘোড়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি আর পোষায় না।

স্মোকি সারাটা দিন তাঁবুর চারদিকে পিঠে জিন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে চুপ করে দাঁড়াচ্ছে, মাথা তুলে শুঁকে দেখছে এদিক ওদিক। গলা দিয়ে অদ্ভুত ডাক ছাড়ছে। আবার চারপাশে ঘুরছে। একা সাথী সঙ্গী নেই, স্মোকিকে কেউ বলেও দেয়নি যে ক্লিণ্টের অসুখ। পড়ে আঘাত পেয়েছে ক্লিণ্ট, তবু স্মোকি সব বুঝতে পারে খারাপ, কিছু একটা হয়েছে সঙ্গীর।

পরদিন ভোর বেলায় নিকসের কাঁধে ভর দিয়ে ক্লিণ্ট ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। সারাটা রাত কেটেছে, স্মোকি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে খোঁয়াড়ের গা ঘেসে। ক্লিণ্টকে দেখে স্মোকি একটু ছুটে এগিয়ে আসে, গলা ঝেড়ে ডাক ছাড়ে, কান দুটো খাড়া হয়, নড়াচড়া করে, চোখ হয়ে ওঠে চকচকে, ওর মুখে চোখে কি যেন

একটা প্রশ্ন, কিছু একটা জানতে চায় ও। হঠাৎ ওর চোখ যেয়ে পড়ে নিকসের ওপর, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে, কান দুটো লেপটে যায় ঘাড়ের সঙ্গে, চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। ক্লিন্ট নিকসের দিকে চেয়ে বলে,— ব্যাপার দেখুন স্যার।

কিন্তু নিকসের আর ব্যাপার দেখার সাহস হয় না, ক্লিন্টকে রেখে সরে পড়ে তাঁবুর ভেতর। ক্লিন্ট জিন খুলে নেয় স্মোকির, তারপর দানাভর্তি একটা বালতির কাছে নিয়ে যায়, খেতে দেয় জল। খাবার আর জল দিয়ে ক্লিন্ট আবার তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ে। নিকস বসে পাশে। ক্লিন্ট ক্লান্তিতে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকে খানিকক্ষণ তারপর বলে।

—স্যার, এই ঘোড়া চরিয়ে বেড়ান আর আমার ভাল লাগছে না।

—তা না হয় হল কিন্তু কালকে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল।

—একটা গরুর জন্য ঘটনাটা ঘটল। আমি স্মোকির পিঠে ছুটে যাচ্ছিলাম, আমাকে দেখেই গরুটা ছুট লাগাল, আমি ল্যাসোর ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলাম। কিন্তু ফাঁসটা ঠিক গলায় লাগলোনা, কি রকম যেন জড়িয়ে মড়িয়ে গরুটা পড়ে গেল, ওটা যে পড়ে যাবে বুঝতে না পেরে স্মোকিকে সময় মত দাঁড় করাই নি, স্মোকি যেয়ে পড়ল গরুটার একেবারে ওপরে, আর ঠিক সেই সময় গরুটা গা ঝারা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাস্ টাল খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল স্মোকি, আর আমি ওর সাথে সাথে গেলাম উল্টে। আমার অবশ্য সব মনেও নেই, বোধ হয় স্মোকির তলায় পড়ে গিয়েছিলাম, আর গরুটা মনে হয় আমাদের ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাল।

বছর কয়েক আগে প্রায় এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল, কিন্তু সেবারের ঘোড়াটা আমাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল, প্রেইরীর প্রান্তরে—একা পড়েছিলাম মাঠের মাঝে সারারাত, তাই বলছি একাজ আমি ছেড়ে দেব, ভাল লাগে না। আরও তো কত রকমের কাজ আছে, বুনো ঘোড়ার পিঠে চেপে লাফালাফি আর

ঝাপাঝাপি আর ভাল লাগেনা। অনেক দিন গিয়েছে, এবার থেকে অন্য কিছু কাজ দিন—একটি মাত্র অনুরোধ আছে আমার, স্মোকিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন না, স্মোকি আমার কাছেই থাকবে। অসুস্থ শরীরে মৃদুস্বরে কথাগুলি বলে ক্লিণ্ট থেমে থেমে। স্মোকির সঙ্গের ওর বন্ধুত্বের প্রথম দিন থেকেই ওর মনে এসব কথা ক্রমে ক্রমে জমে উঠছিল, কিন্তু স্মোকি কোম্পানির ঘোড়া, একবার শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেই স্মোকিকে নিয়ে যাবে কোম্পানির লোকেরা কাজে লাগাতে, কি বিক্রি করতে। ক্লিণ্টের কাজ শুধু বুনো ঘোড়াকে পোষ মানান, কিন্তু পোষমানান ঘোড়ার উপর ওর কোন অধিকার নেই। ভেবে চিন্তে একটিমাত্র পথ বের করে ক্লিণ্ট। বুনো ঘোড়া পোষমানানর কাছ ছেড়ে কোম্পানির অন্য কাজে যদি ও যায়, তাহলে কর্তাদের বলে কয়ে হয়ত স্মোকিকে রাখতে পারবে নিজের কাছে।

নিকস বুঝতে পারেন ক্লিণ্টকে, নিয়ম অনুসারে ও ঘোড়া অনেকদিন আগেই কোম্পানির হাতে ক্লিণ্টের ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা ক্লিণ্ট দেয়নি, কেন যে দেয়নি তা নিকস এখন বুঝতে পারেন। অমন চমৎকার ঘোড়াকে কেইবা পারে শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিতে কোম্পানির হাতে। মাথা নেড়ে নিকস জবাব দেন।

ঠিক আছে, যতদিন আমি আছি, ও ঘোড়া তোমার কাছেই থাকবে আর এর পর থেকে তুমি প্রেইরির ওপর বন্য ঘোড়া আর গরু ধরে আনার কাজে লেগো, সে কাজও বেশ লাগবে তোমার, তাই করো তাহলে।

কিছুদিন পরে কোম্পানির নূতন লোক আসে ক্লিণ্টের কাজ বুঝে নিতে। ক্লিণ্ট চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে, মাঝে মাঝে উঠে তাঁবুর বাইরে যায় কোন রকমে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মোকিকে দেখে, কিরকম নূতন মনে হয় স্মোকির চোখের দৃষ্টি আজ লেজ নাড়া। স্মোকি এখন ক্লিণ্টের।

মাস খানেক পরের কথা। শরৎকালের কাজ শুরু। জন কুড়ি অশ্বারোহী আর তাদের খাবার আর থাকবার জিনিস নিয়ে ঘোড়ায় টানা মালবাহী গাড়িগুলি প্রেইরির ওপর দূর দূরান্তরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এদের সঙ্গে যাচ্ছে ক্লিণ্ট আর স্মোকি।

দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর ক্লিণ্ট আবার স্মোকির পিঠে চেপে কাজে যেতে পারছে। সদ্য ধরে আনা বুনো ঘোড়াকে পোষমানানর কাজ করবার মত অবস্থা ক্লিণ্টের নয়। স্মোকির পিঠে চেপে দলের অন্যান্য লোকের সঙ্গে প্রেইরির বুকে গিয়ে বুনো গরুর পাল আর বুনো ঘোড়ার দলকে ধরে খোঁয়াড়ে আটক করতে বেরিয়ে পড়ে।

যাত্রা শুরু করে ক্লিণ্ট আর স্মোকি। খোঁয়াড়গুলি পেছনে রেখে বেশ কিছু দূরে প্রেইরীর বুকে কোম্পানির বড় আড্ডায় গিয়ে পৌছয় ওরা, এখান থেকে সবাই এক সঙ্গে চলা আরম্ভ করবে। তাঁবুর পর তাঁবু, মালবাহী গাড়ী ছোট ছোট আস্তাবলে পোষমানান ঘোড়াগুলি একের পর এক বাঁধা রয়েছে, চারদিকে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসি আর কথা। এক জায়গায় কতগুলি ঘোড়াকে এক সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, নানা রকমের ডাক ছাড়ছে ওরা, ঝগড়া করছে দৌড়চ্ছে, ঘুর পাক খাচ্ছে, ধূলো উড়ছে বাতাসে। এইসব দেখে শুনে স্মোকি কি রকম ভড়কে যায়, এত লোক জনের ভীড় ও আগে কখনো দেখেনি।

জিন খুলে নিয়ে স্মোকিকে ছেড়ে দেয় ক্লিণ্ট ওই ঘোড়াগুলির মাঝে। স্মোকি চারপাশে এক চক্কর ঘুরে নেয়, গন্ধ শোঁকে দাঁড়িয়ে, গা ঝাড়া দেয় তারপর পরিচয় শুরু করে। এক এক দল ঘোড়া এখানে ওখানে সেখানে ছিটিয়ে আছে, স্মোকি যায় ওদের কাছে, বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে ভাব করতে চায়, কিন্তু স্মোকির সঙ্গে ভাব করতে কেউ বড় একটা রাজি হয় না। দরকার নেই আলাপে তার চেয়ে স্মোকি দৌড়য়, চোখে পড়ে চক্চকে একটা প্রায় বাচ্চা ঘোড়া। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়, স্মোকি দাঁড়িয়ে

পড়ে, আর বাচ্চাটিও এগিয়ে আসে, তারপর নাকে নাক দিয়ে ওরা মনে মনে খুঁজে দেখে কোথায় দেখেছি, ঘাড় বাড়িয়ে এ ওর গলায় মুখ ঘসে ঠিক যেন তুই ভাই, হঠাৎ বিদেশে দেখা—আর সত্যিই ওরা ভাই। বছর তিনেক আগে হারানো মা ফিরে এসেছিল এই বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে। এই দলের সঙ্গে স্মোকির ভাইও যাচ্ছে গরু ধরবার কাজে। প্রকাণ্ড খোঁয়াড়ের মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তুই ভাই। গেট খুলে ভিতরে ঢোকে ক্লিণ্ট আর জেফ নিক্স। স্মোকি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সঙ্গীকে, সঙ্গী সুস্থ হয়েছে, সবল হয়েছে কিন্তু সঙ্গের ওই লোকটা কে, কোথায় যেন ওকে দেখেছে স্মোকি। লোকটার মতলব ভালতো, ক্লিণ্টকে কিছু করবে নাতো, মনে মনে সন্দেহ হয় স্মোকির। আবার ভরসা হয় পারবে হয়ত সঙ্গী, সঙ্গের তুপেয়ে লোকটা চট্ করে পারবে না কিছু করতে।

বিকেলের দিকে ক্লিণ্ট আসে স্মোকির কাছে, ওর সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়। ক্লিণ্ট দূরে দাঁড়িয়ে, জন কয়েক ঘোড়সওয়ার স্মোকিকে দেখে স্মোকির তা ভাল লাগেনা, ক্লিণ্টের ঘাড়ের কাছ নিয়ে মাথা তুলে একটা সুউচ্চ চীৎকার দিয়ে ওদের সাবধান করে দেয় স্মোকি।

সন্ধ্যা বেলায় ঘোড়ার দলকে ছেড়ে দেওয়া হয় মাঠে। স্মোকি খুঁজে নেয় ভাইকে, তুজনে একসঙ্গে চরে বেড়ায় মাঠের উপর, সারারাত ওদের খাওয়া চলে, ভোরবেলায় ঘোড়ার দলকে আবার ফিরিয়ে আনে খোঁয়াড়ে। দিনের কাজ শুরু হয়।

মালবাহী গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে একটার পর একটা, জিন আঁটা ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা দেয় জনা কুড়ি অশ্বারোহী আর তাদের সঙ্গে ক্লিণ্ট। মিষ্টি রোদে ঝলমল করছে চারদিক। শরৎ কাল। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে, ওদের যাত্রা শুরু হয় প্রেইরির বিরাট খোলা বুকের ওপর। শীত শুরু হওয়ার আগে এ বৎসরের সব কাজ শেষ করতে হবে। বছরের শেষ কাজ শুরু ওদের যাত্রা দিয়ে।

স্মোকির জীবনে নতুন দিন

কাজের প্রথম দিনটা স্মোকির কাছে ঠিক প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার মত। নূতন ছাত্র বই খাতা নিয়ে স্কুলে এসেছে, সঙ্গীদের সাথে প্রথম আলাপ হচ্ছে, ক্লাসরুম দেখেছে, মাষ্টারমশায়দের হাঁক ডাকে চমকে উঠছে। নূতন ছাত্রের স্কুলের প্রথম দিনটার মতো স্মোকির এই প্রথম দিন মানুষের কাজে যোগ দেয়া।

এতসব দেখবার আছে চারদিকে, এত সব অদ্ভুত আওয়াজ উঠছে চারপাশে, স্মোকি কান খাড়া করে সব শোনে, অবাক হয়ে দেখে। খাবার আর রান্নার নানা সরঞ্জাম নিয়ে গোটা চারেক বড় বড় গাড়ী প্রেইরির উচু নীচু জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে, চালকের হাঁক ডাক আর চাবুকের সাঁই সাঁই শব্দ, গাড়ীর লোহার শিকলের একটানা ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। গাড়ীগুলোর ঠিক পেছনে পেছনে ছুটে আসছে জন পাঁচ সাত ঘোড়সওয়ার, ওরাও হাঁক ডাক করছে, মাটি থেকে লাফিয়ে উঠছে দুই একটা ঘোড়া, সওয়ার পিঠে পাক খেয়ে লাফিয়ে পড়ছে মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ছে জোর আওয়াজ। তারপর আসছে আরও কতগুলি মাল বওয়া গাড়ী। ওদিকে দূরে কতগুলি ঘোড়া নিয়ে বাতাসের বেগে ছুটে আসছে জনকয়েক ঘোড়সওয়ার। স্মোকি অবাক হয়ে এদের দেখে, বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ওদের, অসোয়াস্তি লাগে স্মোকির, কী দরকার এত দৌড় ঝাঁপ, এত হাঁকাহাকি আর ডাকাডাকিতে। যদি ক্লিণ্ট পিঠের উপর না থাকত, আর একটা হাত দিয়ে ঘাড়ের কাছে চাপড় মেরে উৎসাহ না দিত, একটা মুহূর্ত্ত সইতোনা স্মোকির। এক মুহূর্ত্তে স্মোকি হাওয়ার সঙ্গে মিশে যেত, দূর থেকে দেখা যেত শুধু একটা ধূলার রেশ, দেখা যেত কালো মত কি একটা প্রেইরীর মাঝে, মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

প্রথম দিনের তাঁবু পড়ে প্রেইরীর মাঝে, গাড়ীগুলো ক্রমে ক্রমে থেমে যায়। শোকজন সব এসে জোটে, ঘোড়াগুলিকে জড়ো করে বেঁধে রাখে এক যায়গায়। ওদিকে রান্নার কাজ শেষ হতে জোর গলায় হেঁকে ওঠে একটা লোক—পেট পুরে খেয়ে যাও বাছাধনেরা। ক্লিন্টও যায়, যাওয়ার মুখে স্মোকিকে ছেড়ে দেয় প্রেইরির খোলা মাঠের উপর। স্মোকি এক ছুটে চলে যায় কিছুটা তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ক্লিন্টকে, ক্লিন্ট ও দেখে ওকে, পর মুহূর্তে লেজ তুলিয়ে স্মোকি ছুট দেয় প্রান্তরের দিকে।

বিকেলের বেশ কিছু আগে দলের লোকেরা দড়ি হাতে বেরিয়ে পড়ে যার যার ঘোড়ার খোঁজে। ছেড়ে দেয়া ঘোড়াগুলি ছড়িয়ে আছে এদিক সেদিক, দড়ি ছুঁড়ে ধরে আনে ওদের। স্মোকি শোনে দড়ি ছোঁড়ার হিসস শব্দ, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ল্যাসোর ফাঁসে আটকা পড়ছে একটার পর একটা ঘোড়া, কি রকম ভয় লাগে স্মোকির, মনে পড়ে ওই দড়ির বাঁধন কিরকম অসহায় করে দেয়, ওরা ঘোড়াগুলিকে টেনে নিয়ে পিঠে জিন বেঁধে দিচ্ছে। স্মোকি বুঝতে পারেনা কি করবে, ক্লিন্টের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না দৌড়বে, পালাবে এখান থেকে। ক্লিন্ট এসে যেতে স্মোকির আর পালিয়ে যাওয়া হয় না। স্মোকির চোখ দুটো ভয়ে বড় হয়ে উঠেছে, আর বুকটা যেন আতঙ্কে ফেটে পড়ছে, হাত দিয়ে ক্লিন্ট বেশ বোঝে ভয়ে বেচারীর বুকের স্পন্দন বেড়ে গিয়েছে আর হয়েছে দ্রুত। ক্লিন্ট আশ্বস্ত করে ওকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর ঘাড় আর গলা আর কানের পিঠটা ভাল করে ঘসে দেয়, স্মোকি ক্রমে শান্ত হয়। ওদিকে জিন কসে একের পর এক ঘোড়সওয়ার হাতে দড়ির বোঝা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসছে রওনা হবার জন্য। ক্লিন্টও স্মোকির পিঠে চেপে ওদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়, জেফ নিকস ঘোড়া নিয়ে এসে উপস্থিত হন। এবার এ দলের দলপতি জেফ নিকস। ওরই পেছনে সবাই ছুটবে মাইল দশ পনেরো তারপর সব ছড়িয়ে পড়বে নানাদিকে। এদিকে মালটানা

গাড়ীগুলি একের পর এক দাঁড়িয়ে তৈরী করে খোঁয়াড়ের মত, আর ওদিকে ঘোড়সওয়ারেরা তাড়িয়ে নিয়ে আসবে প্রেইরির ওপর থেকে বুনো গরুর দলকে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অশ্বারোহীর দল বুনোগরুর পালকে তাড়া করে নিয়ে আসে। বিচিত্র নানা ডাক ছাড়তে ছাড়তে প্রচুর ধূলো উড়িয়ে মাটি কাঁপিয়ে আসে একপাল গরু বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে, চারিদিকে বড় বড় গাড়ী ঘেরা খোঁয়াড়ে আটক পড়ে তারা। স্মোকি হাঁপিয়ে গেছে, ক্লিণ্ট ওর জিন খুলে নেয়, জল দিয়ে পিঠের ঘাম মুছে দেয়, খেতে দেয় এক বালতি জল, একটু দলাইমলাই করে তারপর ছেড়ে দেয় স্মোকিকে মাঠের উপর, প্রচুর ঘাস রয়েছে মাঠে। সারাটা দিন গিয়েছে ছোটাছুটিতে, সন্ধ্যার অন্ধকারে স্মোকি লেজ তুলিয়ে চরে বেড়ায় অন্য ঘোড়াদের সাথে আর লম্বা ঘাস ছিড়ে নেয় দাঁত দিয়ে। গরুর পাল তাড়া করে আনাও মস্ত একটা কাজ স্মোকির কাছে, গরুর পাল লেজ তুলে ঠিক খোঁয়াড়ের দিকে ছুট দিতে চায় না, দুচার দশটা যদি বা এদিকে দৌড় দেয়, বাকিগুলো আর একদিকে দৌড়য়। ঘোড়ার দলকে থাকতে হয় তৎপর, চারদিকে চোখ আর কান খোলা রেখে একবার এদিকে আবার ওদিকে ছুটতে হয়। সওয়ারী লাগামের টান দেয় একেক সময় এক এক দিকে, পায়ের গুঁতোর ইংগিত আর লাগাম টানের অর্থ দুইই বুঝতে হয় চটপট। তারপর ছুট দেয়ার কোন নিয়ম নেই, কখনো খুব জোরে আবার কখনো পায়ে পায়ে ছুটতে হয়। তারপর গরুর পাল যখন লেজ তুলে ঠিক ঠিক খোঁয়াড় মুখো দৌড়চ্ছে, পেছনে ছুটে আসতে থাকে অশ্বারোহীর দল। ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে আছে ঘোড়ার পিঠে চেপে দুপেয়েরা গরুর পালকে ঠিক করে তাড়িয়ে নিতে, হঠাৎ যদি এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় একটা ষাঁড় সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গ নেয় দু'চার পাঁচটা গরু আর বাছুর, অশ্বারোহী অমনি ছুটে যায় ওর দিকে বেগে। ষাঁড়ের আগে গিয়ে ওর মুখ ঘুরিয়ে দেয়,

অশ্বারোহীর তাড়ায় ষাঁড়টা দিক বদলে ফেলে আবার এসে পালে ভিড়ে যায়। স্মোকি এই একটা দিনে অনেক কিছু দেখেছে, অনেক নূতন কিছু শিখেছে ওর মন, সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠের উপর চরে বেড়ায় স্মোকি আর ওর মনে পড়ে সারাদিনের দৌড়ঝাঁপ আর হাঁকাহাঁকি আর গরুর পালের দিকবিদিকে ছুটে যাওয়া। এদিকে তাঁবুর ধারে আগুন জ্বালিয়ে বসে গেছে জনকয়েক, আগুনে পুড়ছে ডালপালা, শব্দ হচ্ছে, আর ধোঁয়া উঠছে, আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ওদেরই মধ্যে একজন গান গাইতে শুরু করে। খোঁয়াড় থেকে ভেসে আসে, নতুন ধরা গরুর ডাক। সহজ গলার সহজ গানে যোগ দেয় সব কয়জন। স্মোকি শোনে গানটা, বেশ ভাল লাগে ওর। লেজ দোলাতে দোলাতে চলে আসে আগুনের কাছাকাছি। ওদের পাশে ক্লিণ্ট বসে বসে গাইছে গান, স্মোকি গলা ঝেড়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘোড়ার দল থেকে আরও দু একটা এসে হাজির হয়, ওদিকের তাঁবু থেকেও আরও দু চারজন লোক গানের সুরে তাল দিতে দিতে আগুনের চারপাশে এসে জোটে। ও গান জানে সবাই, কবে কোথায় কে মুখে মুখে শুরু করেছিল এ গান তারপর বহুকাল কেটে গিয়েছে, এ গান এখনও মুখে মুখে ফেরে। প্রেইরির উপর জীবন কাটায় যারা ঘোড়ার পিঠে চেপে, বুনো ঘোড়ার দলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে যে সব অশ্বারোহী, তাড়া করে বুনো গরুর পালকে যারা নিয়ে আসে খোঁয়াড়ে, ঐ একটি গান শিখে নেয় তাদের প্রত্যেকে। বাপের কাছ থেকে শুনে শেখে ছেলে, ছেলের কাছ থেকে তার বন্ধু, আর কথাগুলো পুরোনো হয় না এতটুকু, সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রেইরির এক প্রান্তে আগুনের চারপাশে বসে গান গায় ওরা, পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেয় গানটা। কবে কোন এক রাত্তির বেলায় বুনো ঘোড়া আর গরুর দল ক্ষেপে গিয়ে শুরু করেছিল খোঁয়াড় ভেঙ্গে পালিয়ে যাওয়া, কোন কিছু বাধা গ্রাহ্য করেনি, ভেঙ্গে-চুরে ছুটে মারিয়ে হাজার হাজার বুনো গরু আব

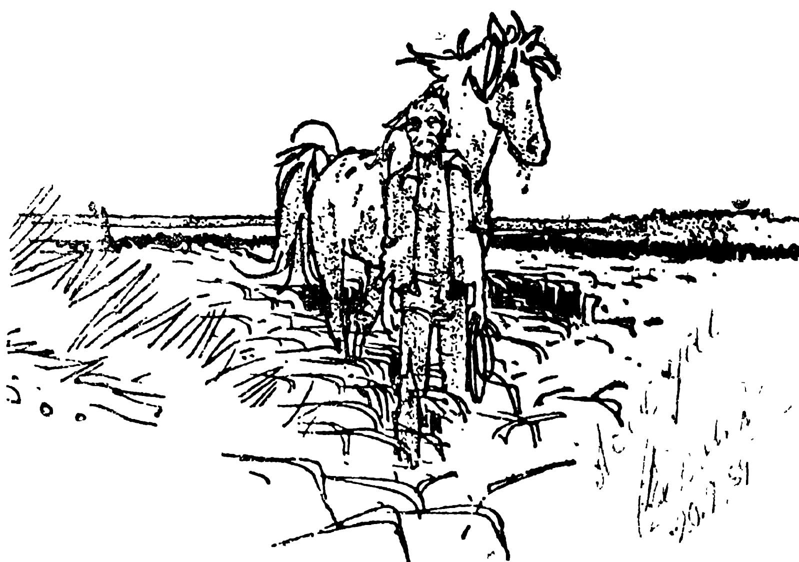
বুনো ঘোড়া এক ছুটে চলে গিয়েছিল প্রেইরির অন্ধকারে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিছনে পিছনে গিয়েছিল অশ্বারোহীর দল ওদের ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারে নি, নিজেরাও ফেরেনি। তারপর রাত্রি কেটে যায় ভোর হয়, খানাখন্দ আর পাহাড়ের তলায় পাওয়া যায় ওদের মৃতদেহ, থেৎলে চিপ্টে পড়ে আছে। এই গান যারা গায়, সবাই জানে অমন হয়, আজও হতে পারে যে কোন রাত্তিরে, হয়েছেও মাঝে মাঝে দু একবার অমন ব্যাপার। আগুন নিবু নিবু হয়ে আসে, গানের শেষে গলা মিলিয়ে সবাই একসঙ্গে একটি কথাই বারবার বলে, ফিরে যাব, আমরা ফিরে বাব আমাদের ঘরে, আমাদের বাড়ী সে অনেক দূর, সেইখানে ফিরে যাব এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে। এই করুণ অংশটা গাওয়ার পর সবাই চুপ করে বসে থাকে।

গান শেষ হয়, স্মোকি আবার গলা ঝেড়ে সাড়া দেয় ক্লিণ্টকে ডাকে, ক্লিণ্ট উঠে আসে—দেখে স্মোকিকে। আগুন নিভে যায় ক্রমে। রাত গভীর হয়, আধখানা চাঁদ ওঠে মাথার উপর, স্মোকি আর স্মোকির ভাই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায় মাঠের উপর।

রাত্রি শেষ হতে হতে আবার সাড়া পড়ে যায়। আবার একটা কাজের দিনের শুরু। সেই বুনো গরুর পাল তাড়িয়ে আনা। ক্লিণ্টকে পিঠে নিয়ে ছুটতে থাকে স্মোকি। কচিৎ কখোনো সুযোগ পেয়ে ক্লিণ্ট সরে পড়ে একা স্মোকিকে নিয়ে, ধূলো আর গরুর পাল তার পেছনে অশ্বারোহীর দল—সব কিছু ছেড়ে দূরে গিয়ে নিঃসঙ্গ প্রান্তরে দাঁড়ায় স্মোকি আর ক্লিণ্ট। তারপর দুজনে দাঁড়িয়ে দেখে দূর থেকে সব চলে যাচ্ছে তাঁবুর দিকে। স্মোকির ছায়ায় বসে ক্লিণ্ট আনমনে একটা সিগারেট ধরায়, সীমাহীন প্রেইরীর বুকে স্মোকি আর ক্লিণ্ট একাকী বসে গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে ঘোড়সওয়াররা মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

স্মোকি মাথা নিচু করে ঠোঁট দিয়ে ক্লিণ্টের চুলগুলি এলোমেলো

করে দেয়, সিগারেটে জোর একটা টান দিয়ে ক্লিণ্ট ওর ঘাড়ে হাত ঘসে আদর করে একটু, এক ঝটকা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, ঘাসে ডগাগুলো সুড়সুড়ি দেয় স্মোকির নাকে। শীত আসছে, শরৎ প্রায় ফুরিয়ে যায় যায়, এবার ঘরে ফিরতে হবে—ক্লিণ্ট চলে যাবে তাদের দলবল নিয়ে। স্মোকি ছাড়া পাবে—আবার হবে মুক্ত ঘুরে বেড়াবে প্রেইরির খোলা প্রান্তরে। সারাটা শীত কাটাবে বুনো ঘোড়াদের সাথে মিশে। শীতের শেষে আবার যখন আসবে বসন্ত—তখন দেখা হবে ক্লিণ্টের সাথে।



ক্লিণ্ট উঠে বসে স্মোকির পিঠের উপরে, মনে মনে ভাবে আগামী বসন্তে যদি সে স্মোকিকে খুঁজে না পায়—বুকটা যেন ভারী হয়ে আসে ক্লিণ্টের। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে—সারা আকাশ হয়ে উঠেছে লাল। শেষ বিকালের স্তিমিত আলোয় দুই সাথী ঘরে ফেরে। সারা প্রেইরিতে ওরা দুজন একা, আস্তে আস্তে টুকটুক করে ওরা এগোয় তাঁবুর দিকে। ক্লিণ্টের মনে হয় যদি পালিয়ে যাওয়া যেত

স্মোকিকে নিয়ে—আর ভাল লাগে না এসব করতে—কিন্তু তা কি-করে সম্ভব। বিকালের ম্লান ধূসর আলোয় দুই বন্ধুর দীর্ঘ ছায়া পড়ে মাটিতে, ক্লিন্ট গান শুরু করে। আস্তে আস্তে ভারী গলায় গান যেন ছড়িয়ে আকাশে বাতাসে। কান খাড়া করে শোনে স্মোকি। ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে যায়, প্রান্তর ছেড়ে মিলিয়ে যায় দিগন্তে। গানের রেশ ভেসে বেড়ায় প্রান্তরের বাতাসে—সব ছেড়ে ফিরে যাব একদিন—যাব একদিন ঘরে ফিরে।